নদীয়া যুগল

হরচন্দ্র রায়

শ্রীশ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়াভ্যাং নমঃ

নদীয়া যুগল

(নাটক)

শ্রীহরচন্দ্র রায় প্রণীত

প্রথম সংস্করণ

১৩৪১ বাং

—ঃ উৎসর্গ ঃ—

শ্রীশ্রীগৌর ভক্তবৃন্দের করকমলে

পিতৃদেব স্মরণে দুটি গোড়ার কথা

শৈশবকাল হতেই আমি আমার পরমারাধ্য পিতৃদেবকে (স্বর্গীয় হরচন্দ্র রায়) এক সংসার-বিরাগী সম্পূর্ণ মুক্তপুরুষ হিসাবে দেখে আসছি; আর মাকে (মহামায়া দেবী) দেখেছি ঠাকুর ঘরে। পিতৃদেবের আগ্রহাতিশয্যে দিনরাত গৌরভক্ত মহাজনদের পবিত্র চরণ-ধূলিতে আমরা ধন্য হতেম; তাঁদের সুললিত কণ্ঠ নিঃস্রিত প্রাণ-মাতানো "গৌর বিষ্ণু প্রিয়া" নাম কীর্ত্তনে আমাদের ঠাকুর-গৃহ ও সংলগ্ন বহিঃপ্রাঙ্গণ সদা সর্বদা আনন্দ মুখরিত থাকত। গৌরভক্তবৃন্দ ছাড়াও অন্যান্য সাধু সজ্জন ভক্ত বৈষ্ণবদের কৃপালাভে আমরা বঞ্চিত ছিলাম না। সংসার-মুক্ত পিতৃদেব মহাশয় সাধু সন্ন্যাসীদের নিয়ে স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করতেন এঁদের সেবা পরিচর্য্যা ও সঙ্গ লাভ করে।

আমাদের গৃহে দৈনন্দিন এরূপ সাধু সমাগম ও তাঁদের অভ্যর্থনা আপ্যায়ণের পেছনে আমার মধ্যম খুড়া মহাশয় স্বর্গীয় রায় বাহাদুর জগৎচন্দ্র রায় এবং ছোট খুড়া মহাশয় স্বর্গীয় নবদ্বীপচন্দ্র রায়ের অবদান অতুলনীয়। বস্তুতপক্ষে তাঁরা তিন ভাইই অতীব ধর্মপ্রাণ এবং ভক্ত বৎসল ছিলেন। ধর্মীয় ব্যাপারে তিন ভাইয়ের সমদৃষ্টিভঙ্গী থাকাতেই সংসার-মুক্ত অগ্রজের পক্ষে দীর্ঘ অর্দ্ধশতাব্দী ব্যাপী সাধু সজ্জনদের এরূপ অকুণ্ঠ ও নিরলস সেবা করে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল।

গৌর ভক্তবৃন্দ সহ কীর্ত্তনানন্দে বিভোর থেকে কখন যে পিতৃদেব কলম হাতে নিয়েছিলেন এবং কি পরিবেশের মাঝেই বা "নদীয়া যুগল" লিখেছিলেন সেকথা আজ আমার মনে আসে না। জীবনের শেষপ্রান্তে পৌছে একদিন পিতৃদেব আমার স্ত্রী (হাসি) ও আমাকে তাঁর পাশে ডেকে এনে বইটি ছাপাবার অন্তিম ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আজীবন

আত্মপ্রচারে কুণ্ঠিত বলেই হয়ত পাণ্ডুলিপিটি ১৩৪১ বঙ্গাব্দে সম্পূর্ণ করেও তিনি সুদীর্ঘ ২৫ বৎসর কাল পর্য্যন্ত উহা স্বীয় তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত করার প্রয়াসী হন নাই। কিন্তু আমি এমনই হত ভাগ্য সন্তান; পিতৃদেব স্বর্গীয় হবার পর দীর্ঘ ১২ বৎসরের মধ্যেও উহা ছাপাবার মত মানসিক প্রেরণা লাভে বঞ্চিত ছিলাম। আজ আমার একমাত্র দুঃখ, পিতৃদেবের জীবদ্দশায় যদি বইখানা ছাপিয়ে পিতৃদেবের সাধন-সঙ্গী সকল গৌরভক্তদের করকমলে একখানা করে উৎসর্গ করতে সক্ষম হতেম তাহলে হয়ত পিতৃদেবের দীর্ঘ কালের লালিত এক অব্যক্ত কামনার তৃপ্তি লাভ হত। পিতৃদেবের সেই অতৃপ্ত কামনা বাস্তবায়িত হতেই যেন নানা হাত ঘুরে এক অলৌকিক নির্দেশে শেষপর্য্যন্ত পাণ্ডুলিপি-খানা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া হতে এখানে এসে পৌছেছে।

গ্রন্থটি প্রকাশনার পেছনে সর্বাগ্রে শ্রদ্ধেয় ভক্তপ্রবর স্বর্গীয় রজনীকান্ত ভৌমিক ও স্বর্গীয় অনঙ্গমোহন পোদ্দারের নাম উল্লেখযোগ্য। বস্তুতঃ এঁদের উভয়ের নিরলস প্রচেষ্টা ও সক্রিয় প্রেরণা ব্যতীত একাজ কখনও আমার পক্ষে সম্ভব হত না। কিন্তু আমার এমনই দুর্ভাগ্য—মুদ্রিত বইটি এঁদের কেহই দেখে যেতে পারলেন না। দীর্ঘদিনের ব্যবধানে পাণ্ডুলিপিটির স্থানে স্থানে লেখা অস্পষ্ট এবং ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, যারফলে ছাপতে গিয়ে সম্পূর্ণ নির্ভুল উদ্বৃতি হয়ত সম্ভব হয় নি। সকল ত্রুটি বিচ্যুতি ও অক্ষমতার জন্য গৌর-পদাশ্রিত সকল ভক্তবৃন্দের অপার স্নেহ করুণা মিশ্রিত মার্জনা ভিক্ষা করি। ইতি—

শ্রীগৌরভক্তপদরজ প্রার্থী

ননীগোপাল রায় (গৌরদাস)

১ম অঙ্ক

পদকর্ত্তা

ধন্য নদীয়া ধন্য নদীয়া স্মরণে সকল মঙ্গল।
ধন্য জাহ্নবী ধন্য জাহ্নবী দ্রবময়ী ধন্য তব জল॥
ধন্য ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি নক্ষত্র ফাল্গুনী আসিল।
ধন্য সায়াহ্ন সময়ে রাহু, পূর্ণ শশীকে গ্রাসিল॥
হরি হরি ধ্বনি এ পূণ্য সময়ে,
রাশি রাশি পাপ নাশিল।
ধন্য পূণ্যময় শচীগর্ভসিন্ধু
গৌর পূর্ণ ইন্দু প্রকাশিল॥
ধন্য অদ্বৈত শান্তিপুর পতি
শান্তি দাতা শিব শঙ্কর।
ধন্য গঙ্গাজল ধন্য তুলসী
ধন্য দিবানিশি হুঙ্কার॥
ধন্য কলিকালে খোল করতালে
ধন্য সংকীর্ত্তন শুভঙ্কর।
ধন্য গোলোক পালক ঠাকুর
ভূলোকে আসিয়া জনমিল॥
ধন্য কলিকাল ভাগ্যবান জীব
নাই যাগ যজ্ঞ ক্রিয়াকাণ্ড।
হরি বল ভাই কোন চিন্তা নাই
আর নাই যমের যম দণ্ড॥
কহিছে বসন্ত নামামৃত পানে অমর হইল ব্রহ্মাণ্ড।
এ হেন সুযোগে ঘোর পাষণ্ড হরিচরণ জানি কোথা রইল॥

শুক শারীর প্রবেশ

শারী—যোগে যোগে আছি মোরা কত লীলা হেরি
এ লীলার উদ্দেশ্য শুক বল দয়া করি।
শুক—জনম-মরণশীল এই মর্ত্ত্য লোকে
নানা যোনি ভ্রমি জীব পায় নর দেহ।
করে কর্ম্ম নানাবিধ এই কর্ম্ম ক্ষেত্রে,
কর্মফল ভোগিবার তরে, আসে যায় বার, বার।
বাসনার দাস হ'য়ে, কত সুখে দুঃখে পড়ে
খায় হাবুডুবু।
শারী—যে বাসনায় হয় সুখ দুঃখ
সে বাসনা করে কেন জীব ?
বাসনার উদ্ভব কেমনে ?
শুক—শারি ! স্বাভাবিক গতিতে হয় বাসনা উদয়।
মনোরাজ্যে বাসনা জন্মিলে
বাসনার বস্তু মন চায় লভিবারে
বাসনার তৃপ্তিতে হয় সুখের উদয়
অতৃপ্তিতে হয় দুঃখ,
কোন কোন স্থলে শারী, হয় বিপরীত,
পাপ পুণ্য হয় শারি, বাসনার ফলে।
শারী—একই বাসনা হতে শুক।
কেমনে উদ্ভব হয় পাপ পুণ্য দুই ?
শুক—অনুপ্রানিত হয়ে জীব বাসনার বলে,
নিয়োজিত করে চিত্তবৃত্তি নিচয়,
বাসনার বস্তু লভিবারে।
সহযোগী করে তারা,
চক্ষু, কর্ণ, হস্তাদী ইন্দ্রিয়ে

সদবুদ্ধির উপদেশে,
করে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান,
বিবেকের বিধানমতে।
তাতে হয় পুণ্য, সেই পুণ্যফলে
ইহলোকে করে ঐশ্বর্য্যাদি সুখ ভোগ,
পরকালে হয় স্বর্গলাভ সুখের আবাস।
আবার অসৎ বুদ্ধির পরামর্শে,
লঙ্ঘি বিধান বিবেকের
করে নানা পাপ কার্য্য,
দুষ্কৃতিবান জীব,
রোগ শোক দরিদ্রতা আদি ইহকালে
সহিয়া কঠোর দুঃখ
মৃত্যু করে আলিঙ্গণ,
পরকালে ডুবে তারা দস্তর নরকে,
দুঃখের আবাস ভূমি।

শারী—শুক! অসদবুদ্ধি রিপু কেন দিলেন ভগবান
যাহার ইচ্ছায় সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়?
জীবে কেন জারে তাপত্রয়?

শুক—শারি! শত্রু ব'লে কোন বস্তু নাহি ত্রিজগতে
ভগবান যিনি তিনি পরম বান্ধব
তাঁহার ইচ্ছায় জীব পেয়েছে সকল,
আছে প্রয়োজন, তাই মিত্র হ'তে প্রাপ্ত বস্তু,
নারে শত্রু হ'তে।
পরিমাণ দেশকাল পাত্র না বিচারি
করে অপব্যবহার, তাই মিত্রে শত্রু করে।

সকাম বাসনা ফলে, দেহ সুখ লাগী,
অভিমানী হ'য়ে জীব ঈশ্বরে ভুলি যায়
করে নানা অভিলাষ,
না হয় পূরণ তাহা এ মর জগতে।
পায় না অচ্ছেন্ত সুখ
করে গতাগতি স্বর্গ-মর্ত্ত্য-নরক মাঝারে।
আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক তাপে
জারেমায়া তারে, ফে'লে করম বন্ধনে।

শারী—শুক! স্বর্গ আর নরক বল কি প্রকার স্থান
কেমনে থাকয়ে জীব স্বর্গ আর নরকে ?

শুক—স্বর্গলোক আছে উর্দ্ধে
অমরের স্থান, সুখের আলয়
আরো লোক আছে তাতে,
পুণ্য ফলে যারা যায় তাহাদের তরে
নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য সুখ ভুঞ্জিবারে,
কিন্তু, ক্ষীণ পুণ্যে তারা পুনঃ আসে মর্ত্ত্য লোকে,
দক্ষিণ দ্বারেতে হয় নরকের স্থান
যমরাজ হয় এ রাজ্যের অধিকারী
দুষ্কর্মের ফলে জীব যায় সেই স্থানে
দুঃখময় স্থান, দুঃখের নাহিক বিরাম
অতিবৃষ্টি, অগ্নিবৃষ্টি, আর বজ্রপাত,
নিদাঘ তপন তাপে তপ্ত বালুময়
বিষ্ঠা গর্ত্ত, পুঁজি গন্ধ পবন বিহীন
আরো কত আছে সেথা না যায় বর্ণন
ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে, নাহি খাদ্য বা পানীয়
আগুনেতে দহে দেহ নাহি প্রতিকার

দুঃখময় আছে সব নাহিক অভাব
দুঃখের ঝঞ্ঝাবাত সদা ফিরিছে গর্জ্জিয়া।
এক অভাব শুধু নাহি গো মরণ
যে মরণে সব দুঃখের হয় অবসান।

শারী—যাঁহার কৃপাতে সৃষ্টি এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড,
কতনা মধুর ক'রে করেছেন সৃজন,
জীবের লাগিয়া শুধু সুখের বিধান
দুর্গত জীবের তরে করেন নাই কেন
করুণাময় ভগবান ?

শুক—শারি! জন্মিবার পূর্ব্বে যিনি করেন ব্যবস্থা
শিশুর লাগিয়া, মায়ের বুকেতে দুধ,
করেন নাই বিধান কোন তাঁহার সন্তানের
এ বড় আশ্চর্য্য কথা!
।ববেক গুরু তাই সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে
পাঠিয়েছেন মানবেরে,
পাঠিয়েছেন গঙ্গা আদি পুণ্যতোয়া কত
অমরপুরী হ'তে এই মর্ত্ত্য লোকে।
নানা স্থানে নানা তীর্থ করেছেন স্থাপন।
পাপ স্খালনের তরে।
অমূল্য শাস্ত্র গ্রন্থ করিয়ে রচন
হিতোপদেশ দিতে মানবেরে
নিজশক্তি পাঠায়েন এ মর জগতে
আপনি আচারি ধর্ম্ম জীবে শিখাইতে
মূর্ত্তিমন্ত গুরুরূপে
মাঝে মাঝে আসেন স্বয়ং অবতীর্ণ হ'য়ে,

দুর্গত জীবের লাগি এই অবতার
দেখনা কেমন শারি কিবা চমৎকার।

শারী—এ জগতে আছে কত ভোগের ব্যবস্থা
সুখ দুঃখ আর।
তবে কেন স্বর্গ আর নরকের হল প্রয়োজন
কর্ম্মফল ভুগিবার তরে।

শুক—শারি! বাসনা পূর্ণরূপে হয় না পূরণ এ জগতে,
তাই নিরাবিল সুখ আর দুঃখ পূর্ণরূপে নাহি হয়
হেথা ভোগ।
তে কারণে স্বর্গ ও নরক হল প্রয়োজন
পূর্ণিমার নিশি আর অমাবস্যা মত
কর্ম্মক্ষেত্রে সুখ দুঃখের সদাই মিশ্রন।
অন্যান্য তিথিতে জ্যোৎস্না আঁধার যেমন।

শারী—পাইতে নিষ্কৃতি দুস্তর বাসনা হ'তে
পারে কি দুর্ব্বল জীব?
কি তার উপায়?

শুক—ভগবানের রাজ্যে শারি নাহি প্রতিকার
শুধু লীলাময়ের লীলা জন্য এ সব ব্যাপার।

শারী—বল শুক! আছে কি উপায়
শুনি জুড়াই পরাণি।

শুক—মায়ারাজ্যে মায়াত্যাগ অতীব দুষ্কর
তাই, কতজনে ভাবিয়া অনিত্য এই মায়ার সম্বন্ধ
তেয়াগিয়ে সব বিষয় বৈভব, হয় ত্যাগী যোগী।
কঠোর তপস্যায় আত্মবিসর্জ্জন, চিত্তবৃত্তি
করিয়া নিরোধ।

যোগবলে মুক্ত হ'তে চায় কর্ম্ম হ'তে,
ভাগ্যবলে যদি সিদ্ধি পায় এ সাধনায়।
চতুর্ব্বিধা মুক্তি পেয়ে যায় বৈকুণ্ঠ ভুবনে।
কর্ম্ম এবং কর্ম্মফলের অতীত তাহারা।

শারী—তোমার কথা শুক ! লাগিতেছে ভাল
বৈকুণ্ঠ কোথায় এবং কেমন তাহা বল।

শুক—ব্রহ্মলোক পরব্যোম ধাম নাম শ্রী বৈকুণ্ঠ।
তথাকার অধিপতি শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ।
চিদানন্দ ধাম নাম তার।
শান্ত দাস্য ভাবের ভক্ত তথা যেতে পারে।
মর্ত্ত্যলোকে আসতে হয় না স্বকর্ম্মের ফলে।
পাপ পুণ্যের অতীত তারা, নাই সুখ দুঃখ।

শারী—কঠিন সে পথ বুঝি তোমার কথায়,
সকলের ভাগ্যে নহে কঠোর সাধনা।

শুক—সে জন্যই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং ভগবান
আসিলেন গোলোক হ'তে শ্রীবৃন্দাবনে,
পাতিলেন প্রেমের হাট সেই ব্রজধামে
সখ্য বাৎসল্য মধুর রসে,
পাতিলেন সম্বন্ধ কৃষ্ণ গোপ গোপীসনে
যে সম্বন্ধ আছে মর্ত্ত্যবাসীর ঘরে ঘরে।
যাহাতে অভ্যস্থ জীব স্বভাব হইতে,
দেখাতে জগতে প্রেম কামের পার্থক্য
আনিলেন লীলামঞ্চে রাধা চন্দ্রাবলি
প্রেমের জয় দেখাইলেন শ্রীরাসমণ্ডলে,
ব্রজবাসীগণে,

নাহি বুঝে দেবদেবী না বুঝে ধর্ম্মাধর্ম্ম
বুঝে শুধু কৃষ্ণ আর কৃষ্ণে অনুরক্তি
রহিল নিবদ্ধ এ প্রেম ব্রজবাসীর ঘরে
পাইল না সেই প্রেম অন্য জগতবাসী,
রাধাকৃষ্ণ ভজনেতে হইলে গো মতি
গোপীভাবে নিতে হবে গোপীর অনুমতি
সখ্য বাৎসল্যের তথায় নাহি হয় গতি।

শারী—জগতের অন্য যদি না পাইল প্রেম
কি হবে উপায় তাদের ?
গোপীভাব বিনে যদি না যাইতে পারে
রাধাকৃষ্ণ মিলনের স্থলে
পুরুষেরা তবে বুঝি অতি ভাগ্যহীন।

শুক—না শারি! অধম অজ্ঞান জীব এ ঘোর কলির
মুগ্ধ হয়ে মায়ার সম্বন্ধে,
দেহ সুখে মত্ত সদা, অহঙ্কারে মাতি
প্রতিষ্ঠা গৌরবে ম'জে যায় রৌরবেতে
তেকারণে শ্রীগৌরাঙ্গ পরতত্ত্ব সার
কৃপাবতার আসিলেন।
আসিলেন সর্ব্বধামময় নদীয়াতে,
আনিলেন সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বপরিকর, সর্ব্বধাম হ'তে,
আইলেন গৌর সুন্দর হইয়া সুন্দর
মাধুর্য্য ঔদার্য্য আর প্রেমভক্তি নিয়ে,
আসিলেন স্বরূপশক্তি স্বয়ং ভক্তিদেবী
বিষ্ণুপ্রিয়াসনে।
জীবে ভক্তি শিখাইতে,
নিত্যানন্দ গদাধর আর কতজন,

আইলেন গোপীভাবে মিশ্রিত হইয়ে
কৃপাবিনে সেই প্রেম নাহি পাবে জীব
তাই প্রেমাবতার হ'য়ে কৃপায় বিভোর,
কৃপাম্বু করিয়ে সব পারিষদগণে,
প্রেমের পশার মাথে দিয়ে জনে জনে,
না বিচারি পাপী তাপী দুর্জ্জন সুজন
না বিচারি নিন্দুক পাষণ্ড দুরাচার
নাম প্রেম বিতারিতে প্রতি ঘরে ঘরে
যারে তারে যে, তেমতে
আইলেন গোলোক হ'তে এ মর জগতে,
উত্তম অধম না বিচারি
না বিচারি পুরুষ কি নারী
দিল অধিকার নদীয়া যুগল রস আস্বাদনে
আস্বাদনে নিত্যরাস শ্রীবাস অঙ্গনে।
সাধনের কঠোর পথ সহজ করিয়া
আদেশিলেন যথা যোগ্য বিষয় ভুঞ্জিতে
অনাসক্ত হ'য়ে, করি হরি সংকীর্ত্তন
দাস্যভাবে ভগবানের চরণাশ্রয় নিয়ে।

শারী—এ সকল কথা শুক তব মুখে শু'নে,
ইচ্ছা হয় আরো শুনি বিস্তৃত বিবরণে।

শুক—গোলোক বৃন্দাবন হয় পরানন্দ ধাম
শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা নিকেতন।
আনন্দের নব নব প্রস্রবণ অফুরন্ত ভাবে
বহে শত শত ধারে অবিরত।
ঐশ্বর্য্যে মাধুর্য্যে পূর্ণ,
সব বৃক্ষ কল্পতরু,

কল্পতরু সম বালুকণা তায়
গড়াগড়ি দিলে যাতে সর্ব্ব সিদ্ধি হয়।
চতুর্ব্বিধা ভাব বলে, অতিভাগ্যবান
করিয়া প্রেমের সাধন
যেতে পারে সেই প্রেম ধামে
প্রেম সেবা করে সবে যার যার ভাবে।
শারী—নবদ্বীপের বিবরণ কহ শুক শুনি
কেমন তার মধুরিমা কেমন নদে বাসা
শুক—গোলোক, নবদ্বীপ হয় সর্ব্বধাম সার
নিত্যানন্দ ধাম নাম।
শ্রীশ্রীলক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়াসহ সদা রস কেলি
রসরাজ শ্রীগৌরাঙ্গ চাঁদের হেথায়।
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য যত আছে পূর্ণভাবে
আছে আনন্দ প্রচুর যত ধামের
এই নদে ধামে,
আর আছে ঔদার্য্য মহান।
সর্ব্বধামের সর্ব্বশক্তি সর্ব্বপরিকর
মিলেছে আসিয়া হেথা।
যথা নদনদী, খরতর স্রোত বেগে
ধাইয়া পড়িছে আসি মহাসাগরের জলে।
প্রেমের ভাণ্ডারী নিতাই
প্রেমের বাদল করি
করিছে প্লাবন সদা এই চিন্তামণি ধাম।
নিত্যরাস সংকীর্ত্তনে প্রেমিক ভক্তগণে
উদ্দণ্ড নর্ত্তনে সদা প্রেমে পাগল পারা।
প্রেম গলাগলি আর প্রেমে কোলাকোলি

প্রেমে হুড়াহুড়ি ধূলায় প্রেমে গড়াগড়ি
মূর্ত্তিমন্ত প্রেম যেন ধূলায় বিলুণ্ঠিত।
পুরুষ দেহে করে এই রাস আস্বাদন
ভাবময় নারীদেহ হ'য়ে মূর্ত্তি মন্ত
নাগরীদের সঙ্গে করে প্রেমের সেবন
ঔদার্য্য প্রাবল্যে সবে মহাকৃপাবান।

শারী—তবমুখে শুনি শুক শ্রীধাম মাহাত্ম্য
হইলাম ধন্য আমি, তুমি ভাগ্যবন্ত।

শুক—ভাগ্যবান কলির জীব, ভাগ্যবান মোরা
তাই-গোলোকের গুপ্ত সম্পদ শ্রীগৌরাঙ্গ সে
সহ সর্ব্বপরিকর সহ ভক্তিশ্রী
এসেছেন ধরামাঝে, মানুষ সমাজে
ত্রিলোক করিবে উদ্ধার শ্রীগৌরাঙ্গ রায়,
কলির জীবের ভাগ্যে হল উপায় চমৎকার।
আমরা হই পক্ষিজাতি, চল বসি হেরি
চমৎকার গৌরলীলার চমৎকার মাধুরী। (প্রস্থান)

২য় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

নিমাইয়ের প্রবেশ—

গান

নিমাই—আমি জীব তরাতে এলেম ভবে
কেমনে যাইব ?
ঘরে রইতে নারি, যাইতে নারি
কি উপায় করিব ?
(প্রেমের বন্ধন ছিড়তে নারি) (বুঝতে নারি উপায় কি করি)
ঘরে বৃদ্ধা শচীমাতা, আরো সাধ্বী বিষ্ণুপ্রিয়া
পরাণ কান্দয়ে সদা তাদের লাগিয়া।
(তারাত আর কিছু বুঝেনা) (আমা বিনে ত্রিভুবনে
তারাত আর কিছু বুঝেনা।)
(আরত তাদের কেহ নাইরে) (আমার বলতে এ সংসারে
আমা বিনে আর কেহ নাইরে)
(এই বলিয়া চিন্তান্বিত অবস্থায় গণ্ডস্থলে হাত দিয়া আসীন)

বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রবেশ—

বিষ্ণুপ্রিয়া—প্রাণনাথ আপন মনে কি ভাবছ ? তোমায় এমন বিষন্ন দেখছি কেন ? কি হয়েছে ?

গান (তাল দশকুশী)

(একবার) বলহে, প্রাণকান্ত তোমায় কেন এমন হেরি,
ও তোমার চন্দ্র বয়ান মেঘে ঢাকা
কেবা হল তোমার সুখের বৈরী।
(কেবা সুখের অরি হ'ল) (বল প্রাণনাথ বল)
যে বদন আভা, জগমন লোভা
যে বদন আভায় ত্রিভুবনের শোভা

সে চন্দ্র বদনে আজ একি দেখি কিবা
দেখে মোর প্রাণ উঠিছে শিহরি।
যে চাঁদের হাসিতে জ্যোৎস্না পৃথিবীতে
তাতে বিধি বাদ সাধিল হ'য়ে বৈরী।

(বিধি কেন বাদ সাধিল) পূর্ণ চন্দ্র মেঘে ঢে'কে বিধি কেন বাদ সাধিল
ত্বরা ক'রে নাথ বল, বিধি কেন বাদ সাধিল।

(স্বগতঃ) নিমাই—প্রিয়া আমার তাহার পিত্রালয় হ'তে নানাকথা শুনে পাগলিনী প্রায় ছুটে এসেছে। প্রিয়াকে হঠাৎ করে মনের কথা বলব না।

(প্রকাশ্যে) প্রাণ প্রিয়ে। কিছুকাল যাবতই আমার মাথার রোগ হয়েছে, আজ কিছু বেশী।

(আমার মাথার রোগ হ'যেছে) (এমন রোগ আর কারো হয় না)

বিষ্ণুপ্রিয়া—প্রভু! এর কি কোন চিকিৎসা নাই?

নিমাই—প্রাণেশ্বরী! এর চিকিৎসা আছে বৈ কি? তবে
(নদের চিকিৎসা শেষ হয়েছে) (আমার দেশান্তরে যেতে হবে)
(আমার গৃহছেড়ে যেতে হবে) (এই রোগের চিকিৎসার তরে)

বিষ্ণুপ্রিয়া—প্রাণেশ্বর! বলকি এমন অসুস্থ শরীর নিয়ে বিদেশে যাবে? মা তোমায় ছেড়ে দিবেন কেন? আর আমিই-বা কি ক'রে থাকব?

(গান সুর ধরিয়া)

দিনান্তেও দেখি যদি এ চন্দ্র বয়াণ।
সর্ব্ব সন্তাপ দূর হ'য়ে শীতল হয় পরাণ॥

(আমি তোমার সঙ্গে যাব) (তোমায় একা যেতে দিব নাকে)
তোমার সঙ্গে যাব সঙ্গে থাকব একা থাকতে দিব নাকে

নিমাই—প্রিয়ে! বিদেশে যেতে হ'লে দেশ অনুযায়ী বেশ নিতে

হয়। (সে বেশ তোমায় কেমনে দিব) (যে বেশে আমি বিদেশে যাব, সে বেশ তোমায় কেমনে দিব)

প্রিয়ে! ঘরে ঠাকুর এবং চিরদুঃখিনী বৃদ্ধা মা রইলেন তুমি আমার হ'য়ে তাদের সেবা করিও।

(আমার মায়ের আর কেহ নাই গো) (আমার হ'য়ে মা ডাকিও, আমার মায়ের আর কেহ নাই গো)

বিষ্ণুপ্রিয়া—প্রাণনাথ! আমি কি তোমার মত সেবা করতে পারব? তবে যথাসাধ্য চেষ্টা করব। প্রাণেশ্বর! তোমার সঙ্গে কে যাবে?

নিমাই—(সুর ধরিয়া)

নানা দেশে আছে মোর বহু পরিচিত।
সকলেই করিবে যখন যাহা হয় উচিত॥

(তারা আমার পর নয় গো) (সকলেই আমার আপন) কেহও আমার পর নয় গো

প্রিয়ে! এ জন্য তুমি ভে'বনা, আমি দাদা নিতাই এবং শ্রীবাস পণ্ডিতের সঙ্গে পরামর্শ ক'রেই যাব। তাঁরা তোমাদের তত্ত্বাবধান করবে।

(গান)

বিষ্ণুপ্রিয়া—প্রাণনাথ।

কি আর বলিব আমি হে নাথ কি আর বলিব আমি।
আমি কুলবালা অতিশয় সরলা
ভালমন্দ কিছুই জানি.
যাহা হয় উচিত যাতে হয় হিত
ত্বরা কর প্রাণস্বামি, হে নাথ ত্বরা কর প্রাণস্বামি

(নাথ আমায় মনে রেখহে) (তোমার শ্রীচরণের দাসী বলে নাথ আমায় মনে রেখহে)

প্রভো ! যেখানেই যাও এ অভাগিনীর কথা মনে রেখো

(বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রস্থান)

নিমাই—(স্বগতঃ)

(সুর ধরিয়া)

জীবের লাগিয়া মোর এই অবতার
ঘরে ঘরে নাম প্রেম করিমু প্রচার
সবলা অবলা বালা বিদায় দিল মোরে
কেমনে শুধাই মাকে ভাবিয়ে অন্তরে ॥

(২য় দৃশ্য)

শচীরাণীর প্রবেশ

শচীরাণী—বাপ্ নিমাই ! বৌমা বল্লে তোর নাকি অসুখ হ'য়েছে, তুই এমনি করে বসে আছিস্ কেন বাপ্ জন্ম ভরা তোদের চিন্তা ক'রে ক'রে আমি এ পর্যান্ত এসেছি ।

নিমাই—তোমার চিন্তা কিসের মা ?

শচীরাণী—আমার কি চিন্তা বাপ্ জিজ্ঞাসা কর ? তবে বাছা শোন ।

(সুর ধরিয়া)

ক্রমে আটটী কন্যা মোর গর্ভে জন্মিল
একে একে সকলেই অকালে মরিল ॥
তারপর হইল তোমার দাদা বিশ্বরূপ
পরাণ পুত্তলি মোর অপরূপ রূপ ॥
বিশ্বরূপকে রক্ষা করছে মধুসূদন
এই বলিয়ে কত না বাপ করেছি রোদন ॥

বাপ বিশ্বরূপের জন্য সর্বদাই প্রাণ ব্যাকুল থাকত । শ্রীভগবানই তাকে রক্ষা করেছিলেন । তারপর বাবা তোমার কথা ।

নিমাই—মা ! আমার কি কথা মা ?

শচীরাণী—বাবা ! তোমাকে গর্ভে ধারণ অবধি এক দিনের তরেও

তোমার চিন্তা ব্যতীত আমার দিন যামিনী যাপন হয় নাই।

নিমাই—মা! আমি কেন তোমার এত চিন্তার কারণ হলেম খুলে বলনা। আমার শুন্‌তে বড় ইচ্ছা হয়।

শচীরাণী—

গান

শুন শুন বলি বাপরে তোমার বৃত্তান্ত।
কত কি বলিব নিমাই নাহি পাই অন্ত॥
অকস্মাৎ এক তেজপুঞ্জ মোরে প্রবেশিল।
তাহাতেই মোর উদরে তোমার জন্ম হ'ল॥
কত দেব দেবী বাপ আস্‌ত প্রতি রোজ।
চতুরানন্‌, পঞ্চানন্‌ আর চতুর্ভূজ॥
আসিতেন (বাপ) দশভূজা আর দেবীগণ।
কতদিন কতভাবে আস্‌ত অগনন্‌।
(তা দেখে মোর প্রাণ কাঁপিত) (না জানি গর্ভে অমঙ্গল ঘটে
তা ভেবে মোর প্রাণ কাঁপিত)

নিমাই—তারপর মা!

শচীরাণী—

গান

ত্রয়োদশ মাসে তোর ভূমে আগমন
ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথি অতি শুভক্ষণ॥
কিন্তু (অমঙ্গলের চিহ্ন দেখা দিলরে (তা দেখে মোর প্রাণ কাঁপিল)
(রাহু এসে গ্রাস করিল)
(বিমল আকাশের পূর্ণ চন্দ্র) (রাহু এসে গ্রাস করিল)

নিমাই—তখন তুমি কি কর্‌লে মা?

শচীরাণী—তখন

(সুর ধরিয়া)

আত্ম নিবেদন করি কৃষ্ণে নিবেদিনু
রক্ষ মোর বাছা ধনে তোমায় সমর্পিনু।
বলিতে বলিতে এল নয়নেতে বারি
চতুর্দিকে হরি বলে লক্ষ নর-নারী।
পূর্ণচন্দ্র নেমে এল তোর বদন কমলে
আশীর্ব্বাদ কৈল এসে সুন্দরী সকলে।

(তারা এজগতের মানুষ নয়রে) (তাদের রূপে ভুবন আলো করে)

বাবা! এই রমণীরা কোন্ অচেনা রাজ্য হ'তে এসেছিল। আর বাবা কত পুষ্প বৃষ্টি হ'তে লাগল, এ দেখে আমি ভয়ে ভয়ে তোমার নাম "নিমাই" রাখলেম।

নিমাই—মা! শুনতে বড় সাধ হয় আরো বল।

শচীরাণী—

গান

অদ্বৈত গৃহিনী এল শান্তিপুর হ'তে
কত রত্নাভরণ আসল আশীর্ব্বাদ দিতে।

(তোমায় আশীর্ব্বাদ করে গেল) (কত না করিয়ে নিমাই)

নিমাই—মা! তাঁদের আশীর্ব্বাদেইত আমি পরমানন্দে আছি।

তারপর মা কি হইল?

শচীরাণী—তারপর তোমার জাত-কর্ম্ম করা হ'ল। তোমার কুষ্ঠি করা হ'ল। তোমার নাম রাখা হ'ল "বিশ্বম্ভর"। তোমাকে কেহ গৌরাঙ্গ. কেহ গৌরহরি, কেহ বা নদের চাঁদ বলে ডাকল।

নিমাই—আর কি মা?

শচীরাণী—বাবা! তোমার মাতামহ তোমার সুলক্ষণাদী দেখে বল্লেন তুমি মহারাজাধিরাজ হবে। বাবা! আমি ভাবলাম তোমাদিগকে সুখে রেখে তোমাদের চাঁদবদন খানি দেখতে দেখতে মরতে পাল্লেই আমার সব হ'ল।

নিমাই—তারপর তোমার সব কথা কি মনে আছে মা ?

শচীরাণী—বাবা বল কি ?

গান

আমি কিরে ভুলতে পারি
ও তোর ধূলা খেলা হ'তে সকল লীলা
(হারের মত গেথে রেখেছি) (মন মাঝে যতন করে)

বাপ্ নিমাই ! তোর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কত কি দেখে আমার প্রাণ চমকে উঠত, তোর মেশোমশায় চন্দ্রশেখর পণ্ডিত ও তোর মাসীমা সর্ব্বজয়া ঠাকরুণকে তোর পিতা মশায় ডেকে আনতেন ! তারা এসে কত নৃসিংহ স্তব পড়ত। কত ওঝা এল রক্ষা মন্ত্র পড়ত। আরো কত কি হত তা আর কি বল্‌ব।

নিমাই—আর কি হত মা ?

শচীরাণী—

গান

ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন দেখ্‌তেম গৃহ মাঝে
নুপুর আর বংশী ধ্বনি শুন্‌তেম মাঝে মাঝে,
(ভাবতেম কৃষ্ণ বুঝি ঘরে এল) (তোমার সঙ্গে খেল্‌বার তরে)

বাবা ! তখন আমরা ভাবতেম আমাদের কৃষ্ণ বড় প্রত্যক্ষ। তোমার সঙ্গে খেলতে ঘরে আস্‌ত বাবা !

(তার চরণে তোমায় সপে দিতাম) (কৃষ্ণ রক্ষ বাছা ধনে বলে তার চরণে সপে দিতাম)

নিমাই—(বল বল আরো বল) (শুন্‌তে বড় মিঠে লাগে)

কৃষ্ণ ভক্তির কথামাগো
মা ! তারপর কি মা ?

শচীরাণী— (সুর ধরিয়া)

একদিন এক সর্প বিষধর আসি
আঙ্গিনায় কুণ্ডলী করে রয়েছিল বসি॥
তার উপরে শুয়েছিলে ঘুমিরে নিমাই
সবে ভেবে ছিলেম রক্ষার উপায় বুঝি নাই॥

(বাপরে, কত না কেন্দে ছিলেম) (কৃষ্ণ রক্ষ রক্ষ ব'লে, কত না কেন্দে ছিলেম)

সকলের কান্না শু'নে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় সাপ চলে গেল। সাপ হিংস্র জাতি। বাপ্ তার কাছে কি যেতে আছে?

নিমাই—মা! মুণি ঋষিদের তপোবনের কথা শুনেছে? সেখানে বাঘ, হরিণ, মেষ, সর্প সকল জাতি একত্রে বাস করে। সেখানে মা! হিংসা নাই।

আরও বলি শোন!

(সুর ধরিয়া)

হরি সাধনের তরে ধ্রুব গেল বন মাঝে
বসতি করিল মাগো হিংস্র সমাজে॥
একদিন এক ব্যাঘ্র নিকটে আসিল
কৃষ্ণ ভাবি ধ্রুব তারে জড়িয়ে ধরিল॥

(মাগো! বাঘে তারে মারিল না) (ধ্রুবের মনে হিংসা নাই তাই বাঘে তারে মারিল না)

মা! সমজাতি সমজাতিকে আকর্ষণ করে। ক্রোধ ক্রোধকে আকর্ষণ করে, হিংসা হিংসাকে আকর্ষণ করে। আমার মনে হিংসা থাকিলে সর্পও আমাকে হিংসা করত। আরও দেখ মা! সাপকে বিষধর ব'লে থাকে। পৃথিবীতে অহরহ কত ভাবে কত বিষ উৎ-পাদন হচ্ছে, তাহা বিষধর নিজের মধ্যে আকর্ষণ করে আমাদের জীবন রক্ষা কচ্ছে। এই হিসাবে মা! সাপ আমাদের প্রাণ রক্ষক।

শচীরাণী—একদিন এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ অতিথি হইল
তিনবার গোপালের ভোগ লাগাইল।
প্রতিবার তুমি নিমাই নৈবেদ্য খাইলে
না জানি কোন অপরাধ করিয়া বসিলে।

(সুর ধরিয়ে)

এই ভেবে শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিবেদিনু
অপরাধ ক্ষম ব'লে কতনা কান্দিনু ॥
শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় বাবা! না জানি কেন আনন্দে তাঁর শরীর কণ্টকিত হ'য়ে উঠ্‌ল।

নিমাই—মা। তুমি মায়ের মত কাজই করেছ। কিন্তু মা!

গান

আমিও ত মা তোর কোলের গোপাল
(আমায় ডাক্‌লে পরে থাক্‌তে নারি)
(আমিও ত মা তোর কোলের গোপাল)

শচীরাণী—আর একদিন একটী কুকুরের ছানা নিয়ে খেল্‌তেছিলে।
বাবা! কুকুর কি ছুঁইতে আছে?

(সুর ধরিয়া)

নিমাই—সর্ব্বজীবে সন্মান দিবে জানি ইষ্ট অধিষ্ঠান
ইহাইত হয় মাগো সর্ব্বশাস্ত্রের প্রমাণ ॥
মা! সকলের মধ্যেই শ্রীভগবান পরমাত্মারূপে বিরাজমান আছেন্ মা! একজন আর একজনকে হিংসা অথবা ঘৃণা করলে পক্ষান্তরে তার ইষ্ট বস্তুকেই হিংসা অথবা ঘৃণা করা হইল। আরো দেখ মা! কুকুর বড় প্রভুভক্ত। জীব যদি কুকুরের অনুকরণে ভগবদ্ভক্ত হতে পারত তবে এই ভূলোক গোলোক হ'য়ে যেত ॥

শচীরাণী—একদিন বাবা। তুমি বর্জ্জ্য হাঁড়ীতে ব'সেছিলে।

নিমাই—সেই হাঁড়ীতে কি হ'ত মা ?

শচীরাণী—সেই হাঁড়ীতে কৃষ্ণ বলরামের ভোগ রান্না হ'ত ॥

(সুর ধরিয়া)

নিমাই—যে হাঁড়ীতে ভগবানের ভোগ রান্না করে।
তাহা অপবিত্র নহে শাস্ত্রের বিচারে ॥

শচীরাণী—একদিন বাবা তুমি মাটি খেয়েছিলে।

গান

নিমাই—মাটির মত খাঁটি নাই গো
চারিদিকে যত দেখ মা মাটির মত খাঁটি নাই গো
যত কিছু দেখ মাগো মাটি হ'তে হবে গো
মাটির বানান দেহ মাটিতে মিশিবে গো ॥
মাটিই ত সর্ব্বপ্রধান, দেহের যত আছে উপাদান
সোনা রূপা যত দেখ মাটির বিকার গো।
মাটির মত খাঁটি বস্তু কিছু নাহি আর গো ॥

মা! একবার ভেবে দেখ, জননী যেমন নানারূপ কষ্ট পেয়েও নিজের শিশুকে স্তন্য দুগ্ধ দিয়ে বুকে রে'খে প্রতিপালন করেন তেমনি পৃথিবীও না অত্যাচার ভোগ করেও জীব-জন্তু তরু গুল্ম লতা ইত্যাদিকে প্রতি নিয়ত রস দান ক'রে বক্ষে ধারণ ক'রে রেখেছেন এবং নানারূপ শস্যাদি ফলমূল উৎপাদন করিয়ে আমাদিগকে বাঁচায়ে রেখেছেন। আরও মা "কৃষ্ণ স্থিতি বিনে কিছু নহে স্থিতিবান" শ্রীকৃষ্ণের পরমাণু শক্তি পৃথিবীর প্রত্যেক রেণুতে বর্ত্তমান রয়েছে অত-এব মাটি খেলে দোষ কি মা ?

শচীরাণী—তারপর একদিন তোমার কান্না শু'নে ভয় হ'ত, তোমার কান্না কিছুতেই থামৃত না, তোমার গলার স্বর বন্ধ হ'য়ে আস্‌ত।

নিমাই—তখন মা! তুমি কি করতে ?

শচীরাণী—একদিন এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ অতিথি হইল
তিনবার গোপালের ভোগ লাগাইল।
প্রতিবার তুমি নিমাই নৈবেদ্য খাইলে
না জানি কোন অপরাধ করিয়া বসিলে।

(সুর ধরিয়ে)

এই ভেবে শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিবেদিনু
অপরাধ ক্ষম ব'লে কতনা কান্দিনু ॥
শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় বাবা! না জানি কেন আনন্দে তাঁর শরীর কণ্টকিত হ'য়ে উঠ্‌ল।

নিমাই—মা। তুমি মায়ের মত কাজই করেছ। কিন্তু মা!

গান

আমিও ত মা তোর কোলের গোপাল
(আমায় ডাক্‌লে পরে থাক্‌তে নারি)
(আমিও ত মা তোর কোলের গোপাল)

শচীরাণী—আর একদিন একটী কুকুরের ছানা নিয়ে খেল্‌তেছিলে।
বাবা! কুকুর কি ছুঁইতে আছে?

(সুর ধরিয়া)

নিমাই—সর্ব্বজীবে সম্মান দিবে জানি ইষ্ট অধিষ্ঠান
ইহাইত হয় মাগো সর্ব্বশাস্ত্রের প্রমাণ ॥
মা! সকলের মধ্যেই শ্রীভগবান পরমাত্মারূপে বিরাজমান আছেন্ মা! একজন আর একজনকে হিংসা অথবা ঘৃণা করলে পক্ষান্তরে তার ইষ্ট বস্তুকেই হিংসা অথবা ঘৃণা করা হইল। আরো দেখ মা! কুকুর বড় প্রভুভক্ত। জীব যদি কুকুরের অনুকরণে ভগবদ্ভক্ত হতে পারত তবে এই ভূলোক গোলোক হ'য়ে যেত ॥

শচীরাণী—একদিন বাবা! তুমি বর্জ্জ্য হাঁড়ীতে ব'সেছিলে।

নিমাই—সেই হাঁড়ীতে কি হ'ত মা ?

শচীরাণী—সেই হাঁড়ীতে কৃষ্ণ বলরামের ভোগ রান্না হ'ত ॥

(সুর ধরিয়া)

নিমাই—যে হাঁড়ীতে ভগবানের ভোগ রান্না করে।

তাহা অপবিত্র নহে শাস্ত্রের বিচারে ॥

শচীরাণী—একদিন বাবা তুমি মাটি খেয়েছিলে।

গান

নিমাই—মাটির মত খাঁটি নাই গো

চারিদিকে যত দেখ মা মাটির মত খাঁটি নাই গো

যত কিছু দেখ মাগো মাটি হ'তে হবে গো

মাটির বানান দেহ মাটিতে মিশিবে গো ॥

মাটিই ত সর্ব্বপ্রধান, দেহের যত আছে উপাদান

সোনা রূপা যত দেখ মাটির বিকার গো

মাটির মত খাঁটি বস্তু কিছু নাহি আর গো ॥

মা! একবার ভেবে দেখ, জননী যেমন নানারূপ কষ্ট পেয়েও নিজের শিশুকে স্তন্য দুগ্ধ দিয়ে বুকে রে'খে প্রতিপালন করেন তেমনি পৃথিবীও মা অত্যাচার ভোগ করেও জীব-জন্তু তরু গুল্ম লতা ইত্যাদিকে প্রতি নিয়ত রস দান ক'রে বক্ষে ধারণ ক'রে রেখেছেন এবং নানারূপ শস্যাদি ফলমূল উৎপাদন করিয়ে আমাদিগকে বাঁচায়ে রেখেছেন। আরও মা "কৃষ্ণ স্থিতি বিনে কিছু নহে স্থিতিবান" শ্রীকৃষ্ণের পরমাণু শক্তি পৃথিবীর প্রত্যেক রেণুতে বর্ত্তমান রয়েছে অত-এব মাটি খেলে দোষ কি মা ?

শচীরাণী—তারপর একদিন তোমার কান্না শু'নে ভয় হ'ত, তোমার কান্না কিছুতেই থাম্‌ত না, তোমার গলার স্বর বন্ধ হ'য়ে আস্‌ত।

নিমাই—তখন মা! তুমি কি করতে ?

গান

শচীরাণী—তখন সবেমিলি হরিবলি
দিতেম করতালি।
হরিনাম শুনে আনন্দমনে
নাচতে হরি বলি,
(হরিনাম বিনে আর গতি ছিলনা) (এ বিষম সঙ্কট কালে)
হরিনাম বিনে আর গতি ছিল না।

নিমাই—তারপর মা কি হ'ল ?

শচীরাণী—তারপর তুমি সপ্তম বর্ষ হ'তে লাগলে নগরের ছেলেরা ক্রমে এসে জুট্‌তে লাগ্‌ল।

(গান)

তারা "হরি হরি বলি" দিয়ে করতালি
নাচিত বাপ্‌ তোমার সনে।
প্রফুল্ল বয়ান করুণ নয়ান
কোল দিত জনে জনে
(তারা এ জগতের শিশু নয়রে) (দেবলোক হ'তে আস্‌ত বুঝি)

ক্রমে বৃদ্ধেরা এসে মাঝে মাঝে, তোদের সঙ্গে নাচ্‌ত গাইত ধূলায় গড়াগড়ি যেত।

নিমাই—তারপর মা !

শচীরাণী—তারপর তোমাকে পাঠে দেওনা হ'ল। তুই বাবা ছেলে-দেরে নিয়ে সুরধনির ঘাটে ব্রাহ্মণদের ও বালিকাদের সঙ্গে কত গোল বাঁধিয়ে আস্‌তে। তারা এসে আমাকে জানাত। তোমার পিতা তোমায় শাসন করতে গেলে তারা কি জানি কেন বারণ করিত।

নিমাই—এর পর মা কি হ'ল ?

শচীরাণী—(গান করুণ সুর)

দুঃখের কাহিনী মোর কি বলিব নিমাইরে।
কোথা গেল বিশ্বরূপ মোর আরত এল নারে ॥

(ও তার চাঁদ বদন আর দেখলেম নারে) (পরাণ পুতুলি চলে গেল)

ও তার চাঁদ বদন আর দেখলেম নারে ॥

(চক্ষে কাপড় দিয়ে ক্রন্দন)

গান

শুন মাগো বলি কেন অধীর হলি
এ জগতের মাগো [illegible]ই বিধান।
যেদিনে যা হবার হবে তা সবার
নিয়তির খেলা না যায়গো এড়ান ॥

(কেউত মাগো এড়াতে নারে) (ধনি মানি বল, রাজা প্রজা বল)
(আমার আমার ব'লে আর কেঁদনা)
(আমার আমার বল্লে আর যাওনা যাবে গো)
(বিশ্বরূপ বিশ্বের হ'য়ে গেছে মাগো)
আমার আমার বলে আর কেদনা।

মা! দাদা বিশ্বরূপ গিয়েছেন আমিও আছি ক্রন্দন সম্বরণ কর। তারপর মা কি ?

শচীরাণী—বাবা! তারপর তোমার যজ্ঞোপবীত হইল। তুমিও পণ্ডিত হ'য়ে বিশ্বরূপের মত হবে ভয়ে তোমার পিতা তোমার পাঠ বন্ধ করে দিলেন। তোমার চঞ্চলতা দ্বিগুণ বে'ড়ে উঠল। আবার সকলের পরামর্শে তোমাকে পাঠে দেওয়া হ'ল।

নিমাই—মা! চুপ ক'রে র'লে যে, আরো বল।

(শাকওয়ালীর প্রবেশ)

গান

শাকওয়ালী—

তোরা কে শাক নিবি গো
আমি ভাল ভাল শাক এনেছি, কে নিবিগো।
বাস্তু, হেলঞ্চা, মলচ্ছা, পালং,
আর কতশাক এনেছি দেখে যাগো
তোরা কে নিবিগো ভাল ভাল শাক এনেছি।

শচীরাণী—দেখি তুমি শাক এনেছ। আমার নিমাই শাক বড় ভালবাসে। প্রত্যহ তার শাক না হইলে চলে না। (কয়েকটি শাক আটি হাতে লইয়া) এর দাম কত।

শাকওয়ালী—(স্বগতঃ) নিমাই পণ্ডিত ব্রাহ্মণ কি সুন্দর রূপ, তাহাকে দেখ্‌লেই কোলে নিতে ইচ্ছা করে, আপনি দাম দিতে বলুন। আমি দরিদ্র বলিয়া কি বিনা মূল্যের বনের শাক কিছু তোমার নিমাইকে দিতে পারি না। তোমাদের আশীর্ব্বাদইত মহাদান।

শচীরাণী—আহা ! এরা আমার নিমাইকে কত ভালবাসে।

শাকওয়ালীর প্রস্থান

গান

শচীরাণী—অনাথিনী ক'রে মোরে চ'লে গেল তোর পিতারে
তোকে নিয়ে একাকিনী ভাস্‌লেম ভব সাগরে।
(তুই হ'লে মোর অন্ধের নয়ন) (আরত কেহ রইল নারে)

নিমাই—মা। শোক সম্বরণ কর ! মা !

গান (কেবা কার পর কে কার আপন) সুর—

কর কর মাগো শোক সম্বরণ।
যে দিন যেবা না হ'বে খণ্ডন ॥

মাগো তোমায় বলি অনিত্য সকলি।
কর্ম্মফলে মাগো জীবের গতাগতি॥
রোধিতে সে গতি, কার আছে শকতি।
যাওয়ার বেলা মাগো কেবা কার সাথী॥
কেহ কারো নয় শুধু পথের আলাপন॥
(কেবা কার মা সঙ্গে যায় গো) (পিতামাতা দ্বারাসুত)
একা আসা একা যাওয়া
মাগো! পিতা মোর ছিলেন পরম ধার্ম্মিক
চলে গেছেন মাগো! রেখে দশদিক
মাগো! একা পুত্র আমি কিবা আছে ঠিক
কখন কি হ'বে কি আছে নিরূপণ॥
(জগত জু'ড়ে মাগো এই খেলা) (একলা আসা যাওয়া একলা)
মা! এমন কি কোন ঘর পাবে, যে বাড়ীতে কেহ মরে নাই?
অতএব মা! শোক সম্বরণ কর, তারপর কি মা বল,
আমার সব কথা তোমার মুখে শুনতে বড় ভাল লাগে।
শচীরাণী—বাবা! তুমিই সব জান তারপর তুমি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে প'ড়ে নিজে টোল করলে, তোমার অনেক পড়ুয়া জুটল। চারিদিকে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তোমার খুব সুখ্যাতি রট্‌লে। তখন পণ্ডিত বল্লভার্য্যের কন্যা স্বয়ং লক্ষ্মী স্বরূপা লক্ষ্মীপ্রিয়ার সঙ্গে তোমাকে বিবাহ দিলেম।
(বিধি কেন বাদ সাধিল) (ছিল রূপে গুণে সমতুল)
বাবা! তুমি পূর্ব্ববঙ্গে বিদ্যাবিতরণে গেলে পর তোমার বিরহে সর্প দংশনে মা আমার চির বিদায় গ্রহণ করল।
(কোন রমণী স্থির থাকতে পারে) (এমন লক্ষ্মী বধূ হারাইয়ে)
তারপর তুমি বাড়ী আসলে।
নিমাই—আরো বল মা!

শচীরাণী—বাবা! মা লক্ষ্মীপ্রিয়া থাকাকালীন একদিন এক দিগ্বি-জয়ী পণ্ডিত এই নবদ্বীপ ধাম জয় করতে আসলে পর নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী বড় চিন্তিত হ'য়ে পড়েছিলেন। বাবা! শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তুমি অল্প কথায় তাঁহাকে জয় ক'রে তোমার জন্মভূমি এই নবদ্বীপের গৌরব রক্ষা করে ছিলে। পরে এই দ্বিগ্বিজয়ী তাহার সমস্ত সম্ভার দান করে কৃষ্ণানুরক্ত হ'য়ে গেলেন।

নিমাই— তারপর মা কি হ'ল?

শচীরাণী—বাবা! মা লক্ষ্মীপ্রিয়ার অন্তর্ধানের পর আমার ঘর যেন লক্ষ্মীছাড়া হ'য়ে পড়ল। লোকে তোমায় লক্ষ্মীছাড়া ডাকবে ভয়ে আমি রাজপণ্ডিত শ্রীসনাতন মিশ্রের মহালক্ষ্মী স্বরূপা একমাত্র কন্যা এই বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে তোমাকে বিবাহ দিলেম। আহা! মা আমার যেমন রূপে অতুলনীয়া গুণে, মাধুর্য্যেও তেমন অতুলনীয়া। প্রতিদিন সুরধুনীতে তিনবেলা স্নান করতে আসত। আমায় দেখ্‌লে পায় ধরে সেবা দিত। আমিও মুখচুম্বন না করে থাক্‌তে পারতেম না।

(যেন কত যুগের পরিচয় বাপ) (জন্মে জন্মে বুঝি সঙ্গী ছিল)

(পদকর্ত্তা) ধন্য নদীয়া এই রাগিণী

গান

পদকর্ত্তা—ধন্য মাগো শচীরাণী ধন্যতব প্রেম ধন্য
যে প্রেমেতে পুত্ররূপে কোলে পেলে শ্রীগৌরাঙ্গ ॥
ত্রেতাযুগে ছিলে মাগো অযোধ্যায় কৌশল্যারাণী
দ্বাপরে দৈবকী মাগো ব্রজে ছিলে মা নন্দরাণী ॥
কলিতে নদীয়া এলে করিতে জীবের কল্যাণ
জন্মে জন্মে পাই যেন মা তব অভয় শ্রীচরণ ॥

নিমাই—বাৎসল্যের মূরতি মাগো, তুমি মাগো ধন্য ধন্য
ঐশ্বর্য্যেতে ভুলিলে না, ভাবিলেনা পুত্রে অন্য।
যুগে যুগে মা হয়েছ, তুমি মা সর্ব্ব-বরেণ্য
গৌরভক্তি মিলে না মা তোমার করুণা ভিন্ন।
ক্ষান্ত হ'য়ে র'লে কেন মা! আর কি আছে বল না মা!

শচীরাণী—আর কি বলব বাবা! তুমি তোমার পিতৃকার্য্যে ৺গয়া ধামে গেলে, গয়া হ'তে এ'সে তোমার কি যে অবস্থা হ'ল তা আমি আর বল্‌তে পারি না।

নিমাই—কি হ'ল বলনা মা!

গান

শচীরাণী— কি আর বলিব নিমাই সে দুঃখের কাহিনীরে
তোর মুখ দেখে বুক ফেটে যেত হলাম পাগলিনীরে
(তোর দুনয়নে জলধারা) (মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুলি)
তোর আহার নিদ্রাছিলনা বাপ্
ভাবলেম,
কপাল বুঝি ভেঙ্গে গেলরে
বাপরে নিমাই
(ও তুই বিশ্বরূপের মত বা হ'লি, ভাবলেম কপাল.........)
(বুঝি আকাশ ভেঙ্গে মোর মাথে পড়ল) (ভাবলেম কপাল
বুঝি ভেঙ্গে গেলরে
বাপরে নিমাই)

নিমাই—এরপর তুমি কি কল্লে মা!

শচীরাণী—বাবা! কেহ বল্লে "নিমাই পাগল হয়েছে, তাহার মাথায় বিষ্ণু তৈল দাও।" বাবা! আমি ভক্ত প্রবার শ্রীবাস পণ্ডিতকে ডেকে আন্‌লেম। তিনি তোমার অবস্থা দেখে বল্লেন মা! তোমার নিমাইর কৃষ্ণ প্রেমের বিকার হয়েছে।

মা! তোমরা এবং তোমার নিমাই বড় ভাগ্যবান। তাহাকে কিছুই করতে হবেনা। শ্রীকৃষ্ণ নামেই কিছুকাল পরে তাঁহার সাম্য অবস্থা আসবে। বাবা! শ্রীবাসের কথায় আমার বুক যেন কতকটা জুড়াল।

নিমাই—মা! শ্রীবাস পণ্ডিত ঠিকই বলেছেন। ৺গয়াধামে বিষ্ণুপদ চিহ্ন দেখা অবধি আমার দেহ মন যেন কেমন হ'য়ে পড়েছে। ৺গয়া ধামে বিষ্ণুপদে পিতৃ-মাতৃ লোক উদ্ধারের জন্ম পিণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা দেখে মা! আমার মনে হ'ল শ্রীভগবান কত দয়াল। তিনি জীবের জন্য কিনা করেছেন? জীব উদ্ধারের জন্য এত উৎকণ্ঠা মা! এক শ্রীভগবান ছাড়া আর কার হ'তে পারে? তিনি

(ইহ পরকালের বন্ধু) (সে বিনে কে বন্ধু আছে)

(কৃষ্ণ বিনে আর বন্ধু নাই গো) (যত কিছু আছে ভাবি মা)

শচীরাণী—বাবা! ৺গয়াধামের অবস্থা বাবা! বিস্তার ক'রে বল শুনতে ইচ্ছে হয়।

নিমাই—মা! এই ভাবতে ভাবতে আমি এলাইয়া পড়লেম। তারপর আমার অবস্থা দেখে সেখানে একজন পরম কৃষ্ণভক্ত শ্রীঈশ্বরপুরী অতি কৃপাবান হ'য়ে আমাকে কৃপা করলেন। আমাকে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব শিক্ষা দিলেন। এ সম্বন্ধে মা! তুমিইত আমার প্রথম গুরু।

শচীরাণী—তারপর বাবা আর কি হল?

নিমাই—(সুর ধরিয়া)

গুরুর কৃপাতে মাগো! হল কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি।
যথা তথা নেত্র পড়ে হেরি কৃষ্ণ মূর্ত্তি॥

(কি জানি আমার কেমন হ'ল গো) (চারিদিকে শুধু কৃষ্ণ হেরি)
কৃষ্ণ বিনে কিছু দেখি নাগো।

আরো বলি শোন

যত কথা শুনি মাগো কৃষ্ণ কথা হ'য়ে।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশয়ে॥
নাকের ভিতর মাগো যত গন্ধ আসে।
সুবাসিত হ'য়ে আসে কৃষ্ণের পরশে॥
কৃষ্ণ মোর ধনপ্রাণ কৃষ্ণ মোর গতি।
এই কৃপা কর মাগো কৃষ্ণে রহে মতি॥

(কৃষ্ণ ছাড়া যেন হই নাগো) (কৃষ্ণ হারা হ'লে প্রাণ রবে না)

মা! তোমার ঘরের কৃষ্ণ বড় প্রত্যক্ষ, তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গেই আছেন, পথে আমার সাক্ষাতে প্রকট হ'য়েছিলেন।

(গান)

মাগো! কিবা অপরূপ কিবা সেই রূপ
সে রূপের মাগো তুলনা নাই গো।
শ্যাম জলধর সেরূপ সুন্দর
এমন রূপ আর কভু হেরি নাই গো॥

মাগো! অলকা তিলকা কিবা সুন্দর আঁকা
দুটী নয়ন বাঁকা পরাণ নেয়গো
মৃদু মৃদু হাসে মধুর মধুর ভাসে
ধীরে ধীরে মাগো কথাটী কয় গো॥

মাগো! শিরে মোহন চূড়া পরাপীত ধরা
অধর ধরা চাঁদের নুপুর পায় গো।
ধরি ধরি করি ধরিতে না পারি
ধরতে গেলে মাগো পালিয়ে যায় গো॥

মাগো! গলে বন মালা করেতে গো বালা
বংশী শোভা করে দুটী করে গো।
কটিতে কিঙ্কিণী ত্রিভঙ্গিমা ভঙ্গী
মদনজয়ী রূপে পাগল করে গো॥

(মাগো ! আমায় পাগল কৈল গো) (শ্যাম জলধর রূপে)

মা ! এ অবস্থায় বাড়ী আসা অবধি আমি এমন হ'য়ে পড়েছি। তারপর কি হ'ল মা বল দেখি।

শচীরাণী—তারপর তোমার এ অবস্থা দেখে শ্রীবাস, গদাধর, মুরারী, মুকুন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ তোমাকে নিয়ে কৃষ্ণ কথা প্রসঙ্গে আনন্দে দিন কাটাতে লাগলেন, তোমার কথা শুনে শান্তিপুরের সীতানাথ শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য পরমানন্দে একেবারে ফুলে উঠ্‌লেন। তাদের হাতে তোমাকে দিয়ে বাবা ! আমি কতকটা আশ্বস্ত হলেম।

নিমাই—আর বল না মা ! শুন্‌তে বড় ইচ্ছা হয়।

শচীরাণী—তারপর বাবা ! নিতাইয়ের কথা।

নিমাই—দাদা নিতাইয়ের কথা ব'লে আমার প্রাণ জুড়াও মা !

শচীরাণী—এরপর বাবা ! অবধূত নিতাই এল, তাকে দেখে মনে হল

গান

আমার বিশ্বরূপ বুঝি আবার এ'লরে বাপরে নিমাই,

(ও তার মা বলা ডাক শুনে বুঝি) (বিশ্বরূপ............এলরে)

বাবা ! নিতাইকে দেখে আমার দগ্ধ প্রাণে যেন অমৃত সঞ্চার হ'ল। আর নিতাই আসা অবধি নদীয়া যেন আর এক রকম হ'য়ে উঠ্‌ল। তোকে পেয়ে যেন নিতাই আনন্দে মেতে উঠ্‌ল। নিতাইর অকপট প্রেম স্বভাবে অবিচারে যারে তারে কোল দিতে লাগল, নিতাই যেন একটী প্রেমের মূরতি।

(নিতাই ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে) (নিতাই কার প্রেমে পাগল হয়ে) (নিতাই প্রেমের বাতাস ছুটিয়ে দিল) (নদে জুড়ে সুরধনী নারে)

নিমাই—মা তুমি ঠিক ধরেছ।

গান

অক্রোধ পরমানন্দ আমার দাদা নিতাই গো

অভিমানশূন্য এমন দয়ালত আর নাই গো।

(নিতাই মাগো ! মায়া জানে না) (যারে তারে দয়া করে)

মা ! মায়া স্বার্থ জড়িত, দয়া পরোপকারার্থ মায়া কাম যুক্ত, দয়া কাম মুক্ত। দাদা নিতাইয়ের অকপট স্বভাবটী তুমি ধরতে পেরেছ দেখে বড় সুখী হলেম।

শচীরাণী—তারপর বাবা ! ভক্ত হরিদাস এল, ভক্ত হরিদাস যেন হরিনামের মূর্ত্ত প্রতীক। তার মুখে হরিনাম সতত লেগেই রয়েছে। নিতাইর আসার পর হ'তে নানা দিক দিগন্ত হ'তে ভক্তের স্রোত পড়ল ! বৈষ্ণবাগ্রগণ্য বয়োবৃদ্ধ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও ভক্তদের সঙ্গে যোগ দেওয়াতে আনন্দের তরঙ্গ আরও বেড়ে উঠ্‌ল। চতুর্দ্দিকে হরিনামের ধ্বনিতে যেন নদে নেচে উঠ্‌ল।

নিমাই—মা ! বল মা বড় আনন্দের কথা। তোমার মুখে শুন্‌তে বড় ভাল লাগে।

শচীরাণী—নিমাই ! আবার আমার স্বপ্নের কথাটি বলিতেছি শোন, একদিন তুমি আর নিতাই রামকৃষ্ণের মন্দিরে প্রবেশ ক'রে তাঁহাদিগকে বাহিরে আন্‌লে।

(সুর ধরিয়া)

"রামকৃষ্ণ ঠাকুর বলয়ে ক্রুদ্ধ হৈয়া
কে তোরা ঢাঙ্গাতি দুঁহু বাহিরাও গিয়া
এ বাড়ী এ ঘর সব আমা দোঁহাকার
এ সন্দেশ দধি দুগ্ধ যত উপহার।"

তখন "নিত্যানন্দ বলয়ে সেকাল গেল ব'য়ে
যে কালে খাইলে দধি নবনী লুটিয়ে।
ঘুচিল গোয়ালা হ'ল বিপ্র অধিকার
আপনা চিনিয়া সব ছাড় উপহার।

জননী বলিয়া নিত্যানন্দ ডাকে মোরে।
অন্ন দেহ মাতা মোরে ক্ষুধা বড় করে॥

তোমাকে এই কথা বল্‌লে তুমি নিতাইকে নিমন্ত্রণ কর্‌লে, দু'জনে ভোজনে বস্‌লে পর আমি দুইভাগে পরিবেশন করিতেছি দেখ্‌লেম আমার সম্মুখে তাহা ত্রিভাগ হ'য়ে গেল।

(সুর ধরিয়া)

"তোমাদের স্থলে দেখি কৃষ্ণ বলরাম
পঞ্চ বৎসরের শিশু অতি মনোহর।
দিগম্বর বেশ তাহে আর চতুর্ভুজ
হেরি দিশেহারা হলেম, হইলেম অবোঝ।
একি হেরিলাম নিমাই তোমার হৃদয়ে
পুত্র-বধূ মোর আছে মিলিত হইয়ে॥

এ দেখে আমি সংজ্ঞাহীন হ'য়ে পড়লেম, বাবা একি দেখ্‌লেম।

নিমাই—মা? কৃষ্ণ বলরামে তোমার বিশেষ অনুরাগ, তাই তুমি তাঁদের সাক্ষাতে ঐশ্বর্য্য মূর্ত্তি দেখেছ। মা! তোমার মুখে এসকল কথা শুনে আমার প্রাণে বড় আনন্দ উথলিয়া উঠ্‌ছে, মা! আরো বল।

শচীরাণী—বাবা! আর কি বল্‌ব এরপর তুমি কি করেছ তুমিই ত জান, তবে তোমার সুখ হ'লে বলি শোন। বাবা! একদিন তুমি শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ীতে বিষ্ণু খট্টায় বসেছিলে, এ শুনে আমার বুক মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল।

নিমাই—মা তবে শোন :—

"ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি॥
কৃষ্ণ ইচ্ছায় খট্যায় বসেছিলেম আমি॥

আরো বলি,

গোবিন্দের বিশ্রাম সদা ভক্তের হৃদয়ে
এই সত্য বাক্য মাগো ! শাস্ত্রেতে কহয়ে ॥

মা ! বিষ্ণুখট্যায় আমিত বসি নাই, তোমার কৃষ্ণ আমার মধ্যে থেকে বসেছিলেন। আমিত্ব অভিমানে জীবকে দোষ স্পর্শ করে। আরো বলি মা ! ভক্তকে ভগবানের অদেয় কিছুই নাই। শ্রীভগবান ভক্তকে কোলে নিয়ে বুকে নিয়ে, কত সোহাগ করেন। তাহাকে সিংহাসনে বসাবেন তা আর বেশী কি ? অতএব এতে তোমার মা ! চিন্তার কারণ কি ?

শচীরাণী—আর একদিন নাকি শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ীতে তোর সাত-প্রহর ব্যাপী মহাপ্রকাশ হ'য়েছিল। সকল ভক্তেরা নাকি যাঁর যাঁর ইষ্টবস্তু দর্শন ক'রেছিল। এইকথা শু'নে আমি কি ভাবে সুস্থির থাক্‌তে পারি বাবা ?

নিমাই—মা ! "যাহা যাহা নেত্রে প'ড়ে ইষ্ট স্ফুর্ত্তি হয়।
উত্তম ভক্তের লক্ষণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥

মা ! ভক্তেরা আমাতে যাঁর যাঁর ইষ্ট দর্শন করেছেন ইহা তাঁদেরই মাহাত্ম্য।

পৃথ্বি যৈছে ঘট কুলের কারণ আশ্রয়।
সবার নিদান কৃষ্ণ কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়॥
সঙ্কর্ষণ আদি আছে যত নারায়ণ।
মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ আর যে বামন ॥
নৃসিংহ রামাদি যত অবতারগণ
সকলেই অংশ কৃষ্ণ মূল নারায়ণ ॥

মা ! আমাতে যখন কৃষ্ণ আছেন, অতএবই ভক্তেরা আমার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি দর্শন করবে তাহা আর বিচিত্র কি ?

মা ! ইহাতে তোমার ভয়ের কারণ কি আছে ?

শচীরাণী—তারপর বাবা ! নিতাই হরিদাসকে নিয়ে নদীয়ার ঘরে ঘরে কৃষ্ণনাম প্রচারের জন্য বের হ'ল। নদীয়ার লোক বলাবলি আরম্ভ কর্‌লে, একদিন জগাই মাধাইকে দেখে বাছা নিতাইর দয়া উথলে উঠ্‌ল।

নিমাই—দাদা নিতাই কি করলে মা !

(বল বল বল মাগো) (দয়াল নিতাইর দয়ার কথা)

(শুন্‌তে বড় ভাল লাগে)

শচীরাণী—বাবা ! নিতাইর বালস্বভাব ব'লেই দুর্দ্দান্ত মদ্যপায়ী মহাপাপী জগাই মাধাইকে বিষ্ঠাগর্ত্ত হ'তে উদ্ধার কর্ত্তে যেতে পেরেছিল। বাবা ! ব্রাহ্মণকুমার হ'য়ে তারা না করেছে এমন দুষ্কার্য্য নাই। তাদের ভয়ে নদের লোক সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকৃত।

নিমাই—(মাগো ! আমি নিতাইর সঙ্গে ছিলেম) (ভক্তগণ সঙ্গে নিয়ে)

শচীরাণী—সেখানে বাপ্‌ কি হয়েছিল ?

নিমাই—দাদা নিতাই নিকটে গিয়ে যখন বল্লেন

(সুর ধরিয়া)

ভজ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণ নামরে

কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ ধন প্রাণ রে

(তখন মাধাই এসে কান্দামারল) (নিতাইর মাথা দিয়ে রুধির ছুটল)

এই দেখে মা আমি ক্রোধ সম্বরণ কর্‌তে না পেরে, চক্র চক্র বলে ডাকৃলেম। কৃষ্ণ ইচ্ছায় সুদর্শন এসে উদয় হ'ল।

সুর ধরিয়া

ইহা দেখি মাগো ! জগাই চরণে পড়িল

রক্ষ রক্ষ বলে জগাই কান্দিতে লাগিল ॥

পরম দয়াল নিতাই করুণার সিন্ধু

ক্ষম ক্ষম ব'লে ডাকে নিতাই দীনবন্ধু ॥

(নিতাইর মত দয়াল নাই গো) (নিতাই মার খেয়ে প্রেম দিল)
(বল্লে মারলে মারলে কান্নার বাড়ি) (মাধাই চাঁদবদনে বল হরি)
(আমি তোরে প্রেম দিবরে) (তোর পাপ নিব, কোলে করব)

হেন দয়া দেখে মাধাই চরণে পড়িল
নিতাইর কৃপায় মাধাইর মুখে হরিনাম স্ফুরিল।

(তারা প্রেমের মানুষ হ'য়ে গেল) (যার তার পায় জড়িয়ে ধরে গো)

শচীরাণী—বাবা! তোমাদের দ্বারা নদীয়ার এত কাজ হ'ল। তথাপি নদীয়ার অভিমানী তর্কনিষ্ঠ পণ্ডিত ও পড়ুয়ার দল তোমাদিগকে ভালবাস্তে শিখ্লে না।

নিমাই—মা! আমি সেই রকম হ'তে পারলে আমাকে সকলি ভাল বাস্বেন। এ জন্য মা! তুমি চিন্তা করনা।

শচীরাণী—

স্থুর ধরিয়া

আর এক কথা বাবা! জিজ্ঞাসি তোমারে
ইহা ভেবে নিমাই মোর প্রান কেমন করে।
রুক্মিণী আর আদ্যশক্তি হইবে নিমাই
কেমনে খাওয়ালে স্তন্য বল শুনি তাই॥

নিমাই! একদিন তোর মেশোমশায় চন্দ্রশেখর পণ্ডিতের বাড়ীতে নাটক অভিনয় কালে তুমি আদ্যাশক্তি হ'য়ে সকল ভক্তগণকে স্তন্য দুগ্ধ খাওয়াইয়া ছিলে। ইহা বাবা! কি ভাবে সম্ভবে?

নিমাই—মা!

স্থুর ধরিয়া

কৃষ্ণ শক্তিমান মাগো! আর সব শক্তি
ভাল করে বুঝ মাগো! করি স্থির মতি।

(শক্তিমানের শক্তি হয় গো) (শক্তির শক্তিমান নহে গো)

গান

শোন মাগো বলি কৃষ্ণ হ'ল কালী
রাধার রাখিতে মান।
(ও গো) ভক্তের লাগিয়া আদ্যাশক্তি হইয়া
করাইনু স্তন্য পান॥

সদা ঐশ্বর্য্যশালী শ্রীকৃষ্ণের মা অসাধ্য কিছুই নাই। আমার মধ্যে যে শ্রীকৃষ্ণ আছেন তিনিই স্তন্যপান করাইয়াছেন।

শচীরাণী—বাবা! একটি কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি নাই। তুমি কোন সাহসে অসীম পরাক্রমশালী নবাবের প্রতিনিধি সশস্ত্র চাঁদ কাজীর বাড়ীতে হাজার হাজার লোকসঙ্গে গিয়েছিলে? নিমাই! সেইদিন আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গিয়েছিল। আমি আর রক্ষার উপায় নাই বুঝিয়া একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের দোয়ারে সাষ্টাঙ্গ হইয়া পড়িয়া কাতর প্রাণে তোমার রক্ষার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেম।

নিমাই—মা! আমি কোন সাহসে গিয়েছিলাম তাহাবলি শোন! আমি দেখিলাম সৃষ্টিকর্ত্তা একই প্রণালীতে সকলকে সৃষ্টি করিতেছেন। এবং মাতৃগর্ভে পালন করিতেছেন। আবার মৃত্যুকালে সকলের প্রাণবায়ু একইভাবে দেহ হইতে বহির্গত হয়। মৃত্যুর পর সকলের মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া যায়, সেখানে সকলই নিশ্চল ও নিস্পন্দ। রাজাপ্রজা ধনি দরিদ্র' সুন্দর কুৎসিত, পণ্ডিত মূর্খ, উচ্চ নীচ, পুরুষ নারী সকলেরই এ বাজারে একদর। জীব মায়ারাজ্যে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর জন্ম মৃত্যুর মধ্যস্থলে মায়ার টানে শ্রীভগবান হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে চায়। তাহাতে নানা মতবাদের সৃষ্টি হয়। ইহাতে জীব স্ব স্ব মতবাদে অভিমানী হইয়া পরস্পরে একে অন্যের

বিদ্বেষভাব পোষণ করে। জীব সৃষ্টিকর্ত্তার মহা উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়। তাহারা বুঝেনা সকলই এক বিশ্বপিতার সন্তান, কাজেই ভাই ভাই।

শচীরাণী—বাবা! এই ভেদবুদ্ধি জীবের হৃদয় হইতে কি ভাবে অপসারিত হইবে?

নিমাই—মা! যে পর্য্যন্ত সর্ব্ব পুরুষের ভ্রাতৃভাব না জাগিবে এবং সমস্ত নারীতে মাতৃভাব না জাগিবে সে পর্য্যন্ত ইহা দূরীভূত হইতে পারে না। মা! আমি চিন্তা করিয়া দেখিলাম ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত, ব্যোম এই পাঁচটিই সৃষ্টির মূল উপাদান। বসুন্ধরা সকল জীবকে সমভাবে বাৎসল্যরসে ভালমন্দ বিচার না করিয়া বক্ষে ধারণ করিয়া বাঁচাইয়া রাখিতেছেন। জল সমভাবে সকলের তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া রক্ষা করিতেছে। সূর্য্য সকলকে সমভাবে তেজদান করিতে-ছেন। বায়ু সকলকে একইভাবে সুশীতল করিতেছে ও জীবন রক্ষা করিতেছে। এক আকাশের তলে সকল জীবই সমভাবে বসবাস ও বিচরণ করিতেছে। সকলই যেন কাঁহার আদেশে নিষ্কামভাবে জীবসেবা করিয়া যাইতেছে। কেহই কাহার নিকট প্রতিদানে কিছু চায় না। আরও মা দেখ! বৃক্ষরাজি সন্তপ্ত পথিকগণকে অবিচারে ছায়াদান করিয়া সকলের তপ্তদেহ জুড়াইতেছে। একই পাকপ্রণা-লীতে সকলের খাদ্যবস্তু পরিপাক হইয়া রক্তমাংস ইত্যাদিতে পরিণত হইয়া সকলের দেহই একই প্রণালীতে পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতেছে। অতএব মা! যেদিকে চিন্তা কর এই বিশ্বসৃষ্টির যেদিকে তাকাও সেইদিকেই সৃষ্টি-কর্ত্তার সাম্যবাদই পরিলক্ষিত হইতেছে। এই চিন্তা করি-য়াই আমি উৎসাহিত ও আশান্বিত হইয়া চাঁদকাজীর বাড়ীতে

যাইতে সাহস করিয়াছিলাম। তোমার শ্রীকৃষ্ণও আমার সঙ্গে ছিল। শ্রীকৃষ্ণ সে সময় এক ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রত্যেকে চতুর্ভূজ হইয়াছিল। দুইহাতে করতাল একহাতে মশাল, একহাতে তৈল মা! আমি বিদ্বেষভাব নিয়া যাই নাই। এই ঐশ্বর্য্য দেখিয়া এবং আমার বিদ্বেষশূন্য ভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া কাজী সাহেব ও আমার প্রতি কোন বৈরীভাব দেখায় নাই বরং সাদরে আমাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মৈত্রীভাব স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীভগবানের সাম্যনীতি তিনিও উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

(গান গাহিতে গাহিতে নিতাইয়ের প্রবেশ)

নিতাই—কোথা আছেরে নিমাই

সুরধুনি নেতে যাবে আয়।

আমি এলেম তোমায় নিতে, সবে চেয়ে আছে তোর পথে
আজ কেন বিলম্ব যেতে ভাই

সুরধুনি নেতে যাবে আয়।

কাজের সময় গয়ে যায়রে, চল সুরধুনি নীরে
প্রবোধিয়ে জননীরে আয়,

সুরধুনি নেতে যাবে আয়।

নিমাই—(চমকিয়া) মা! ঐ দাদা নিতাই ডাকছে। সময় বয়ে গেল। আমি আর থাকতে পাচ্ছিনে। (স্বগতঃ) নিতাই মনে করে দিলে কাজের সময় গ'য়ে যায়। যাই

(যাইতে উদ্যত)

শচীরাণী—বাপ নিতাই! নিমাই আপন মনে কি বলছে। আমার প্রাণটা কেমন করে উঠ্‌ছে।

গান

আমার একমাত্র নয়নমণি, তুই দেখে রাখিসরে, বাপরে নিতাই
(তোর হাতে স'পে দিলেম) (আমার দরিদ্রের ধন অন্ধের যষ্ঠী)
(আমার আরত কেহ নাইরে) (নিমাই বিনে ত্রিভুবনে)

নিতাই—মা ! আমিত নিমাইয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আছি। (স্বগতঃ) ভাই নিমাই সেইদিন তুই ব'লেছিলে শিখাসূত্র ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হইবে। যে মা তোকে পলক ছাড়া করতে পারেন না, কোন প্রাণে তাকে ছেড়ে যেতে বল্‌বি, তোর হৃদয় কি এতই কঠিন ?

(তুই কেমনে যাবেরে, ভাইরে নিমাই) (তোর প্রাণ কি এতই কঠিন)
তোর প্রাণে কি দয়া নাইরে

(৩য় দৃশ্য)

শ্রীধর কাঙ্গালবেশে লাউ হস্তে প্রবেশ

শ্রীধর—প্রভো তোমার কাঙ্গাল একটি লাউ এনেছে।

নিমাই—মাকে দাও, মা পেলে সুখ পাবেন।

(নিতাইও নিমাইয়ের প্রস্থান)

শ্রীধর—মা ! কোথায় আছেন গো ?

শচীরাণী—কে ডাক্‌ছ বাবা ?

শ্রীধর—মা ! আমি তোমার কাঙ্গাল শ্রীধর

শচীরাণী অগ্রসর হইয়া আসা

শচীরাণী—বাবা ! এস বাবা ! বস।

শ্রীধর—মা ! এ কাঙ্গালের এই লাউটী প্রভুকে পাক করে দিও, মা ! তুমি ছাড়া প্রভুকে কে খাওয়াতে জানে ?

শচীরাণী—বাপ ! তোমরা নিমাইকে যেরূপ ভালবাস এর কিছুইত বাবা আমি পারি না।

শ্রীধর— **গান**

কি দিয়ে ভালবাসি মাগো

(আমার নাই শকতি, নাই ভকতি) (আমার ধন নাই, মন নাইগো)

(আমার মনটী মাগো গড়ে দেগো) (যেন জন্মে জন্মে ভালবাস্‌তে পারি)

(শ্রীধর শচীমার চরণে ধরিয়া প্রণাম করিয়া প্রস্থান)

দুগ্ধ হস্তে আর এক ব্যক্তির প্রবেশ

নাগরিক— মা ! তোমার নিমাইয়ের জন্য একটু দুধ এনেছি। কৃপা করে তোমার নিমাইকে দিও।

শচীরাণী—বাবা ! নিমাই যথার্থই তোমাদের বাবা ! তোমরা নিমাইকে নিয়ে সুখে থাক।

(নাগরিকের প্রস্থান)

৪র্থ দৃশ্য

বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রবেশ, বুকে হাত দিয়া

বিষ্ণুপ্রিয়া—মা ! আমার প্রাণ কেন আজ ছট্‌ফট্‌ কচ্ছে ? চোখে আপনে আপনে জল আস্‌ছে।

গান

না জানি আমার কি হবে গো ?

আমার কপাল বুঝি ভেঙ্গে যাবে গো।

শচীরাণী—বিষ্ণুপ্রিয়াকে ধরিয়া। মা ! কি হয়েছে ? বলনা মা ! স্থির হও মা !

বিষ্ণুপ্রিয়া— (সুর ধরিয়া)

দক্ষিণ অঙ্গ কাঁপে মাগো, বামেতে ভূজঙ্গ

নিশ্চয় জানিনু মোর কপাল হবে ভঙ্গ।

আরো অমঙ্গলের চিহ্ন গিয়েছে গো জানা

হঠাৎ কেন খ'সে পড়্‌ল আমার নাকের সোনা।

(আমার প্রাণপাখী বুঝি উড়ে যাবে) (দেহ পিঞ্জর ভেঙ্গে মাগো প্রাণপাখী।)

(স্বগতঃ) কত ভাগ্যে পেয়েছিনু প্রাণ বন্ধুয়ার দেখা
বিধি বুঝি হইল মাগো অসময়ে বাঁকা।

(আমার সুখের দিন বুঝি ফুরালোগো) (প্রাণনাথ বুঝি হারাইব)

শচীরাণী—(স্বগতঃ) বাপ নিমাইরে! তুই এমন করিস্ না বাপ্।

গান

আমি চির অভাগিনী অতিশয় দুঃখিনী
কষ্ট সয়ে হয়েছিরে কাষ্ঠ।
রাজসুখে পালিতা বঁধু বিষ্ণুপ্রিয়া মাতা,
তার বলকি আছে অদৃষ্ট।
(সেত বাপ্‌রে ননীর পুতুল) (তাপে বাপ্‌রে গলে যাবে)
(দুঃখ সেত জানেনা বাপ্) (তোমায় ছাড়া সে বুঝে নারে)

মালাকারিণীর প্রবেশ—

মালিনী— গান

তোরা কে নিবেগো আয়,
ভাল ভাল মালা এনেছি কে নিবিগো আয়
মল্লিকা, যুঁইমালতী শেফালিকা বকুলযুতী
কত সুন্দর মালা এনেছি দেখবে যদি আয়
তোরা কে নিবিগো আয়।

বিষ্ণুপ্রিয়া—(শচীমাকে বলা) মা! কয়ছড়া মালা রাখ্‌ব?

শচীরাণী—মা! তোমার ইচ্ছামত বেছেবেছে রাখনা।

বিষ্ণুপ্রিয়া—(কয়ছড়া মালা হাতে নিয়া) এর দাম কত?

মালিনী—(স্বগতঃ) নিমাইপণ্ডিত কত সুন্দর, মদনমোহনরূপ, এ রূপের তুলনা নাই। আমি অভাগিনীর মালা যদি গৌরাঙ্গ গলায় পড়ে তবে আমার সৌভাগ্য। এর আবার দাম

দিগে। বিনা খরচের কদম্বফুলের মালা। আমি গরীব বলে কি তা দিতে পারবনা। আশীর্ব্বাদ কর।

শচীরাণী—আহা! এরা আমার নিমাইকে কত ভালবাসে।

শচীরাণীকে প্রণাম করিয়া মালিনীর প্রস্থান।

শচীরাণী—বিষ্ণুপ্রিয়ার দিকে চাহিয়া

মা লক্ষ্মী! খাওয়ার আগে নিমাইয়ের কাছে এসব কথা বলনা। নিমাই নেত্তে গিয়েছে, তুমি মা রান্নাঘরে যাও, এমন অমঙ্গলের ভিতর দিয়ে আমি চিরকাল চলে এসেছি, (নিছুনি লইয়া) সর্ব্বমঙ্গল নিদান—শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হও মা।

(সকলের প্রস্থান)

৩য় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

কক্ষসীকক্ষে দুইটি নাগরীর প্রবেশ।

১ম নাগরী—বোন দেখছিস এমন রূপ ত আর কখনো দেখিনে।

(গান)

নিরমল গোরাতনু, কষিত কাঞ্চন জনু,
হেরইতে পড়িগেও ভোর।
ভাঙ ভুজঙ্গমে, দংশাল মঝু মন। অন্তর কাঁপয়ে মোর।
সজনি! বব থাম্ পেঁখলু গোরা।
আকুল দিগ, বিদিগ নাহি পাইয়ে,
মদন লালসে মন ভোরা॥
অরুনিত নয়নে, তেরছ অবলোকনে
বরিখে কুসুম শর সাথে
জীবইতে জীবনে, কেহ নাহি পাওয়ল
ভুজলু গরল অগাধে॥
মন্ত্র মহৌষধি, তু হু জানসি যদি
মঝু লাগি করবি উপায়।
বাসুদেব ঘোষ কহে, শুন শুন সুন্দরী
গোরা লাগি প্রাণ মোর যায়॥

২য় নাঃ—গান

সই দেখিয়া গৌরাঙ্গ চাঁদে,
হইনু পাগলি আকুলি ব্যাকুলি, পরিনু পীরিতি ফাঁদে।
সই গৌর যদি হৈত পাখী।
করিয়া যতন, করিতু পালন, দিয়া পিঞ্জিরায় রাখি॥
সই গৌর যদি হৈত ফুল,
পরিতাম তবে খোপার উপরে, দুলিত কানেতে দুল,

সই গৌর যদি হৈত কাল,
অঞ্জন করিয়া রঞ্জিতাম আঁখি, শোভা যে হইত ভাল।
সই গৌর যদি হ'ত মধু,
জ্ঞানদাস কহে, আস্বাদ করিয়া, মজিত কুলের বঁধূ

আনন্দময়ীর প্রবেশ

গান (তোরা কে যাবে পারে।)

আনন্দময়ী—তোরা কে ঘাটে গো
নদে ছেড়ে আমি চলে যাই।
ন'দের প্রাণ আজ চলে যাবে, শুষ্কনদে প'ড়ে রবে
বিনা আগুনে আগুন জ্বলবেগো, আমি স'রে যাই।
(গো আমি চলে যাই)

আমাকে চিনলে না মা! আমি আনন্দময়ী। প্রস্থান

নিরানন্দময়ী—বা! বা! বা! আমার বেশ হয়েছে
আনন্দময়ী চলে গেছে, আমার বেশ হয়েছে।
দুয়ারে দুয়ারে চুপি দিব, ঘরে ঘরে আগুন জ্বাল্‌ব,
বিরহের মরা টেনে আন্‌ব, আমার মজা হয়েছে,
আমার বেশ হয়েছে।

ওমা! আমায় চিন্‌লে? আমি নিরানন্দময়ী আমায় ভাল করে চিনে রাখ। এখন থেকে আমার রাজ্যে বাস করতে হ'বে। প্রস্থান

১ম নাঃ—ওমা কি বলছে গো আমি আর দাঁড়াতে পারছিনে চল বাড়ী যাই। প্রস্থান

নদীয়ার বালকদ্বয়ের প্রবেশ।

১ম বালক—আমার প্রাণটা কেমন কেমন করছে বল দেখি ভাই কেন?

২য় বালক—আরে জানিস্‌নে, আমি শুনলেম ন'দে ছেড়ে আনন্দময়ী চলে গেছেন, এস্থলে নিরানন্দময়ী এসেছেন নদের সুখ-শান্তি সব ভেসে গেলরে, সব ভেসে গেল। (মাথায় হাত)

১ম বাঃ—অকস্মাৎ ভাই কেন এমন হল ?

২য় বাঃ—বুঝলিনা ভাই ! প্রাচীনের দল নূতন কিছু হতে দিবেনা, তাই সেদিন নাকি আগম বাগীশ মশায়, কয়জন পড়ুয়াকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের নিমাই পণ্ডিতকে বড় আক্রমণ করে এসেছেন তাই নিমাই মনে মনে বড্ড কষ্ট পেয়েছে। স্থির করেছেন ন'দে ছেড়ে চলে যাবে ।

১ম বাঃ— গান (বিকল জীবন বিকল যৌবন)

জীব সনাথে না হেরে

হায় হায় হায় ! কি শুনালে ভাই,

ন'দে ছেড়ে নিমাই চলে যাবেরে

(মোরা) কার দেখে মুখ জুড়াইব বুক ।

হরিবলে কে আর নাচাই বেরে ॥

নদীয়ার গৌরব কে আর রাখিবে।

পাষণ্ড দলিয়ে কে ত্রাস ঘুচাবে।

(ক) নাম প্রেম বন্যায় নদীয়া ভাসাবে।

ডুবিবে নদীয়া তিমিরে ॥

নদে না বাঁচিবে নদের প্রাণ বিনে।

চলগো সবে যাই ধরিগে চরণে

দেখিব নিমাই যাইবে কেমনে।

কারো কথা মোরা শুনব নারে ॥ প্রস্থান

৪র্থ অঙ্ক

১ম দৃশ্য

নিতাই ও নিমাইয়ের প্রবেশ

সুরধুনীর পথে।

নিমাই—দাদা তুমি আজকে আমাকে জাগিয়ে দিলে।

নিতাই—ভাই নিমাই! কেন ভাই! তুমি এখন কি ঘুমুচ্ছিলে যে আমি জাগিয়ে দিলেম?

নিমাই—দাদা কাজের সময় বয়ে যায়, এই কথা আমার মনে ছিলনা, এই নদীয়াতে ২৪ বৎসর কাটালেম। দাদা! হাতের কাজ আরো বাকী রয়েছে, নদীয়ার প্রায় কাজ শেষ হয়েছে, আর যা বাকী আছে তা আমি গৃহে থেকে করতে পারব না।

(গান)

দাদা! আর বলি শোন :

সুর ধরিয়া

করিলাম পিপ্পলিখণ্ড কফ নিবারিতে
উলটিয়া বাড়ে কফ আমায় সংহারিতে॥

দাদা! তুমি জ্ঞান ভক্তিবিহীন কলির জীবের দুঃখ দেখে ভক্তাবতার শ্রীবাস কেঁদে উঠেছিল, তার কান্না শুনে মহাবিষ্ণু অবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য সুরধুনীর তীরে ব'সে গঙ্গাজলে তুলসী হাতে নিয়ে অনশনে সঘনে হুঙ্কার করে আমাকে ডেকে ছিল। (সেই ডাকে আমি এসেছি হে) (হরিনাম সংকীর্ত্তন প্রচারিত সেই ডাকে.........) যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তা-ইতে সেই ডাকে.........) কিন্তু ভাই! সকলে তাকা গ্রহণ করলে কৈ? বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন তর্কনিষ্ঠ পাণ্ডিত্যাভি-মানী পড়ুয়ার দল আমাকে জগন্নাথমিশ্রের বেটা বলে জানে তারা আমাকে আক্রমণ করতে এসেছিল, তা তুমি জান

কোথায় জীব তরাতে আমি গোলক ছেড়ে ভূলোকে এলেম, তা না হয়ে আমাকে পেয়ে আরও তাদের অধঃপতন হ'তে বসেছে অতএব দাদা।

গান

(কৃষ্ণ ডাকিছে তোমারে পার কর অধিনীরাধারে) (এইসুর)

দাদা! বলিছে তোমায়, আমি যাব চলিয়ে
তুমি থাক গৌড় দেশে, আমি যাব দেশ বিদেশে
দুয়ারে দুয়ারে যাব ভাই, সন্ন্যাসী হইয়া,
(আমি যাব চলিয়া)
আমা হৈতে যা না হবে তুমি তাহা করতে পারবে
অবিচারে নাম বিলাবে ভাই সদয় হৈয়া (আমি......)
ঘরে রইল মা দুঃখিনী, বিষ্ণুপ্রিয়া অনাথিনী
রক্ষা কর তাইরে নিতাই, সান্ত্বনা দিয়া (আমি যাব)
(আমার মায়ের আর কেহ নাইরে) (আমি মায়ের একলা নিমাই)
(আমার মাকে মা ডাকিও) (মা ডাকে যেন বঞ্চিত না হয়)
(আমার মা যেন ভাই মরে নারে) (আমার বিচ্ছেদ অনলে পুড়ে)

নিতাই—ভাই তাতে জীবের কি হইবে?

নিমাই—দাদা আমি সন্ন্যাসী হ'লে তারা আমাকে নমঃ নারায়ণ বলে নমস্কার করবে। তাতে তাদের অভিমান ভেঙ্গে গিয়ে হৃদয় নম্র হ'লে পর হরিনামের বীজ তাদের কোমল প্রাণে রোপিত হবে। এবং তাতেই তাদের উদ্ধার হবে।

নিতাই—ভাই বিদেশে যাওয়ার প্রয়োজন হবে কি?

নিমাই— সুরধরিয়া

আরো দুই কারণ আছে মুখ্যতম।
লোন বলি দাদা তুমি প্রাণপ্রতিম।
বৃথা সখাভাবে কারে স্কন্ধে আরোহণ

তুমি কোন বড়লোক তুমি আমি সম।
মাতা যদি ক্রোধ করি করয়ে তারণ
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎর্সণ।
(এই) রাগমার্গ ধর্ম করিতে প্রচারণ।
(আর) স্বমাধুর্য্য দাদা করিতে আস্বাদন।
বিদেশে যাইবার দাদা এই যে কারণ
দূরে গিয়ে স্বমাধুর্য্য করব আস্বাদন

দাদা। সময় হইয়ে যাব আর আমায় মায়া করনা, সুস্থ চিত্তে আমায় বিদায় দাও।

সুরধুনীর ঘাটে ২জন ব্রাহ্মণের প্রবেশ

গান (এই ঘাটে যাব না গো বাই)

১ম ব্রাহ্মণ—এই ঘাটে আমি যাবনাগো।
এই ঘাটে আছেন নিমাই॥

২য় ব্রাহ্মণ—কেন! নিমাই এমন কি হ'ল যে তাকে দেখে এই ঘাটে যাব না?

১ম ব্রাহ্মণ—বাল্যকাল অবধি তাকে আমি বেশ চিনি প্রথম বয়সে সব ছেলের দল নিয়ে এসে গঙ্গার ঘাটে ভুলফাল করে উঠাত, কারো বা গায় গঙ্গা মৃত্তিকা, কারোবা গায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিত। ব্রাহ্মণেরা সব গঙ্গাপূজা, শিব-পূজার জন্য ভালভাল ফল আনতেন, সে জোর করে খেয়ে ফেলতো, পুরুষনারী যুবা বৃদ্ধ কেহই তার হাত থেকে অব্যাহতি পেত না।

২য় ব্রাহ্মণ—সে সময় তাকে বেশ করে শিক্ষা দেওয়া উচিৎ ছিল।

১ম ব্রাহ্মণ—আরো শুনবেন? তরুণী না পূজার সম্ভার নিয়ে গঙ্গা-ঘাটে আসলে বলতো "ওগো তোমরা কাকে পূজতে যাও! আমাকে সব দিয়ে ফেল, গঙ্গার বাপ আমি,

কৃষ্ণ বিষ্ণু আমি সব, আমায় পূজলে সব পাবে। আরো সুন্দর সুন্দর বর পাবে। তা নইলে বুড়ো বুড়ো বর পাবে। সাত সতিনের ঘর করবে। মেয়েরা দিশেহারা হয়ে সব দিয়ে দিত।

২য় ব্রাহ্মণ—(নিমাইয়ের দিকে চাহিতে চাহিতে মাথা নাড়িয়া বটে বটে !)

১ম ব্রাহ্মণ—আরও শুনবেন ! একদিন বল্লভাচার্য্যের রূপসী কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়াকে বলে বসলে। তুমি আমায় বিয়ে করবে ? হতে হতে তার সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেল। মশায় তার অদৃষ্ট বড় ভাল তাই এমন সতী সাধ্বী লক্ষ্মীকে ঘরে পেয়েছিল।

২য় ব্রাহ্মণ—আরে তুমি বুঝ না ! তার মা বাপের অদৃষ্ট বড্ড ভাল, তাই এমন লক্ষ্মী বৌ পেয়েছিল, দেখনা এরপরও কেমন বৌটী এনেছে। আমি জগন্নাথ মিশ্রকে বেশ জানতেম। বড় ধার্ম্মিক লোক ছিলেন।

১ম ব্রাহ্মণ—আপনি রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা বলছেন ? তারা সকলই আমার বেশ পরিচিত। এই মেয়েটা সব রকমে আরো ভাল, সেদিন আমাদের বাড়ীর তিনি এদের বাড়ীতে গিয়েছিলেন এসে শত মুখে নিমাইর মা ও বৌয়ের কথা বলতে লাগলে। বৌটী যে মণি রূপসী, তেমনি মুখ ভরা হাসি, কত বৃদ্ধা যুবতী তাদের বাড়ীতে যায়। সকলকেই খাইয়ে দাইয়ে ব্যবহারে একেবারে আপন ক'রে তুলে, কেন বল্‌তে গেলে নিমাইরও মশায় রূপ গুণ কম নয়।

২য় ব্রাঃ—আরে গুণ নয় হে গুণ নয়, অভিমান, অভিমান।

১ম ব্রাঃ—কেন মশায় ! নিমাইর চালে কি কেউ টিকে উঠত ? দিগ্বি-

জয়ী পণ্ডিত আসলে পরও নদীয়ার গৌরব গেল বলে আপ-নারা সকলে কেঁপে উঠলেন, কিন্তু আমি স্বচক্ষে দেখেছি, যেই দিগ্বিজয়ী একটা গঙ্গাস্তোত্র আবৃত্তি করলে, অমনি নিমাই সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্থ করে তার বিচার করে করে একেবারে লণ্ডভণ্ড করে ফেল্লে, দিগ্বিজয়ী লজ্জায় কেঁদে ফেললে নিমাই তাকে প্রবোধ দিয়ে আশ্বস্ত করলে।

২য় ব্রাঃ—আরে তাতেইত অভিমান বেড়েছে।

১ম ব্রাঃ—মশায় আমি অভিমান বলতে পারি না বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিয়ে করার পর থেকে তার স্বভাবটী কেমন নম্র হয়ে পড়েছে, যার তার পায় ধরতেও দ্বিধা বোধ করে না।

২য় ব্রাঃ—তুমি বলছ কিহে! আমি শুনেছি শান্তিপুরের সেই বুড়ো অদ্বৈতাচার্য্যের মাথায় নাকি একদিন নিমাই পা তুলে দিয়েছিল, শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ীতে নাকি তিনি ভগবান বলে পরিচয় দিচ্ছেন, এরাই তার অভিমান বাড়িয়েদিলে।

১ম ব্রাঃ—তবে তার একটা রোগ হয়েছে বটে ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে মূর্চ্ছা যায়। আমার মনে হয় তার মৃগী রোগ হয়েছে।

২য় ব্রাঃ—মৃগী রোগ নয়হে এ মাতলামী, সারা রাত্রি দরজাবন্ধ করে মূর্খ শ্রীবাসের বাড়ীতে কতকগুলি অকাল কুষ্মাণ্ড মিলে মদ খেয়ে হৈ হৈ রৈ রৈ করে। আমি একদিন দেখতে গিয়েছিলেম, দরজাতে ভাই কত ঘা দিলেম, কিছুতেই কর্ণপাত ও করলনা। আমি যেন তাদের কাছে কিছুই নই। নদীয়ায় এত বিদ্যাবাগীশ, তর্ক পঞ্চানন, স্মৃতিকণ্ঠ থাকতে সেই দিনকার একটা ছোকরা নিমাই হলেন কিনা একজন ভগবান। ভাই সেই অপমান আর সইতে পাচ্ছিনে। এখনই তার ভগবানগিরী বের করে দিচ্ছি। (এই বলে নিমাইর দিকে অগ্রসর হয়ে পৈতা ধরিয়া অভিসম্পাত)

নিমাই ! তুমি নাকি ভগবান হয়েছ ? আমাকে সে দিন শ্রীবাসের বাড়ীতে ঢুকতে দিলে না। তোর এতবড় আস্পর্ধা, আমি অভিসম্পাত কচ্ছি তোর গৃহস্থাশ্রমের সুখ নষ্ট হয়ে যাক্ [তুই নদে হ'তে বের হয়ে যা] [ওরে লক্ষ্মীছাড়া বেটা]

নিতাই—একি একি !! ব্রাহ্মণ একি কল্লে ? [ক্রন্দন]

নিমাই—দাদা ! শোক করণা ব্রাহ্মণের অভিসম্পাত আমার পক্ষে বর হয়েছে [করজোড়ে] [এই আশীর্ব্বাদ কর মোরে] [লক্ষ্মী যেন আমায় ছাড়ে]

১ম ব্রাঃ—(২য় ব্রাহ্মণের দিকে ক্রুদ্ধ হ'য়ে)

ওহে তোমার বুঝি ছেলেপেলে কেহ নাই আটকোরে বেটা (যেন জলন্ত জ্বালানল) তুমিও ব্রাহ্মণ নওহে সমদম দয়া, ক্ষমা ইত্যাদি ব্রাহ্মণের গুণ, অকারণে নিমাইকে এমন অভিসম্পাত কল্লে, তোমার চৌদ্দ পুরুষে অথবা ভাবি কোন পুরুষে কি নিমাইর মত কেউ হয়েছে না হ'তে পারবে ? ভগবান না হইলে জগাই মাধাইর মত পাষণ্ডকে কে বাগাতে পারত ? আর মুহূর্তে ভক্ত শ্রেষ্ঠ করাতে পারত ? সে ভগবান হয়েছে বেশ হয়েছে। আমি যদি ব্রাহ্মণ হই তবে আমি বলছি নদের নিমাই নদে ছাড়া হ'তে পারবে না।

২য় ব্রাহ্মণ—কিরে বেটা আমাকে চিনিশনে।

নিতাই—ব্রাহ্মণদ্বয় ! আমি করজোড়ে বলছি। আপনারা এখন যথাস্থানে গমন করুণ আর ঝগড়া বাঁধাবেন না।

২য় ব্রাহ্মণ—প্রস্থান

১ম ব্রাহ্মণ—(স্বগতঃ)

বাস্তবিকই নিমাই ভগবান, ভগবান না হ'লে এতবড় অভিসম্পাতটাকে মেনে নিয়ে আবার জোড় হাত করে

নিমাই বুঝে না বুঝে (জানু পাতিয়া) কি বলতে পারত "কত অপরাধ করেছি আমার অপরাধ ক্ষমা কর"।

বালকদ্বয়ের প্রবেশ

দুহাত তুলিয়া গান গাহিতে গাহিতে ১ম ব্রাহ্মণ সহ হরি বল হরিবল হরিবল হরিবল হরিবল হরিবল হরিবল হরিবল হরিবল হরিবল হরিবল হরিনাম বিনে আর কলির জীবের অন্য কিছু নাই সম্বল।

১ম ব্রাঃ—অবধৌত মশায়! একি! আমি একি দেখলেম্। হরিনামের সহিত এই রূপটী একেবারে মেখে রয়েছে।

নিতাই—যেই নাম সেই হরি মিথ্যা নহে কভু—
নামের সহিত মাখা আছেন শ্রীপ্রভু—
ব্রাহ্মণ! আপনি সত্যিই দেখেছেন আপনি ভাগ্যবান।

১ম ব্রাঃ—হা ভাগ্যহীন জীব! তোদের কর্ম্মফেরে এখনও চিন্‌লি না।

(গান)

অবতার সার, গোরা অবতার,
কেন না চিনিলি তারে।
করিনীরে বাস, গেলনা পিয়াস,
আপন কর্ম্মফেরে॥
কন্টকের তরু, সেবিলি সদাই
অমৃতফলের আশে।
প্রেম কল্পতরু, গৌরাঙ্গ আমার,
তাঁহার বাসিলে বিষে॥
সৌরভের আশে, পলাশ শুঁকিলি
নাশায় পশিল কীট।
ইক্ষুদণ্ড বলি, কাঠ চুষিলি
কেমনে লাগিবে মিঠ॥

হায় বলিয়া, গলায় পরিলি
শমন কিঙ্কর সাপ।
শীতল বলিয়া, আগুন পোহালি
পাইলি বরজ তাপ॥
সংসার ভজিলি, গোরা না ভজিলি
না শুনিলি মোর কথা
ইহ পরকালে, উভয় খোয়ালি
খাইলি লোচন মাথা।

১ম বালক—ও ভাই এই যে আমাদের নিমাই পণ্ডিত, চল তাঁর পায়ে পড়িগে! (এই বলে দুইজনে পায়ে পড়া)

দশকোশী—(গান)

কোথায় যাবেগো মোদের ছেড়ে।
আর মোদের কেবা আছে?
তুমি চলে গেলে, সবে মিলে,
যাব তোমার পাছে পাছে।
(আমরা তোমায় ছেড়ে দিবনা) (নদে ছেড়ে যেতে পারবেনা)

নিমাই—ভাই সব! উঠ! (হাত ধরিয়া তুলিয়া)

[গান]

(আমি কিরে ছাড়তে পারি) (আমাকে যে না ছাড়েরে আমি কি তারে ছাড়তে পারি)

ভাই! তোমরা নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী গিয়ে হরি সংকীর্ত্তন কর।

[ব্রাহ্মণসহ প্রস্থান]

নিতাই—(স্বগতঃ) এক ব্রাহ্মণের অভিসম্পাত, আর এক ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ। তা নিমাই তুমি ইচ্ছাময়। বহিরঙ্গভাবে তুমি নদে ছেড়ে যাবে, আর অন্তরঙ্গভাবে তুমি নদেই থাকবে।

(নিমাইকে লক্ষ্য ক'রে)

নিতাই—ভাইরে ! আমি একা তোমাকে কি ক'রে বিদায় দি। তুমি যাকে যাকে বল্‌তে হয় সকলকে ব'লে বিদায় নেও।

নিমাই—আচ্ছা দাদা ! বেলা অধিক হ'ল চল এখন নেতে যাই।

নিতাই—(স্বগতঃ) সকলের হাত থেকে ছুট্‌তে পারলেও মা শচীরাণী ও বৌ-মার হাত থেকে কেমনে ছুট্‌বে তা দেখ্‌ব।

[দৈববাণী]

দৈববাণী—নিমাই আমি কেশব ভারতী, আর সময় নাই। কণ্টক-নগরে সুরধুনিতীরে বটবৃক্ষমূলে আমার আশ্রম। তুমি অতি শীঘ্র সেখানে চ'লে এস। তোমাকে আমি সন্ন্যাস দিব। তোমার জীব উদ্ধারণ লীলার কাজ আরম্ভ কর।

নিতাই—একি একি ! দৈববাণী—

[সুর ধরিয়া]

আপন ইচ্ছায় জীব কোটী বাঞ্ছা করে
কৃষ্ণ ইচ্ছা যাহে তাহে ফল ধরে।

ভাইরে তুমি স্বতন্ত্র পুরুষ। ব্রাহ্মণের অভিসম্পাতও শুন্‌লেম্। দৈববাণীও শুনলাম। তবে ভাই তুমি চ'লে যাবে ?

গান—(দশকোশী)

কোথায় যাবে ভাই ভাইরে নিমাই
আমায় ফেলে কোথায় যাবে ?
ভাইরে আমায় ফেলে, চলে গেলে
আমার উপায় কি হইবে ?
ভাইরে তুমি বিনে আর কে আছে আমার
আমার সাথী কে আর রবে।

(আমার সাথী আর কে রবেরে) (কত খুঁজে তোকে পেয়েছিনু)

নিমাই—দাদা ! আমার এই লীলার গুরু তুমি, তুমি এমন করলে

আমার দ্বারা আর কি হবে! তোমার সঙ্গেও দাদা! আমি নিত্যই আছি। চল এখন বাড়ী যাই। [প্রস্থান]

৫ম অঙ্ক

১ম দৃশ্য

[শচীমায়ের প্রবেশ]

নিতাই ও নিমাইয়ের প্রবেশ

(নিমাই অগ্রগামী হয়ে শচীমায়ের নিকট গমন)

নিতাই— [গান]

(দুঃখের কথা আর কি বলিব, মাগো)
(তোমার নিমাই চ'লে যাবে গো)
(আমি প্রবোধিয়ে রাখ্‌তে নারি)
(তোমার নিমাই.

[অল্পক্ষণ পরে]

নিমাই—(মাগো আমায় খেতে দেওগো) (বেলা অধিক হ'য়ে গেল)

শচীরাণী—বাবা! গঙ্গাঘাটে এতক্ষণ কি করিলি। রামকৃষ্ণের ভোগ কখন রান্না হয়ে রয়েছে! বাবা শীঘ্র যাও।

[নিতাই ও নিমাইয়ের প্রস্থান]

(শচীমা মাথা নীচু করিয়া মাথায় হাত দিয়া চিন্তিতাবস্থায় বসা)

[কতক্ষণ পরে নিমাইয়ের প্রবেশ]

নিমাই—এমনি ক'রে ব'সে আছ কেন মা?

শচীরাণী—ভাবছি [গান]

(আমার উপায় কি হইবেরে, বাপরে নিমাই)
(নিতাই আমায় কি শুনালে, আমার উপায়......)

নিমাই—কি বলেছে মা ?

শচীরাণী—তুমি নাকি বিশ্বরূপের মত হবে ?

[গান]

বিশ্বরূপ মোর চ'লে গেল আমার মরণ না হইল
ও তোর মুখ দেখে বুক বেঁধেছিলেমরে, বাপরে নিমাই,
তুই বিশ্বরূপের মত হবে আমার উপায় কি করিবে।
বল বল বল শুনিরে, বাপরে নিমাই।
(আমার উপায় কি হইবে) (তখন কেন মরলেম না বাপ)

নিমাই—(সাধ ক'রে কি কেউ মরতে পারে) (মরণ আস্‌লে কেউ রইতে নারে)

[সুর ধরিয়া]

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আছেন তিনজন
জীবের লাগিয়া তাঁরা ব্যস্ত অনুক্ষণ
ব্রহ্মা জানে কবে কার করিবে সৃজন
মাতৃ গর্ভ হ'তে বিষ্ণু করেগো পালন
সময় বুঝিয়া সংহার করেন মহেশ্বর
এ বিধি লঙ্ঘিতে পারে সাধ্য আছে কার।

শচীরাণী—আচ্ছা বাবা! বল দেখি তুই ঘর ছেড়ে গেলে তোকে দেশবিদেশে খাওয়াবে কে ?

নিমাই— [গান]

মা কি তুমি জাননা গো ?
(জগত জুড়ে আছে মায়ের খেলা;) (তা কি তুমি জাননাগো)
(আমায় খেতে দিবে ক্ষুধার বেলা) (তা কি তুমি জাননাগো)

মা! সকল নারীজাতির মধ্যে তোমার শক্তি সঞ্চারিত হ'য়ে আমাকে রক্ষা করবে। আরো দেখ মা!

[সুর ধরিয়া]

জগত যাঁহারে ভজে সে ভজে আমারে
চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় নানা উপহারে।

মা একবার ভেবে দেখ "জীব ভগবানের প্রদত্ত জিনিষ দিয়ে শ্রীভগবানের সেবা করছে। আর শ্রীভগবান তাঁর নিজের উপহার দিয়ে পিতামাতা পুত্রবন্ধু স্বামী হয়ে অহরহ জীবসেবা কচ্ছেন। তবে আর ভাবনা কি মা

শচীরাণী—আচ্ছা বাবা! তোর খেলার সাথী পাবে কোথায়? নিতাই ত সঙ্গে যাবে না?

নিমাই—মা! এক হিসেবে শ্রীভগবানই সকলের মা বাপ, অতএব সকলেই মা! এই হিসাবে দাদাভাই, আর মা! দাদা! নিতাইর শক্তি সকলের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েই আমার খেলার সাথী ক'রে দিবে।

[সুর ধরিয়া]

আচ্ছা মা!

একদিন আসিবে মাগো তুমিও চলে যাবে
তোমার মত কে আর মাগো আমাকে দেখিবে?

(তখন আমার উপায় কি হবে গো) (কার হাতে আমায় দিয়ে যাবে)

আর তুমি থেকেই বা মা আমার সঙ্কটকালে কি করতে পেরেছ? সব সময়ইত মা আমাকে শ্রীকৃষ্ণের হাতে সমর্পণ করেছ।

(তবে কেন আমায় স'পে দেওনা) (নিত্য সত্য শ্রীকৃষ্ণের হাতে তবে কেন মা......)

(চিরকালের তরে মাগো, তবে কেন আমায়.........)

(তাইলে আর ভাবনা থাক্‌বেনা) (তোমার যাওয়ার কালে, তোমার মাগো আর ভাবনা......)

(সুখে মাগো মর্‌তে পারবে) (কৃষ্ণরক্ষ নিমাই ব'লে, সুখে মাগো মরতে পারবে)

শচীরাণী—বাবা ! একি কারো মা কাহাকে দেয় ?

নিমাই—কেন মা ! ধ্রুবের মাত ধ্রুবকে দিয়েছিলেন।

শচীরাণী—বাপ্ ! এত কথার কাজ নেই। আমি ধ্রুবের মা নই আমি নিমাইর মা।

[গান]

বাপরে নিমাই বলি তোরে
কৃষ্ণ ভজ ব'সে ঘরে,—
হরিনাম দেহরে ছাড়িয়ারে (ও বাপরে নিমাই) হরিনাম...
লক্ষ্মীবধূ সঙ্গে থাক্‌বে, তোমার সাহায্য করবে
ধর্ম্ম কর তাহারে লইয়ারে (ও বাপরে নিমাই) ধর্ম্ম কর তাহারে লইয়া।

বাপ ! সস্ত্রীক ধর্ম্ম আচরণ করতে হয়।

নিমাই—[স্বগতঃ] আহা মা আমার বাৎসল্যের মূরতি। মা জানেনা আমি মায়াতীত, জ্ঞানাতীত এবং ধর্ম্মাতীত। সব ধর্ম্মই আমা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কিন্তু কোন ধর্ম্মের মধ্যেই আমি না। পাপ পুণ্যের অতীত অবস্থা না আস্‌লে আমাকে মিলে না। মার নিকট আর গোপন ক'রে চলা খাট্‌বে না।"

মা ! আমার বিদেশে যাওয়ার কারণ শোন।

[সুর ধরিয়া]

ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে সব জগত মিশ্রিত
ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত।
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে বিধিভজন করিয়া
বৈকুণ্ঠে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পাইয়া।
ষাষ্টি, সামীপ্য আর সারোপ্য সালোক্য
সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম ঐক্য ॥

মা যারা ভক্ত তারা ব্রহ্মের সহিত লয় হ'তে চায়না। তারা

পৃথক থেকে পরম ব্রহ্মের নিত্য সেবাই বাঞ্ছা করে। আর যারা শ্রীভগবানকে ঈশ্বর জ্ঞানে বিধিমার্গে ভজন করে, তারা চতুর্ব্বিধ মুক্তি পেয়ে বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত যেতেই সক্ষম হয়। ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে প্রেম শিথিল হয়ে পড়ে। [সুর ধরিয়া]

সখা পুত্র স্বামী ভাবে যে জন কৃষ্ণ ভজে
সে অবশ্য পাইবেগো নন্দনন্দন ব্রজে।

মা! দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর এই চারিভাব দিয়া শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে ভজন করলে শ্রীভগবান প্রীত হন। তাহাতে জীব বৈকুণ্ঠ উপরিস্থান নিত্য গোলকধাম প্রাপ্ত হ'য়ে নিত্য সেবার অধিকারী হ'তে পারে।

শচীরাণী—জীব কি উপায়ে এ সকল ভাব পাবে ?

[সুর ধরিয়া]

যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তাইমু নাম সংকীর্ত্তন
(এহ) চারি ভাব ভক্তি দিয়া নাচাই ভুবন ॥

মা! এতকাল যাবত তুমি যে আমার এত ঐশ্বর্য্য দেখেছ সবই সত্য। আমি আর কৃষ্ণ একই তত্ত্ব।

[গান]

(আমি কৃষ্ণে ভিন্ন নইগো) (মা তোমায় সত্য কইগো)

আমার এই ঐশ্বর্য্য দেখেও যে আমাকে তোমার নিমাই ব'লেই মনে রাখতে পেরেছে, সে জন্যই আমি তোমার নিকট পুত্ররূপে প্রতি যুগে যুগে বাঁধা। প্রতি যুগে যুগেই মা! আমার বিরহানলে পুড়ে মরেছ। এবারও তাই হবে। তবে মা! আমি যথা তথা যাই সর্বদাই তোমার নিমাই রূপে তোমার নিকট থাক্‌ব এই সত্য জেন।

[সুর ধরিয়া]

তোমার মন্দিরে আর নিতাই নর্ত্তনে
শ্রীবাস অঙ্গনে আর রাখব ভবনে

এই চারিস্থানে আমি থাকিবগো নিত্য
কহিলাম এই বাক্য করি ত্রি-সত্য ॥

তুমিও নদেবাসী আমাকে যে হরিনাম শিক্ষা দিয়েছ এবং তোমাদের প্রেম জগতে প্রচার করতেইত মা! আমি দেশ বিদেশে যেতেছি।

শচীরাণী—বাপ নিমাই! তুমি যাই হও না কেন, তুমি আমার দুধের ছেলে নিমাই এই জ্ঞান নিয়েই যেন আমি মরতে পারি। আমি তোমার ইচ্ছায় বাঁধা দিতে পারব না। তবে বাবা! একটি কথা রেখ।

[গান]

(যাওয়ার বেলা আমায় ডেকে যাস্‌রে)
(মা মা ব'লে মধুর স্বরে, যাওয়ার বেলা......)
(তুমি আমার নিমাই থেক) (যা তা তুমি হওনা কেন)
(যেথা তথা যাওনা কেন, মনে করলে এসে দেখ)

নিমাই—মা! এখন আমি নগর ভ্রমণ করে আসি। ভক্ত শ্রীধর একটি লাউ দিয়েছে। আজ দুধ লাউ পাক করতে দিও। আমি ভক্তের দান প্রত্যাখার করতে পারিনে।

[গান]

ভক্তের কাঙ্গাল আমি চিরকাল
ভক্ত আমার প্রাণের প্রাণ।
ভক্তের দোয়ারে করজোড় ক'রে
সদা করি আমি অবস্থান ॥
(ভক্ত বিনে মোর কেহ নাইগো (ভক্তের অধীন আমি চিরদিন)

[নিমাইয়ের প্রস্থান]

[বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রবেশ]

শচীরাণী—মা লক্ষ্মী! নিমাই আজ দুধ লাউ করতে বলেছে। তাই করিও।

বিষ্ণুপ্রিয়া— [গান]

শুন ওগো ঠাকুরাণী আমার দুঃখের কাহিনী
কেন জানি থরথর করে প্রাণগো
ওগো ঠাকুরাণী কেন জানি…
দেহ স্থির রাখ্‌তে নারি হাটিতে এলাইয়া পড়ি
বাহিরিবে বুঝিগো জীবনগো
ওগো ঠাকুরাণী, বাহিরিবে বুঝি…
(প্রাণ বুঝি আর রবে নাগো।) (দেহ ছেড়ে প্রাণ পালাবে)

শচীরাণী—তাহলে তুমি শয়ন মন্দিরে গিয়ে বিশ্রাম কর আমি সব করে নিব এখন। [উভয়ের প্রস্থান]

(২য় দৃশ্য)

[হরিদাস, গদাধর ও মুরারী সহ নিমাইয়ের প্রবেশ]

(সকলে গান)

চল সবে মিলি দিয়ে করতালি
হরি হরি বলি নাচিরে।
হরি বিনে ভাই ত্রিভুবনে নাই
এ ভবপারের কাণ্ডারীরে॥
(হরি নাম বিনে আর গতি নাইরে) (এ ভবসাগর পার হইতে)

নিমাই— [সুর ধরিয়া]

হরিদাস গদাধর আর শুনহে মুরারী
জীব তরাতে এলেম আমি ভবে অবতারি
দিনের প্রতি দিন ব'য়ে যায় কিছু না করিনু
তাহা ভাবি মনে বড় ব্যথা যে পাইনু।
(আমি আরত ঘরে রব নাহে) (আমি আজ নিশীথে বের হবহে)

ঘরে রইল শচীমাতা আর বিষ্ণুপ্রিয়া
ন'দেবাসী সবাই মরবে বিরহে পুড়িয়া।

(কেউ যেন আর শুনে নাহে) (আমায় নদে ছাড়ার কথা আজ কেউ যেন আর শুনে নাহে)

(কেউ শুন্‌লে যেতে পারব নাহে) (ন'দে হ'তে জীব তরাতে। কেউ শুন্‌লে......)

হরিদাস ও মুকুন্দ—(চরণে ধরিয়া) প্রভো! তুমি ইচ্ছাময় স্বতন্ত্র পুরুষ, তোমার মঙ্গলেচ্ছায় যাহা ভাল মনে কর তাহাই হইবে।

গদাধর— [গান]

ও কি শুনালে অকস্মাৎ তুমি হবে জগন্নাথ
ন'দে ছেড়ে কেমনে যাইবে, (হে প্রাণবন্ধু নদে ছেড়ে ..)
ন'দে বাসীর প্রাণ তুমি কি বলিব বন্ধু আমি—
তোমার মরম্ কে আর বুঝিবে (হে প্রাণবন্ধু) তোমার মরম কে আর বুঝিবে
দুঃখিনী যে শচীমাতা আর সনাতন সুতা
এ দুঃখ ভার কেমনে সহিবে (হে প্রাণবন্ধু) এ দুঃখ ভার কেমনে সহিবে।
তোমায় স'পেছিনু প্রাণ তুমি জ্ঞান তুমি ধ্যান
(মোর) কপালে যা আছে তা হইবে (হে প্রাণ-বন্ধু কপালে যা আছে তা হইবে)

(বলে আর কাজ কি আছে) (তোমার যা ইচ্ছা তা করবে বন্ধু)

অথবা

রাগিণী পুরবী (দিবা অবসান হ'ল কি করব প্রিয়া বল)

কি শুনালে প্রাণবন্ধু, ন'দে ছেড়ে তুমি যাবে।
তোমার বিরহানলে ন'দে পুড়ে ছারখার হবে॥
তুমি ন'দেবাসীর পরাণ, ন'দেবাসীর সর্বস্বধন
ন'দেবাসী বিনে বন্ধু, তোমার মরম কে বুঝিবে।
দুঃখিনী মা শচীরাণী বিষ্ণুপ্রিয়া অনাথিনী
বিনে তুমি গুণমণি তারা কি প্রাণে বাঁচিবে?
স'পেছি মোর দেহপ্রাণ তুমি জ্ঞান তুমি ধ্যান
তুমি চলে গেলে বন্ধো! আমার উপায় কি হইবে?

নিমাই—প্রিয় গদাধর! তুমি আমায় আর বাঁধা দিওনা। তুমিত আমার সঙ্গেই থাক্‌বে। হরিদাস মুরারী! তোমরা সকলইত আমার নিত্য সহচর। [সকলের প্রস্থান]

৬ষ্ঠ অঙ্ক

১ম দৃশ্য

[শচীরাণীর প্রবেশ] (মৌনভাবে বসা)

[কিছুক্ষণ পরে নিমাইয়ের প্রবেশ]

নিমাই—মা! আমার ক্ষিদে পেয়েছে। আমি সন্ধ্যাকৃত্য সেরে আসি তোমরা সব যোগার কর। [নিমাইয়ের প্রস্থান]

শচীরাণী—(স্বগতঃ) কঠিন প্রাণ তুই এখনও বের হ'বার সুযোগ পেলে না। তোর মনের সাধ আমার দুধের শিশু নিমাইয়ের ঘরের বে'র হওয়াটা দেখ্‌তে। হায়রে দারুণ বিধি! [এই বলিয়া মূর্চ্ছা]

[বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রবেশ]

বিষ্ণুপ্রিয়া— [গান]

বল বলগো মা ঠাকুরাণী
কেন তুমি এমন হ'লে,

কি দারুণ ব্যাধি, দিল বিধি,
কার দংশনে ঢ'লে পড়্‌লে!
(একবার উঠ কথা কওগো) (আমিত স্থির রইতে নারি)
শচীরাণী—[চক্ষু মেলিয়া] ওকে! মা লক্ষ্মী, আমার বিশেষ কিছু হয়নি, বায়ুচড়া হয়েছে, মা! এখনই নিমাই খেতে আস্‌বে, আয়োজন কর। [বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রস্থান]

[নিমাইয়ের প্রবেশ]

নিমাই— [গান]
(মাগো আমায় খেতে দেওগো) (আমার বড় ক্ষুধা হয়েছে)
শচীরাণী—বৌমা! নিমাই এসেছে, শীগ্‌গীর খাবার নিয়ে এস।

[খাবার থালি নিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রবেশ]

(শচীরাণীর প্রস্থান)

বিষ্ণুপ্রিয়া—[নিমাইর সামনে আসীন। খাবার থালি নিমাইর সম্মুখে দিয়া] মা বল্‌ছিলেন আজ দুধ লাউ করতে, ভক্তের দান।
(ভাল ক'রে খাওহে নাথ) (ভক্তের দেওয়া দুগ্ধ লাউ)

[কিছু খাইয়া স্থগিত]

নিমাই—প্রিয়ে! আর খাব না।
বিষ্ণুপ্রিয়া— [গান]
(আরো কিছু খেয়ে নেওহে) (মা শুনিলে ব্যথা পাবে)
—(আর খাব না ব'ল নাহে)
(আজ কেন তোমায় এমন দেখি) (তোমায় দেখে বাসি হবে বিবেকী)

[আরও কিছু খাইয়া]

নিমাই—প্রিয়ে! এই নেও, আরও খেয়েছি, আর পারব না। আমি শয়ন মন্দিরে যাচ্ছি। তোমরা খাওয়া দাওয়া সে'রে এ'স।

[নিমাইয়ের প্রস্থান]

(নিমাইয়ের শয়ন)

[শচরাণীর প্রবেশ]

শচীরাণী—(স্বগতঃ) নিমাইয়ের কথায় আজ ঠিক থাকতে পাচ্ছিনে। যাই! শয়নকক্ষে গিয়ে একটু বিশ্রাম করিগে। আজ আর ঘুমবোনা।

[বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রবেশ]

শচীরাণী—বৌমা! আমার শরীরটা আজ ভাল লাগছে না। আমি বিশ্রাম করিগে। তুমি মা খাওয়া দাওয়া শেষ করে এস। [শচীরাণী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রস্থান]

[বিষ্ণুপ্রিয়ার শয়নমন্দিরে প্রবেশ]

বিষ্ণুপ্রিয়া—প্রাণেশ্বর আজকে তোমাকে সাজাতে ইচ্ছে হচ্ছে।
নমস্কার করিয়া ফুলের হার ইত্যাদি দিয়ে নিমাইকে স্বহস্তে সাজান।

(নিমাইকে নমস্কার)

নিমাই—প্রিয়তমে! আমিও তোমাকে মনোমত করে সাজাব।
বিষ্ণুপ্রিয়াকে সাজান। আবার নমস্কার। চলপ্রিয়ে! এখন নিদ্রা যাই
বিষ্ণুপ্রিয়া—(পদসেবা করিতে করিতে)

প্রাণনাথ! আমি সরলা অবলা বালা। একটী কথা জিজ্ঞেস করি। আমার মাথার দিব্যি সরলভাবে বল্‌বে!

গান

(হরিবল হরিবল এই রাগিনী)

বলবল প্রাণকান্ত, আজ কেন তোমায় এমন হেরি।
তোমার ভাব দেখে বুক ফেটে যায় হে
মনপ্রাণ উঠে শিহরি॥

তোমার চোখ ভরা নয়নের ধারা,
তোমার মুখভরা বিষাদের পারা,
তোমার প্রাণটি কেমন ছাড়ছাড়া,
বল কেন নাথ চরণ ধরি॥

আমি তোমার অযোগ্যা জেনেইত শ্রীচরণে স্থান দিয়েছ। এখন আমায় ছেড়ে যেতে চাও কেন? - আমার কি অপরাধ।

নিমাই—প্রাণেশ্বরি! তোমার কোন অপরাধ আছে একথা যে বলে তার অপরাধ হবে। তবে

গান

[কত জনে কত কয়]

চির দিন সমান না রয়।
কালের কুটীলা গতি, কত কিছু হয়॥
ভেবে দেখ প্রিয়ে স্থির মনে
আপন বলি যত আত্মীয় স্বজনে
কালের আবর্ত্তে যায় দিনে দিনে
যাবার বেলা কেহ কারো কিছু নয়॥

বিষ্ণুপ্রিয়া—তবে কি করতে হবে?

নিমাই—কি করব প্রিয়ে শোন।

গান

ভাবিগো মনেতে যাব বিদেশেতে
ভজিবগো ঐ জগতস্বামী।
জীবের লাগিয়া কান্দিয়া কান্দিয়া
দোয়ারে দোয়ারে যাবগো আমি।
দেখগো চাহিয়ে ওগো প্রাণপ্রিয়ে
কলির জীব কেমন মরিছে দহিয়া
বিনে ভক্তিগন্ধ সব হ'ল অন্ধ
পরাণ মোর পুঁড়ে তাদের লাগিয়া॥

(আপনি আচরি শিখাইমু) (জ্বালা নিবাইবার উপায় আপনি আচরি শিখাইমু)

(আরত তাদের বন্ধু নাইগো) (এই কলি হত জীবের প্রিয়ে আরত কেহ বন্ধু নাইগো)

বিষ্ণুপ্রিয়া—বন্ধো। জগতস্বামী অর্থ কি?
নিমাই—জগতের সকল স্বামী।
বিষ্ণুপ্রিয়া—নাথ! আমি বুঝি জগতের মধ্যে একমাত্র একজনই স্বামী। (স্বামিন্! তুমি বিনে আর কে আছেহে) (এই ত্রিভুবনের মাঝে) (আমি কার কাছে দাড়াব স্বামী ছাড়া হয়ে নাথ)

প্রভো! তুমি জগত স্বামী ভজ্‌তে যাবে? আমাকে সঙ্গে নেওনা। তাহলেত আমি আমার জগত স্বামীকে ভজ্‌তে পারবো।
নিমাই—তা কি ক'রে হয় প্রিয়ে?
বিষ্ণুপ্রিয়া— [গান]

(তা কেন হবে না) (বল বল প্রাণনাথ)
সীতাদেবী গিয়েছিল পতি সনে বনে
অধীনিরে নিতে হবে বন্ধো! তোমার সনে।
(পতি বিনে সতীর গতি নাইহে) (আমায় সঙ্গে নিতে হবে)
পতি তুষ্ট হলে গতি আশ্রয় নিবে
সর্বসিদ্ধি করতল যে স্বামী ভজেরে।
পতি সেবা না করিলে সব হয় ভ্রষ্ট
লক্ষ্মী ছাড়ে সেই নারী কত পায় কষ্ট।

নিমাই— [সুর ধরিয়া]

শোন শোন প্রাণপ্রিয়ে! ধর মোর কথা
ব্রজ ছেড়ে রাধারাণী গেল নাগো কোথা।
(সেত কৃষ্ণ ছাড়া জানত নাগো) (কৃষ্ণ যার মনপ্রাণ)
(কৃষ্ণ যার সর্বস্ব ধন)

প্রিয়ে! জগত স্বামীত ঘরেই আছে।

[গান]

তুমি ভজ ঘরে ব'সে আমি যাব বিদেশে
পুরিবেক দোঁহাকার সাধগো (ওগো প্রাণ প্রিয়ে)
পুরিবেক দোঁহাকার সাধ।

বিষ্ণুপ্রিয়া— [গান] (তাত আপোষের কথা)

(তা হলেত বেশ হয়েছে) (জগত স্বামী যদি ঘরে আছে)

(তবে ভজনা কেন) (গৃহে থেকে ভজনা কেন)

তুমি ভজ ব'সে ঘরে আমি ভজব তোমারে

ঘুচে যাবে উভয়ের প্রমাদ হে। [প্রাণেশ্বর]

ঘুচে যাবে উভয়ের প্রমাদ

নিমাই—পতি সেবা কাকে বলে জান ?

বিষ্ণুপ্রিয়া—প্রাণনাথ! আমি সরলা বালা, আমি পতি সেবার কি বুঝিব ?

নিমাই—কেন প্রিয়ে! তুমিইত বলেছ "পতি তুষ্ট হ'লে সর্ব্বসিদ্ধ করতলগত হয়," পতির প্রাণে সুখ দেওয়াই প্রকৃত পতি-সেবা। প্রাণপ্রিয়ে! তুমি বিষ্ণুপ্রিয়ে, তুমি ঘরে থেকে কৃষ্ণ ভজন করলেই আমি পরমানন্দ লাভ করব।

বিষ্ণুপ্রিয়া— [গান]

অনুগতা ব'লে কেন, কর এত প্রবঞ্চনা

আমি তোমার ক্রীতদাসী

তোমা বিনে আর [কিছু] জানিনা॥

তুমি আমার প্রাণের প্রাণ, তুমি আমার কুলমান,

তুমি আমার জীবন যৌবন, আমায় ঠে'ল নাহে পায় ঠে'ল না।

তুমি আমার জগতস্বামী, (তোমায়) ঘরে বসে ভজব আমি

আমার স্বামী ভজন ছেড়ে দিতে, ব'ল নাহে আর ব'লনা ?

নিমাই—(স্বগতঃ) প্রিয়ার প্রেমবন্ধন হ'তে আর ছুটতে পাল্লেম না, না! না! তা হয় না! তাহলে হরিনাম আর প্রচার হ'ল না। জীব উদ্ধার করা আর হ'ল না।

[চিন্তিত অবস্থায় থাকা]

বিষ্ণুপ্রিয়া—প্রভো! তুমি চুপ ক'রে র'লে কেন ?

নিমাই—বিষ্ণুপ্রিয়ে। তা হয় না প্রিয়ে, তা হ'লে হরিনাম প্রচার হয়না।

বিষ্ণুপ্রিয়া—প্রচার কর না কেন, আমি তাতে বাঁধা দিব কেন? তোমার প্রচার তোমার ইচ্ছামতে কর, আমিও আমার কাজ ইচ্ছামত কর্‌ব।

নিমাই—কি করিবে প্রাণেশ্বরী?

বিষ্ণুপ্রিয়া— [গান]

ও তুমি থাক্‌বে ইহলোকে, আমি যাব পরলোকে
তব সুনাম রটনা করিব, তব সুনাম রটনা করিবহে
তব সুনাম রটনা করিব।

নিমাই—(তা কেমনে হবে) (পরলোকে যদি যাবে)
(আমার নাম রটনা কেমনে হবে)

বিষ্ণুপ্রিয়া— [গান]

ও নারী বধের পাপী ব'লে, বলিবেহে সকলে
ঘরে ঘরে প্রচার হইবে, ঘরে ঘরে প্রচার হইবেহে,
ঘরে ঘরে প্রচার হইবে।

(তোমার দয়াল নামের পরিচয় হবে) (আমি জগত ছেড়ে গেলে)

নিমাই—প্রিয়ে প্রাণ ছেড়ে লাভ কি?

বিষ্ণুপ্রিয়া—আমিওত তাহাই বলি, কিন্তু
(আমি রাখ্‌তে পারি কে) (জোর ক'রে প্রাণ বের হ'য়ে যায়)
(স্বেচ্ছায় কে প্রাণ ছাড়েহে) (প্রাণ যদি বাহির না হয়
আপন ইচ্ছায়......)

নিমাই—(আমি প্রাণ দিয়ে প্রাণ রেখে দিব) (তোমার প্রাণ আমি যেতে দিব না)

বিষ্ণুপ্রিয়া— [গান]

ও প্রাণ যায় মোরে ছে'ড়ে শক্তি দিয়ে রাখ তারে
তুমি প্রভো! অবলার স্বামী
তুমি প্রভো! অবলার স্বামীহে
তুমি প্রভো! অবলার স্বামী,
ও কহিব আর কার ঠাঁই আমার আরত কেহ নাই
অনুগতা তব দাসী আমি (৩)
(আমার প্রাণ আমায় দিযে দেওহে) (বিধির বিধি হ'য়ে সাম)
(বিধিত বিধান জানেনা) (অসময়ে আমার প্রাণ নিয়ে যায়)

নিমাই—(স্বগতঃ) প্রিয়ার সঙ্গে আর কিছুতেই পেরে উঠলেম্ না। রাত্রিও অনেক হ'যে পড়েছে। প্রিয়াকে একবার তত্ত্বকথা বুঝিয়ে দেখি।

প্রিয়ে। তুমি তোমার স্বরূপ বুঝ না।

প্রিয়া গো! [সুর ধরিয়া]

তোমার স্বরূপ কথা তুমি নাহি জান
বলিতেছি প্রিয়ে তুমি মন দিয়ে শোন।
যুগে যুগে তুমি প্রিয়ে হও বিষ্ণুভক্তি
হইয়াছে এবে প্রিয়ে আমার স্বরূপ শক্তি
ভক্তি বিনে জগতের নহে অবস্থান।
ভক্ত ভক্তি বিহীনে হয় প্রলয় কারণ।

অতএব প্রাণেশ্বরি!
(তুমি নদে ছেড়ে যে'তে নার) (তোমার শক্তিতে ন'দে থাক্‌বে)

বিষ্ণুপ্রিয়া—প্রাণেশ্বর! আমি কি ক'রে "ভক্তি" হলেম? তবে আমি আমি বলি তুমিও তোমার স্বরূপ বুঝ না।

নিমাই—কি ক'রে প্রিয়ে?

বিষ্ণুপ্রিয়া— [সুর ধরিয়া]

আমি যদি ভক্তি হই তুমি ভগবান
ভগবান বিনে কোথায় ভক্তির হয় স্থান।

(তুমি কারে ভজ্‌তে যাবে) (ভগবান হ'য়ে নাথ তুমি কার...)

নিমাই—(স্বগতঃ) আমি যুগে যুগেই আমার হ্লাদিনী শক্তির নিকট হার মে'নে এসেছি। যা হোক আর লুকুতে পারলেম না। প্রিয়ে! তুমি আমার স্বরূপ শক্তি বলেই আমাকে ঠিক্ ঠিক্ ধরতে পেরেছ। আমি এবার প্রচ্ছন্ন অবতার হ'য়ে এসেছি। আমার নিগূঢ় মর্ম্ম কথা শোন, আমি ভগবান হ'য়েও ভক্তভাব অঙ্গীকার করব। [সুর ধরিয়া]

পিতা যেমন বাবা ডাকে শিখায় বাবা বুলি
হরি হ'য়ে হরিবলি শিখাব হরিবলি।
সর্ব্বশক্তি দিব নামে বিভাগ করিয়া
উদ্ধার করিমু সবে হরিনাম দিয়া॥

(হরিনাম বিনে আর গতি নাইগো)
(বিশেষতঃ এই কলি যুগে)

কাঙ্গালের বেশে যাব দোয়ারে দোয়ারে
না চাহিতে দিব প্রেম যাহারে তাহারে।

(কেউত বাকী রবে নাগো) (আমার এই অবতারে)
(আমি অবিচারে প্রেম দিবগো)

প্রিয়ে! জীবের দশা কি হয়েছে বলি শোন।

[গান] (মধুরার সময় গইয়া যায়)

লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা সকলি শূকরী বিষ্ঠা
বিষ্ঠাগর্ত্তে রয়েছে পড়িয়া (জীব) ২

(তারা মায়ামুগ্ধ হ'য়ে আছে) (শুধু আমার আমার ব'লে)
(গর্ত্ত হ'তে তুল্‌তে হবে) (হরিনামের ডুরি বেঁধে তাদের)

প্রাণেশ্বরী! যারা লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠার জন্যই সর্বদা ব্যস্ত, তারা আমাকে ভুলে আত্মশক্তিকে বিশ্বাস ক'রে শুধু আত্মসেবাই কর্‌ছে। তারা মায়াবদ্ধ। [সুর ধরিয়া]

জীব নিত্য কৃষ্ণদাস তাহে ভুলি গেল
সে কারণে মায়া পিশাচী গলায় বান্ধিল।
কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ
সেকারণে মায়া তারে দেয় যত দুঃখ
মায়া কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়।

তারা আমার শক্তির দিকে একবারও তাকায় না।

[সুর ধরিয়া]

অর্জ্জুন ছিল কৃষ্ণ সখা নরনারায়ণ
সবংশেতে দুর্য্যোধনে করিল নিধন।
কৃষ্ণের শক্তিতে অর্জ্জুন রাজ্য লাভ কৈল
কৃষ্ণ শক্তি হ'রে নিলে সে শক্তি না রইল।
সসাগরা পৃথিবীর হয়েছিল রাজা
নরনারায়ণ রূপে পেয়েছিল পূজা।
দশদিকে সুপ্রতিষ্ঠা হ'ল বিকিরণ
লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা পে'ল কৃষ্ণের কারণ॥

(একথা জীব বুঝে নাগো) (আত্ম অভিমানে ভুলে)
(কৃষ্ণের ইচ্ছায় সব হয়)

আর বলি শোন প্রিয়ে! [গান]

অভিমানী ভক্তিহীন জগমাঝে সেই দীন
অবতার তাদের লাগিয়া।

(তারা অতি দীন বটেগো) (আমি দীনের জন্য দীনহীন হব)

করজোড় করি করে বেড়াইব দ্বারে দ্বারে
তরাইব হরিনাম দিয়া।

(তোদের জন্য হবে যেতে) (সাধের নদীয়া হতে)

[সুর ধরিয়া]

ত্রেতাতে রাবণ ছিল অতি মহাবলী
পরাজয় করিল প্রিয়ে দেবতা সকলি।
অহঙ্কারে গণিল না শ্রীরাম চন্দ্রেরে
সবংশে মারিল তারে নরে আর বানরে।
দ্বাপরে ছিলগো প্রিয়ে জরাসন্ধ বংশ
অহঙ্কারে করিলগো কত শিশু ধ্বংস।
কৃষ্ণ বলরামের হাতে হইল সংহার
এমন প্রিয়ে কত আছে কি কহিব আর।

(যুগে যুগে আছে তারা) (তাদেরে এবার প্রেম দিবগো)

বিষ্ণুপ্রিয়া—প্রাণেশ্বর ! আমার বড় ভয় হয়। এই অস্ত্রের ভিতর আর কতকাল থাক্‌বে ?

নিমাই—এই জন্যই প্রিয়ে !

এবে অস্ত্র না ধরিমু প্রাণে কারে না মারিমু
চিত্তশুদ্ধি কর্‌ব সবাকার গো, ওগো প্রাণপ্রিয়ে।

প্রাণপ্রিয়ে! তাদের জন্য এবার আমার কঠোর বেশ ধারণ করতে হবে। আমাকে ভোগী দে'খে তাদের শ্রদ্ধা আস্‌বে না। আমি ত্যাগী হ'লে আমার চির দুঃখিনী মা শচীরাণীর ও অনাথিনী তোমার হৃদয় বিদারক বিরহ ক্রন্দন শু'নে এবং তোমাদের ও আমার ত্যাগের অবস্থা দে'খে তাদের পাষাণ হৃদয় গ'লে যাবে।

(এ ছাড়া আর উপায় নাইগো) (চিত্ত শুদ্ধি করতে হ'লে)
(প্রিয়ে বলি তোমায় প্রাণের কথা)

প্রিয়ে! জীব মিছে মায়াজালে বদ্ধ হ'য়ে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এই ত্রিতাপ জ্বালায় জ্বলে গেল। জীবের উপায় কি প্রিয়ে ?

[এই বলিয়া মাথা হেট করিয়া বসা]

বিষ্ণুপ্রিয়া—ওকি প্রাণনাথ! তোমার চোখ ছল্ ছল্ করছে কেন?

[গান] (ও কুব্জার বন্ধু)

ও কাঙ্গালের বন্ধু
তোমায় আর বাঁধা দিব নাহে।
তুমি জীব তরাতে ত্বরায় যাওহে, আর বাঁধা দিব নাহে।
ও শোন শোন প্রাণনাথ মরম বেদনা যত
নিবেদিনু তব শ্রীচরণে
কলির জীবের দশা শুনি বাহিরায় মোর পরাণি
ভাবিয়াছি তাই মনে মনে॥
তোমার মলিন্ বদন্ হেরি যায় পরাণ বিদরি
আর তোমায় কত দিব দুঃখ
যাতে তোমার সুখ হয় কর ওহে দীন দয়াময়
পাষাণে বাঁধিব মোর বুক।
(তোমার সুখের বৈরী হব না) (আরত বাঁধা দিব নাহে)
(আমার কপালে যা আছে হবে)

নিমাই— [গান]

(আমার ঋণ বুঝি আর শোধ হ'ল না)
(আমি জন্মে জন্মে ঋণী হলেম)

বিষ্ণুপ্রিয়া—প্রভো! তোমার আবার ঋণ কিসের?

নিমাই— [সুর ধরিয়া]

প্রিয়ে! আমার ঋণের কথা শুনবে? তবে শোন
ত্রেতাযুগে আমি রাম তুমি ছিলে সীতা
কত দুঃখ দিয়েছি তা মনে আছে গাঁথা
বিনাদোষে প্রিয়ে! সীতায় দিলেম বনবাস
সে কারণে আমি এবার ছাড়ব গৃহবাস।

(সে ঋণ আমি শোধ করিব) (গৃহবাস ছেড়ে গিয়ে)
(আমি সীতার ঋণ শোধ করিব)
(গৃহবাস ছেড়ে প্রিয়ে)
দ্বাপরেতে আমি কৃষ্ণ তুমি ছিলে রাধা
রাধা প্রেমে সাধা বাঁশী বলত রাধা রাধা
হ'য়ে রমা সত্যভামা আর রুক্মিনী
সখিগণ সহ সেবি দিবস যামিনী
বহু হ'য়ে কত ভাবে দিত কত সুখ
জটীলা কুটীলা রাধায় কত দিত দুঃখ
(তাত রাধা ভাবত নাগো) (আমার সুখের লাগি)
(কত দুঃখ পেয়েছেগো)
পরকীয়া ভাবে হত রসের উল্লাস
প্রেমের দায়ে ঠে'কে আমি হইলামগো দাস
(দাসখত আমি লিখে দিলেম) (রাধার প্রেমের দায়ে ঠেকে
আমি দাসখত প্রিয়ে লিখে দিলেম)

প্রিয়ে! শ্রীমতী রাধারাণীর রান্না খেয়ে আমার বড় সুখ হ'ত। এজন্য ব্রজে মা নন্দরাণী শ্রীমতীকে মাঝে মাঝে নন্দগ্রামে আন্‌তেন আর ভাব্‌তেন রাধারাণীকে

(বধূরূপে যদি পেত) (না জানি কি সুখ হইত)

বিষ্ণুপ্রিয়া—প্রভো! তুমিত ভগবান হ'য়ে বাঞ্ছা কল্পতরু হয়েছ, তবে তাঁর সাধ পূরণ করলে না কেন?

[গান]

নিমাই—প্রিয়ে! (সেই সাধ পূরণ হয়েছেগো)
(এবার শচীমায়ের গৃহে এসে, সেই সাধ পূরণ
করেছিগো)

বিষ্ণুপ্রিয়া—প্রাণেশ্বর! কি ক'রে সে বাসনা পূরণ হ'ল?

নিমাই— [গান]

(ওগো) শোন প্রাণেশ্বরী (তোমায়) করলে প্রাণেশ্বরী
বিবাহ বন্ধনে শচীমাতা।
(তুমি) হ'লে আমার আধা পূরিল মন সাধা
দুইভাবে হ'লে মিশ্রিতা ॥
সেই সাধ প্রিয়ে পূরণ হইল) (মা নন্দরাণী যে সাধ করেছিল)
(তোমার সঙ্গে মিলন হ'য়ে)

বিষ্ণুপ্রিয়া—প্রাণারাম! দুইভাব কি এবং দুইভাবের মিশ্রণ হ'ল কিসে?

নিমাই—প্রিয়তমে! দুইভাব কি শুন্‌বে? তবে শোন

স্বকীয়া আর পরকীয়া দুইভাব তোমায় দিয়া
সৃজন কৈল বিধিগো তোমারে।
বহুরূপ এক হ'য়ে আমাসনে মিলিয়ে
দুই রসে সেবিলেগো মোরে ॥
(একাধারে দুইভাবের খেলা) (আমার সুখের লাগি)
* (রাধা আর রুক্মিনী)
(এমনত আর হয় নাইগো)

বিষ্ণুপ্রিয়া—প্রাণবল্লভ! স্বকীয়া আর পরকীয়া ভাব কি? আমি কিভাবে তোমার সেবা করলেম্ তাত আমি জানিনা।

নিমাই—প্রিয়তমে! [সুর ধরিয়া]

স্বকীয়া ভাবতে আমি একলা তোমার
ষোল আনা অধিকার আর নহে কার ॥
(আমি তোমার ষোল আনা) (স্বকীয়া ভাবেতে প্রিয়ে)

বিষ্ণুপ্রিয়া—প্রভো! পরকীয়া ভাব কি?

---

* শ্রীচৈতন্য মঙ্গল [শ্রীলোচন দাস ঠাকুর]

নিমাই— [সুর ধরিয়া]

পরকীয়া ভাবের কথা শোন দিয়া মন
কভু মিলে কভু না মিলে দেবের ঘটন।
কীর্ত্তন করিতে যেতেম শ্রীবাস অঙ্গনে
তুমি কত ঝুরিতে গো আমার বিহনে
তাহাতে উঠিত কত মানের তরঙ্গ
ভাবিতেম কেমনে প্রিয়ে পাব তব সঙ্গ ॥

(কতভাবের মান হইত) (তোমার মান দেখে মোর প্রাণ কাঁপিত)

বিষ্ণুপ্রিয়া—প্রাণনাথ ! কৈ আমিত কখনও মান করিনি। আমার মান করিবার এমন কি আছে ?

[গান]

বহু বল্লভ নাগর যাবেহে বহু ঘর
(আমার) কিবা আছে করিবারে মান।
শ্রীরাধা মান করেছিল যে অধিকার তার ছিল
সঁপেছিল তোমাকে হে প্রাণ।

(আমার যে অধিকার কিবা আছে) (শ্রীরাধার মত মান কারব সে অধিকার কিবা আছে)

নিমাই—প্রিয়ে ! চন্দ্রাবলি আমাকে সুখ দিতে পারত না, তবুও আমি চন্দ্রাবলির কুঞ্জে যেতেম ব'লে রাধারাণী মান করেছিল, আর তুমি মান করতে তোমার দৈন্যতা দেখিয়ে। তুমি ভাবতে আমাকে সুখ দেওয়ার উপযুক্ততা তোমার নাই ব'লেই আমি এদিক সেদিক যাই, তখন কখন কখন লজ্জায় অবনত মুখে মায়ের নিকট ব'সে থাকতে আর কখন সাথীদের বলতে :—

[গান] (দশকোশি)

সখিগো ! আমি কেন মরলেম নাগো প্রাণ সখি

বন্ধুকে সুখ দিতে পারলেম না আমি কেন মরলেম নাগো

প্রাণসখি।

(আমি কেন মরলেম নাগো) (আমার এদেহে আর কাজ কি ছিল)

(আমি জন্মে কেন মরলেম নাগো) (না জানি কোন অপরাধে)

তখন প্রিয়ে ! [গান]

তোমার মুখ দেখে বুক ফেটে যেত

আমার চোখ দিয়ে জল বে'র হ'তগো।

(তখন আমায় বুকে নিতে) (বন্ধু কেন্দ না কেন্দ না ব'লে)

(ফুফারিয়া কেন্দে কেন্দে)

তখন তোমার অবস্থা কি হ'ত প্রিয়ে তা জান ?

বিষ্ণুপ্রিয়া—তখন কি হ'ত নাথ ! আমিত বুঝি নাই।

নিমাই—প্রাণেশ্বরী ! তখন কি অবস্থা হ'ত—তা শোন।

আগ্নেয়গিরির অগ্নি বহির্গত না হ'তে পারলে যেমন ভূমিকম্প হয় তোমার হৃদয়াভ্যন্তরের অপ্রকাশমান মানাগ্নিও আমাকে কাঁপাইয়া তুল্‌ত।

বিষ্ণুপ্রিয়া—তা নয় প্রভো ! আমি সর্ব্বদাই তোমাকে জ্বালাই দিয়ে আস্‌ছি।

নিমাই—না প্রাণেশ্বরী তা ! তখন অবস্থা হ'ত অন্তঃসলিলা নদী সরস্বতীর গুপ্ত জলপ্রবাহ কোনক্রমে বহির্গত হওয়ার পথ পেলে পবনের সাহায্যে যেমন ধরণী প্লাবিত করতে পারে, তেমনি তোমার হৃদয়াভ্যন্তরস্থ প্রেম মন্দাকিনী কৃপা পবনের সাহায্যে নয়নপথে বহির্গত হ'য়ে আমাকে সিঞ্চিত ও অভিসিক্ত ক'রে দিত। হৃদয়েশ্বরী ! তোমার মধ্যে একি সময়ে যুগপৎ বাম্য ও দাক্ষিণ্য এই দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম্মময় ভাবের খেলা।

বিষ্ণুপ্রিয়া—প্রাণেশ্বর! বাম্য ও দাক্ষিণ্যভাব কি আমাকে বুঝিয়ে বল!

নিমাই — প্রাণেশ্বরি! বাম্যভাবে তোমার হৃদয়াভ্যন্তরে প্রবল মানের তরঙ্গ। আবার সেই ক্ষণেই দাক্ষিণ্যভাবে আমার আমার উপর তোমার কৃপাবারি বর্ষণ। (আমায় তপ্ত হ'তে দিতে নাগো) প্রিয়ে তুমি ভূস্বরূপিনী (প্রেম মন্দা-কিনীর প্রস্রবণে) (কৃপা বারি বরিষণে)

বিষ্ণুপ্রিয়া—প্রাণনাথ! আমি ভূস্বরূপিনী কেমন করে হলেম তা বুঝলেম না।

নিমাই—প্রেয়সি! পৃথিবীর একখণ্ডে যেমন আগ্নেয়গিরির বর্ত্তমানতা আবার অপর খণ্ডে গুপ্ত প্রবাহ সমন্বিতা পুণ্য সলিলা সরস্বতী নদীর স্থিতি সেইরূপ তোমার মধ্যেও যুগপৎ এক-দিকে প্রবল মানের উপর অপরদিকে আবার আমাকে সুখী করবার ঐকান্তিক লালসা দৃষ্ট হ'ত।

বিষ্ণুপ্রিয়া—তাতে ফল দাঁড়াত কি?

নিমাই—হৃদয়েশ্বরী! রুদ্ধপথ আগ্নেয়গিরির জ্বলন্ত অগ্নিরাশি যেমনমাত্র সেই গিরিরই অভ্যন্তরকে ভষ্মীভূত করে তোমার মানাগ্নিতে তোমার হৃদয়কেই দগ্ধ করত, আমাকে উত্তপ্ত হ'তে দিত না, বরঞ্চ গুপ্ত সলিলা সরস্বতী নদীর সুশীতল জলধারা স্নিগ্ধ ভূ-খণ্ডের মত তোমার প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে আমাকে বক্ষে ধারণ ক'রে নয়ন জলে প্লাবিত করতে।

(তুমি আমায় বুকে নিতে) (ফুফারিয়া কেন্দে কেন্দে)

(তোমার প্রেম ঋণ আমি শুধিতে নারব) (একদেহে দুই ভাবের খেলা)

প্রিয়ে আরো বলি শোন!

[সুর ধরিয়া]

মায়ের মত ভলমন্দ বিচার নাহি করি
পৃথ্‌বী যেমন সবাকারে আছে বক্ষে ধরি।
(তুমিওতো তেমনিগো) (তোমার উত্তম অধম বিচার নাইগো)
(তুমি সকলেরই প্রতিনিধি)

প্রাণেশ্বরী! পৃথিবী যেমন মাতৃরূপে বাৎসল্য প্রেমেতে ভাল মন্দ বিচার না ক'রে সকলকেই বক্ষে ধারণ ক'রে রেখেছে, তেমনি তুমিও উত্তম অধম সকলের প্রতিনিধি হ'য়ে আমার সঙ্গে মিলিতা হয়েছ।

প্রিয়তমে! সাগর সঙ্গমের কথা শুনেছ?

বিষ্ণুপ্রিয়া—সেটি কি প্রাণনাথ?

নিমাই—প্রাণাধিকে! পাপহারিণী গঙ্গা নিজেই তীর্থ হ'য়েও বিশাল তট সমন্বিত সাগরের যে স্থানটুকুতে মাত্র উধাত্ত প্রাণে মিলিতা হয়ে মহাতীর্থ ক'রে তুলেছে। সেই সঙ্গম স্থলটিকেই সাগর সঙ্গম অথবা গঙ্গাসাগর ব'লে থাকে। এখানে প্রিয়ে! পুণ্যাত্মা ও পাপাত্মা সকলেই স্নাত হ'য়ে পরম পবিত্র ও ধন্য হয়।

বিষ্ণুপ্রিয়া—প্রাণারাম! গঙ্গাদেবী মহাভাগ্যবতী ও জগতের পরম কল্যাণদায়িনী, তাই পতি সঙ্গে সঙ্গতা হ'য়ে চিরকালের জন্য জীবের কল্যাণের ব্যবস্থা করতে পেরেছেন।

নিমাই—(স্বগতঃ) আহা! ভক্তিদেবীর স্বাভাবিক দৈন্যতাই মূলধন ও ভূষণ! প্রাণেশ্বরী! তুমি আর কম হ'লে কিসে? তুমি স্বয়ং ভক্তিদেবী হয়েও সমগ্র লীলার মধ্যে আমার সঙ্গে আবেগ ভরে তোমার মিলন লীলাটি চিরকাল জীবের উদ্ধারের উপায় হয়েছে। জীব আমাদের এই লীলাটির স্মরণ মননে শুদ্ধচিত্ত হবে এবং পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম ভক্তি-

লাভ ক'রে অনায়াসে অভীষ্ট লাভ করতে পারবে। তুমি পতিতপাবনী! তোমার সঙ্গ প্রভাবেই আমি জীবের জন্য পাগল হ'য়ে পতিতপাবন হ'তে চলেছি। হৃদয়েশ্বরী! তোমার ঋণ আমি শুধ্‌ব কি প্রকারে?

[সুর ধরিয়া]

সীতার ঋণ শুধিবগো ছাড়ি গৃহবাস
রাধার ঋণ শুধিবগো করিয়া সন্ন্যাস
হরি হরি বলি যাব দোয়ারে দোয়ারে
পাতকীকে দিব প্রেম প্রিয়ে! কোলে ক'রে
(তোমার ঋণ আমার শোধ হবে না) (কতভাবে ঋণী হলেম)

প্রিয়ে! রাত্রি হয়েছে, চল এখন নিদ্রা যাই—

[উভয়ের শয়ন]

[২য় দৃশ্য]

(শুক শারীর প্রবেশ)

শুক—শারী! এই যে বলাবলি হচ্ছে, কিছু বুঝতে পেরেছিস্ কি?

শারী—আরে শুক! আমি বুঝতে পারিনি? আমার সঙ্গে মিলিত হ'য়ে তুমিও শ্রীযুক্ত হয়েছ।

শুক—বটে, শারী তুই ঠিকই বলেছিস্, সেজন্য তোর নিকট আমি ঋণী হ'লেম, আর কি বুঝেছিস্?

শারী—ঋণী হ'য়ে শুক! আমার জন্য কি করবে?

শুক—কেন? দেশ বিদেশে গিয়ে তোর নাম প্রচার করব।

শারী—তাহ'লেত তুই শ্রীহীন হ'য়ে পড়্‌বি, পুরুষ জাতি নারীর সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে শ্রীসম্পন্ন হয়, কিন্তু তোর কথা দ্বারা বুঝ্‌লেম পুরুষ জাতি বড় অকৃতজ্ঞ। পুরুষের প্রাণে ভালবাসা নাই।

শুক—শারী! তুই এতবড় কথাটা বলে বস্‌লি, তোর প্রমাণ করতে হবে।

শারী— [গান]

ভালবাসা সমানে, সমানে, ভালবাসা সমানে
ভালবাসার বাসা প্রাণে কেউ দেখেনা নয়নে।
যে যাঁহারে ভালবাসে, বাঁধা থাকে তার প্রেমপাশে
ছাড়তে নারে শতদোষে, মিশামিশি পরাণে, পরাণে,
ওরে শুক! যুগে যুগেই তার প্রমাণ রয়েছে।

[সুর ধরিয়া]

রাজ্য সুখ তেয়াগিয়ে সীতাপতি সনে
বনমাঝে গেল সীতা হরিল রাবণে॥
রাবণ বধিয়া রাম সীতা উদ্ধারিল
পূর্ণলক্ষ্মী সতী সীতায় অগ্নি পরীক্ষা দিল!
(তোর দুঃখের কথা কি বলিব) (বল্‌তে বুক বিদরয়ে)
সীতা ল'য়ে এল রাম অযোধ্যা নগরে
প্রজা রঞ্জনার্থ বনে পাঠাল সীতারে।
বাল্মিকীর তপোবনে গর্ভবতী সীতা
লবকুশে প্রশবিল জনক দুহিতা॥
(তারা মহাযুদ্ধা হ'য়েছিল) (বাল্মিকীর তপোবনে)

তারপর শ্রীরামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করার উদ্দেশ্যে অশ্ব ছেড়ে দিলে পর এই লবকুশ অশ্ব ধরেছিল। তাতে

(মহাসমর বেঁধেছিল) (রামপক্ষ হেরেছিলরে)

সে সময় পুত্র পরিচয় হ'লে পর বাল্মিকী মুনি শ্রীরামচন্দ্রকে সস্ত্রীক ধর্ম্ম আচরণ করতে হয় ব'লে সীতাদেবীকে রাজ্যে এ'নে রাণী করতে উপদেশ দেন, তখন

দুই পুত্র সহ সীতা আসিল রাজ্যেতে
বশিষ্ঠ বলিল পুনঃ সীতা পরীক্ষিতে।

(সীতা মহীতলে প্রবেশিল) (মাগো আমায় স্থান দেও ব'লে)
(ক্ষোভে দুঃখে সীতাদেবী)

সাধ্বী শিরোমণি স্বয়ং লক্ষ্মী সীতা বারপ্রজাবৃন্দ দ্বারা এইরূপ অপমানিত হওয়ার অপরাধেই আজ জীবের এই দুর্দ্দশা।

শুক—তা শ্রীরামচন্দ্র রাজা হ'য়ে প্রজারঞ্জন করবে না? তা না'হলে রাজধর্ম্ম থাকে কৈ?

শারী—প্রজারঞ্জন ক'রেছিল ব'লেইত আজ গৃহবাস ছাড়তে হচ্ছে! দেখ শুক! কর্ম্মফল হবে ভোগ।

আরো শুন্‌বি। এইত গেল ত্রেতা যুগের কথা। দ্বাপরের কথা বলি শোন্।

(কোন বিধি যেন নিরমিল) (সেই বিধি কি জানেনা বিধি)

শুক—ও পাগলি। তুই বলিস্ কি! বিধি কি দুইজন আছে?

শারী— [গান]

জগত যে নিরমিল, এই বিধি কি সেই বিধি।
যে বিধি সৃজিল শুক তব কৃষ্ণ গুণনিধি॥

(তা'হলে কি এমন হ'ত) (সকল যেমন তেমন হ'ত)

শুক—শারী! আমার কৃষ্ণের আকৃতিত ঠিক মানুষের মত। তবে তুই এমন বলিস্ কেন?

শারী— [গান]

আকৃতিতে মানুষ বটে প্রকৃতিতে নয়রে।
তেকারণে আমি কৃষ্ণ মানুষ বলি নারে॥

(কৃষ্ণবিধির বিধান ছাড়া) (বুঝেছে চিনেছে যারা)

শুক—আমার কৃষ্ণের কি সুন্দর রূপ, কেমন গুণ, কেমন ভাব, এমন কি জগতে মিলে শারী?

শারী—আরে শুক! তোর কৃষ্ণ সুন্দর নয়রে সুন্দর নয়। কালো, কালো।

(তাঁর কালরূপে আলো করে) (বিধি কি সেরূপ গড়্‌তে পারে)
(যে হেরে সে না পাশরে)

কৃষ্ণের গুণের কথা বলছ ?

[সুর ধরিয়া]

কৃষ্ণগুণ সাগরে শুক, যে পড়েছে সে জানে
কৃষ্ণ গুণের আকর্ষণে পরাণ ধরে টানে।

(সে টান কেহ সইতে নারে) বেঁধে কেহ রাখ্‌তে নারে)

আর তাঁর ভাবের কথা শুন্‌বে ?

[গান]

কুটীল তাঁর ভাব ভঙ্গী কুটীল বাঁকা নয়রে
যে নয়নের বানে হানে মুনিজনার প্রাণরে।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা কুটীল, কুটীল মুরালীরে,
কুলবালা রইতে নারে বংশী ধ্বনি শুনিরে ॥

দেখ শুক! জাগতিক নিয়মে একজনকে আর একজনে প্রাণ দিলে সেও তাকে প্রাণ দেয়।

(প্রাণ নিয়ে গেল, দিল নাহে) (ব্রজগোপীর প্রাণ নিয়ে গেল
আর দিল নাহে)

শুক—সে কেমন শারী ?

শারী— [গান]

ও বলি শোন ওরে শুক ব্রজগোপীর কত দুঃখ
দেহ মন কৃষ্ণে সমর্পিলরে ওরে শুক [২]
মনপ্রাণ চুরি করি অক্রুরের রথে চড়ি
অনায়াসে মথুরায় গেলরে ওরে শুক [২]

(ফিরেত আর দিল নাহে) (মথুরায় চলে গেল)

প্রতিদানে কৃষ্ণ গোপীদিগকে প্রাণ দিবে দূরে থাকুক গোপীদের প্রাণ নিয়ে গেল। ব্রজগোপীরা কৃষ্ণের জন্য কি করেছিল জানিস শুক ?

শুক—কি করেছিল শারী বল, তোর মুখে শুন্‌তে পারি।

শারী— [গান]

রাস রজনী ভেল অতি সংমোহন

বংশীধ্বনি ক'রে কৃষ্ণ কৈল আকর্ষণ ॥

(তারা বনমাঝে প্রবেশিল) (কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শু'নে)

তখন কেহ রান্না করতেছিল, কেহ দুগ্ধপোষ্য শিশুকে স্তন্য খাওয়া-ইতেছিল, কেহ পতিসেবা কর্‌তেছিল, কেহবা নিজেই খেতেছিল।

(সব তেয়াগিয়ে চ'লে গেল) (দেহধর্ম্ম কুলধর্ম্ম আর ধর্ম্ম সব তেয়াগিয়া চলে গেল)

(কৃষ্ণের সুখের লাগি, সব তেয়াগিয়ে চ'লে গেল)

শুক—নিজ পতিসেবা ছেড়ে পর পুরুষের সেবা করা কি বেদ ধর্ম্ম বিগর্হিত কাজ নয় শারী? তুইই এমনি করবে নাকি?

শারী—আরে শুক!

(শ্রীকৃষ্ণেরে বিশ্বপতি) (এই ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি)

(সকলেরই পতিকৃষ্ণ) (সেই বিশ্বে যত পতি আছে)

(সেত নয়রে পর পুরুষ) (এই বিশ্বমাঝে শ্রেষ্ঠ পুরুষ)

শুক! তুমি আমার পতি, তোমারও পতি কৃষ্ণ। অতএব

(উপপতি নয়রে কৃষ্ণ) (কৃষ্ণ পরম পতি)

আরও বলি শোন।

শুক! তুমি অনিত্য কাজেই তোমার সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ তাহাও অনিত্য।

(তুমি আমার মায়াপতি) (তোমার সঙ্গে মোর হবেনা গতি)

[সুর ধরিয়া]

মায়াপতির মোহে জীবের হয় অধোগতি

পরম পতির পদাশ্রয়ে হয় পরম গতি ॥

সেজন্যই শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে দেহ মনপ্রাণ সমর্পণ ক'রে রতিমতি

দিতে পারলে জীবের উপপতির সঙ্গ না হ'য়ে পরমপতিই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই শ্রীমতী রাধারাণী মায়াপতি উপেক্ষা ক'রে পরম পাতর শ্রীপাদপদ্ম লাভের জন্য এত করেছিল।

শুক—শারী! শ্রীমতী কি ক'রেছিল?

শারী—তা শুক। তুই পুরুষ সেটী ধারণা কি করে করবে। কি করেছিল শোন। [গান]

(যোগমায়ার গানের সুর ঃ নিমাইর গানের রাগিনী)

আঙ্গিনাতে জল ঢালি পিছল করিয়া
তার উপরে বার বার শিখিত হাটিয়া
(পিছল পথে যেতে হবে) (প্রাণবন্ধুয়ার দরশনে)
কণ্টকের পথে রাধার যাইতে হইত
তাই—চলাচলের পথে রাধা কাঁটা ছড়াইত।
(কত রুধির ছুটিতরে) (কোমল পাদপদ্ম হ'তে)
বনের ভিতর কত বিষধরের বাস
মন্ত্রৌষধি শিখিল তাই করিয়া প্রয়াস।
(শাপুঁড়ে আনিত) (মন্ত্রৌষধি শিখতে রাই)
(এমন কেবা করতে পারে) (কৃষ্ণ অনুরাগে বল)

শুক—এজন্যইত শারী! শ্রীকৃষ্ণ দাসখত লিখে দিয়েছিল।

শারী—আরে শুক! এই দাসখতের অর্থ কি?

[গান]

অক্রুরের রথে চড়ি চলিল কুটিলরে
রথ চক্র ধরি গোপী কত না টানিলরে।
(একবারওত ভাবিল না) (মরিবে কি বাঁচিবে তারা, একবারও ভাবিলনা)
(ফিরেওত চে'ল নারে) (ও তোর নির্ম্মম নিঠুর কৃষ্ণ)

নির্দ্দয় কৃষ্ণ রথে চড়ে চ'লে গেল, গোপীদের সঙ্গে তাঁর যেন

কোনরূপ পরিচয়ই নাই।

শুক—শারী। শারী তাত হবেই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে মায়াতীত। আচ্ছা শারী! তুই দুই যুগেই পুরুষের নির্ম্মমতার পরিচয় দিলি। এবার কি হয় দেখ্।

শারী— [গান] (দশকোশী)

এবার আর কি হবেহে, ওহে শুক
এবার নূতন কি হইবে।
পুরুষ জাতি, কঠিন অতি
নারীর প্রাণে শেল হানিবে।
(কোন বিধি জানি গড়েছিল) (এমন কঠিন করে পুরুষের প্রাণ)
(সেই বিধি বুঝি এই বিধান জানেনা) (প্রাণ নিলে প্রাণ দিতে হয়হে)

শুক—শারী! তুই যে একেবারে ভবিষ্যদ্বক্তা হ'য়ে উঠলে শেষ পর্য্যন্ত কি হয় একবার দেখে নেনা, চল এখন নিদ্রা যাই। রাত্রিও প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত হল। [শুক শারীর প্রস্থান]

[বিষ্ণুপ্রিয়ার গাত্রোত্থান]

বিষ্ণুপ্রিয়া—(স্বগতঃ) প্রাণনাথের মুখে এরূপ কথাত আর কখনও শুনি নাই। না জানি আমার কপালে কি আছে।

[নিমাইর গাত্রোত্থান]

বিষ্ণুপ্রিয়া—আমি অভাগিনীকে আর অপরাধিনী কর কেন প্রভো! আমার নিকট তোমার ঋণ কিসের?

নিমাই—প্রিয়ে শুন্‌তে চাও তবে শোন

[সুর ধরিয়া]

আমার সুখের লাগি করতে আত্মত্যাগ হেরি
শিখিলেম্ বৈরাগ্য সিন্ধু তব সঙ্গ ধরি—
(শ্রীবাস অঙ্গনে যেতে দিতে) (ভক্ত মনে সংকীর্ত্তনে)
(আত্মসুখ তেয়াগিয়ে)

প্রিয়তমে! ভগবান কাহাকে বলে জান? সমগ্র ঐশ্বর্য্য বীর্য্য যশঃ, শ্রীজ্ঞান, বৈরাগ্য এই ছয়টি যাঁহার আছে তিনিই ভগবান।
(বৈরাগ্য শিখেছি) (তোমার আত্মত্যাগ দেখে বৈরাগ্য শিখেছি)

প্রিয়ে! কোন যুগে আমি এইরূপ বৈরাগ্য পাই নাই! তোমার সঙ্গে বৈরাগ্য পেয়ে পূর্ণতম ভগবান হয়েছি।

বিষ্ণুপ্রিয়া—কেন নাথ! তোমারত আর এক সহধর্ম্মিনী শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ঠাকুরাণী ছিলেন। তখন বৈরাগ্য হ'লনা কেন?

নিমাই—প্রিয়ে! আমার এ লীলার নিগূঢ় তত্ত্ব শোন। এ অবতারে আমি সকলের বাসনাই পূর্ণ করব। বৈকুণ্ঠেশ্বর লক্ষ্মী ঠাকুরাণী এবং চন্দ্রাবলি একত্র হ'য়ে আমার সহধর্ম্মিনী হয়েছে। লক্ষ্মীপ্রিয়া আমার ঐশ্বর্য্যময়ীকান্তা, লক্ষ্মীপ্রিয়ার সঙ্গে আমার ঐশ্বর্য্য বেড়েছিল। আমি একজন স্বনামধন্য খ্যাতনামা পণ্ডিত হয়েছিলেম, আমি দ্বিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে জয় ক'রেছিলেম, সে সময় আমার বৈরাগ্য হ'তে পারে না।

(বৈরাগ্য পেয়েছি) (মাধুর্য্যময়ী তোমার সঙ্গে)
(তুমি আমার মাধুর্য্যের সার)

বিষ্ণুপ্রিয়া—তোমার এই বৈরাগ্য পাওয়াতে কি হবে প্রভো?

নিমাই—(বিরাগী হবগো) (বৈরাগ্য পেয়েছি)
(তোমার ত্যাগ ধর্ম্ম শিক্ষা পেয়ে)

বিষ্ণুপ্রিয়া—তুমি বিরাগী হওয়ার ফল কি হবে নাথ?

নিমাই— [গান]

প্রাণেশ্বরী! আমার দ্বাপর লীলাতে তিনটি সাধ রয়েছে এ লীলাতে তাহা পূরণ কর্‌ব।

ও তিন বাঞ্ছা পুরাইতে আসিলামগো নদীয়াতে
ব্রজে মোর নহিল পূরণ

হরিনাম বিতরণ রাগধর্ম্ম প্রচারণ
স্বমাধুর্য্য করব আস্বাদনগো প্রাণপ্রিয়ে
পূড়িতে মনের আশ, রাধাভাব কান্তি বিলাস
এনেছিগো করিয়া যতন
যদি প্রিয়ে না দাও বাঁধা সাধিবগো মনের সাধা
সফল হবে মোর আগমনগো প্রাণপ্রিয়ে।

প্রিয়ে! "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা"।
যোগ যাগ হোম যত বল কলিকালে
হরিনাম বিনে সব যাইবে বিফলে ॥
বিরাগী হইয়ে হরিনাম বিতরিব
যুগধর্ম্ম প্রচারিয়ে প্রেম ঋণ শোধিব ॥
হরিনামের গুণে জীবের শুদ্ধ হবে চিত্ত
রাগমার্গে সেবা তবে করিবে সতত ॥

বিষ্ণুপ্রিয়া—প্রাণেশ্বর রাগমার্গে ভজন কিরূপ আমাকে বুঝাইয়ে বল।

নিমাই—প্রিয়ে! সম্বন্ধ হ'তেই ভাবের সৃষ্টি হয়। সম্বন্ধানুগা ভক্তি ভাবকেই তাহাকে অভিধেয় বলে। ভাবের উৎকর্ষতায় প্রেম লাভ হয়। এই প্রেমের ভজনকেই রাগমার্গের ভজন বলে। প্রেমময়ী! প্রেমেতেই জগতের উৎপত্তি। জগতের প্রত্যেক বস্তুতেই প্রেমের কণা বর্ত্তমান রয়েছে, প্রেম স্বার্থগন্ধ বিবর্জ্জিত। তাই, চন্দ্র সূর্য্য, পবন বরুণ, তরু, পৃথিবী সকলই অহরহঃ নিষ্কামভাবে জীবসেবা ক'রে বিশ্বপতির মহান্ প্রেমের পরিচয় প্রদান করছে। প্রেম নিত্য সিদ্ধ।

বিষ্ণুপ্রিয়া—প্রেমময়! যদি প্রেম নিত্যসিদ্ধ অবস্থায় প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর মধ্যেই বর্ত্তমান রয়েছে তবে জীবের জন্য তোমার এত উৎকণ্ঠার প্রয়োজন কি?

নিমাই—প্রেমই জীবের প্রয়োজন, কিন্তু

আত্মসুখ বাঞ্ছা প্রিয়ে ধরে কাম নামগো

কৃষ্ণ সুখ বাঞ্ছা প্রিয়ে ধরে প্রেম নামগো।

প্রিয়ে! জীব আত্মসুখ বাঞ্ছা হেতু নিজের দারা সুত আত্মীয় স্বজনে এবং আত্মসুখের অন্যান্য আধারেই শুধু এই প্রেমটি নিবদ্ধ ক'রে রাখে। অতএবই এখানে প্রেম কাম হ'য়ে দাঁড়ায়। প্রাণ-প্রিয়ে! অহেতুকী অপ্রাকৃত ভালবাসার নামই প্রেম। দেহাত্মবাদী স্বার্থান্ধ জীবের হৃদয় মায়াতে মলিন হেতু জীবে জীবে শুদ্ধ প্রেম সম্ভবে না। বিশ্বপতিতে এই প্রেম প্রথমতঃ উপজাত হ'লে পর বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুতেই সেই প্রেম ছড়িয়ে পড়ে। তাহাকে বিশ্বপ্রেম বলে।

বিষ্ণুপ্রিয়া—প্রাণনাথ! এই শুদ্ধ প্রেমের অধিকারী কে?

নিমাই—প্রিয়তমে! এই শুদ্ধ প্রেম দ্বাপরে ব্রজধামে সরল হৃদয় গোপ গোপীদের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। ব্রজবাসীরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সখা, পুত্র, স্বামী সম্বন্ধ পেতে এই অহেতুকী ভালবাসা দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে কত সুখ দিত তাহা শোন।

[গান] (দশকোশী)

শোনগো প্রিয়তমে! ব্রজবাসীর প্রেমের কথা

তারা সর্ব্বভাবে সর্ব্বকালে, ছিল কৃষ্ণের অনুগতা

(তারা কৃষ্ণবৈ আর জানৃত নাগো) (কৃষ্ণ তাদের সর্বস্ব ধন)

[সুর ধরিয়া]

শ্রীদামাদি সখা করত স্কন্ধে আরোহণ

বলৃত, তুমি কোন বড় লোক তুমি আমি সম।

(তারা কৃষ্ণে সমান ভাবৃত) (আরে রে রে বলে ডাকৃত)

(খেতে খেতে তু'লে রাখৃত) (বনের যত সুমিষ্ট ফল)

বলত (খারে ভাইরে কানাইয়ারে) (এই ফলটী কেমন মিঠা দেখরে)

নন্দের বাধা বয়েছিল মাথার উপরে
উদখলে মা নন্দরাণী বেঁধেছিল তারে
(বাৎসল্যের মূরতী ছিল) (শচী জগন্নাথের মত)
ব্রজগোপীর ছিল কৃষ্ণ দেহ মন প্রাণগো
রতিমতি পতি জাতি আর কুল মানগো।
(তারা কান্তাভাবে ভজিতগো) (দেহ মনপ্রাণ সমর্পিয়ে)
(কতভাবের খেলা খেল্‌ত) (মাঝে মাঝে মান করিত)

প্রিয়তমে ! ব্রজবাসীরা সখা, পুত্র, স্বামী ভেবে বিশুদ্ধ রাগের সহিত আমাকে যে সেবা করত তাহাকে রাগাত্মিকা ভজন বলে। জীব তদনুকরণে আমাকে ভজন করার নামই রাগাণুগা ভজন।

[সুর ধরিয়া]

ও সর্ব্বধাম সার প্রিয়ে !, এ ধাম নদীয়া
সর্ব্ব পরিকর হেথা মিলেছে আসিয়া
(এই প্রেম ধর্ম্ম প্রচারিব) (এই নদীয়া ধাম হ'তে)
(সেত তোমার বলে হবে প্রিয়ে) (তুমি স্বয়ং ভক্তিদেবী)

প্রিয়ে ! আমার এ লীলার মুখ্যতমা সহায়িনী তুমি। তুমি সহায়া হ'য়ে আমাকে বল না দিলে এই রাগধর্ম্ম জগতে প্রচার হবেনা।

বিষ্ণুপ্রিয়া—আমার বলে কেমন প্রভো !

[গান]

বন্ধুহে ! আমি অতি দুর্ব্বলা অবলা সরলা বালা
আমার কিবা আছে বল পূর্ণবল তুমি
(আমার) পূর্ণতম ভগবান তুমি বিনে নাহি আন
জগতস্বামিহে তুমি তব দাসী আমি।
(আমায় বঞ্চনা ক'র নাহে) (অনুগতা দাসী আমি)
(অতিরিক্ত মান দিয়ে)

নিমাই—প্রাণাধিকে ! আমার এ লীলার নিগূঢ় উদ্দেশ্য কি এবং

কেমনে তাহা পূরণ কর্‌ব তাহা শোন।

[সুর ধরিয়া]

আমায় ভজে জীব প্রিয়ে চায় বিষয় সুখ

আমায় ছেড়ে বিষয় মাগে সেত বড় দুঃখ।

(সে দুঃখ মুই সইতে নারি) (জীব মোর নিত্যদাস তাই)

প্রিয়ে! তোমাকে আগেই বলেছি একপ্রকার জীব আছে তারা তাদের আত্মশক্তিকে বিশ্বাস্ ক'রে আমার শক্তিকে স্বীকারই করে না। আর একপ্রকার জীব আছে তাহারা দেহাত্মবাদী।

(তারা আত্মসুখ বিনে বুঝে নাগো।)

(তারা মায়া মোহে বিষয় চায়গো)

(তারা আমায় ভজে নাগো) (তারা বিষয় লাগি আমায় পূঁজে)

প্রাণপ্রিয়ে! তারা দেহ গেহ ধন পরিজনের লাগিই আমাকে ভজন করে, ইহাকে সকাম ভজন বলে। কিন্তু

(বিষয়ে বিষ আছে প্রিয়ে) (সেই বিষের জ্বালায় জীব জ্বলে মরে)

অপরিণামদর্শী জীব আত্মসুখের খণ্ড বিষয়গুলি পেয়েই চির-শান্তি লাভ কর্‌বার চেষ্টা ক'রে শুধু জ্বালাই ভোগ করে। তারা মায়া মোহাচ্ছন্ন।

বিষ্ণুপ্রিয়া—প্রভো! মায়া কাহাকে বলে?

নিমাই— ও অনিত্য অসত্য বস্তু নিত্য সত্য মানে

মায়ানামে অভিহিত সর্ব্ব অভিধানে।

প্রিয়ে! অনিত্য অসত্য বস্তুকে নিত্য সত্য বস্তু জ্ঞান করার নামই মায়া। মায়ামুগ্ধ জীব মায়ার বস্তুকেই অতি নিকটবর্ত্তী মনে ক'রে আপন ভাবে। তারা নিত্য সত্য বস্তু মায়াতীত আমাকে দূরের মনে করে আমাতে প্রতীতি স্থাপন করতে পারে না।

(তারা দেখেওত বুঝে নাগো) (তাদের মধ্যে অন্তর আছে)

প্রিয়ে! প্রত্যেক দেহধারি বস্তুর মধ্যেই অন্তর দেবত্ব আছে।

কিন্তু (আমি প্রিয়ে লেগে আছি) (অন্তরে বাহিরে সবার)

প্রিয়তমে! আমি সর্ব্ব বস্তুরই অন্তর বাহিরে সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বকালেই বিদ্যমান রয়েছি, আমি তাদের অতি নিকটবর্ত্তী বন্ধু। জীব মনে করে দারা সুত পরিবার ইত্যাদিই তাদের নিকট আত্মীয় ইহা ভুল। জীব বুঝে না সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বস্বর্ব্বেশ্বর আমিই একমাত্র সর্ব্ব মঙ্গল নিদান। আমাকে না পাওয়া পর্য্যন্ত জীবের চরম শান্তি লাভ হবে না। তাই এবার মনে করেছি :—

জীব মূর্খ আমি বিজ্ঞ বিষয় কেন দিব
স্বচরণামৃত দিয়ে প্রিয়ে বিষয় ভুলাইব ॥

(তাইত তোমার শক্তি চাইগো) (তুমি আমায় বল দাওগো)

বিষ্ণুপ্রিয়া—আমার বলে কি হবে প্রাণনাথ ?

নিমাই— [সুর ধরিয়া]

জীবের হৃদয় প্রিয়ে মায়াতে মলিনগো
তেকারণে সম মাধুরী না হয় আস্বাদনগো !
(আমার যত মাধুরী আস্বাদিতে নারে প্রিয়ে)
(জীবের হৃদয় মলিন হেতু)

জীবের হৃদয় দর্পণ মলিন হওয়াতে সেখানে আমার নাম মাধুরী ফুটে না, আমার রূপ মাধুরী প্রতিফলিত হয় না এবং গুণ ও লীলা মাধুরী স্ফূর্ত্তি পায় না। তাই মনে করেছি :—

[গান]

ও হরিনাম মার্জ্জন দিয়ে নির্ম্মল করিব হিয়ে
পাছে দিব তব কৃপা পারাগো পাছে দিব তব কৃপা পারা
দেখিবগো নয়ন ভরি আমার রূপ মাধুরী
বামে রবে তুমি মনোহরাগো বামে রবে তুমি মনোহরা।

(তোমার কৃপা বিনে হবে নাগো) (তুমি শক্তি ভক্তি দান না করলে)

(কিছু প্রিয়ে হবে নাগো) (তুমি প্রিয়ে ভক্তিদেবী)

[সুর ধরিয়া]

আমার মাধুর্য্য যত তোমা হ'তে হয়

তুমি না থাকিলে প্রিয়ে আমি কিছু নয়।

বিষ্ণুপ্রিয়া—সে কেমন কথা প্রাণনাথ ?

নিমাই—প্রিয়ে ! তুমি কি বৃন্দাবনের শুকশারীর কথা জাননা ?

শুক বলে আমার কৃষ্ণ মদনমোহন

শারী বলে আমার রাধা বামে যতক্ষণ।

(নইলে শুধুই মদন) (বামে রাধা না থাকিলে)

শ্রীমতী রাধারাণী বামে না থাকিলে যেমন কৃষ্ণ মদনমোহন হ'তে পারে না। সেরূপ তুমি রসময়ীর সঙ্গবিনে আমি রসরাজ গৌরাঙ্গ থাক্‌তে পারি না।

বিষ্ণুপ্রিয়া—প্রাণবল্লভ ! তবে তুমি আমায় ফেলে যেতে চাও কেন ?

[সুর ধরিয়া]

পরাণে মারহ কিংবা চরণে দলহ

তবু তুমি প্রাণনাথ নিশ্চয় জানিও।

(আমি তোমায় ছাড়ব নাকো) (প্রাণের দেবতা তুমি)

(তুমি রাখ বা না রাখ পদে)

নিমাই—(স্বগতঃ) এত চেষ্টা ক'রেও প্রিয়াকে ভুলাতে পারলেম না। প্রিয়াকে না বুঝাতে পারলেত আমার লীলা পণ্ড হ'য়ে যায়। আরও চেষ্টা ক'রে দেখি।

[গান] (দশকোশী)

প্রিয়েগো প্রাণপ্রিয়ে ! তুমি আমায় ছেড় নাগো।

তুমি ছাড়লে আমার মান রবে না, তুমি আমায় ছেড় নাগো।

(তুমি আমায় ছেড় নাগো) (তুমি ছাড়লে আমার মান রবেনা)

প্রেয়সি ! ভক্তিবিহীন চিত্তে ভগবানের অস্তিত্ব থাকে না।

যথায় ভক্তি তথায় ভগবান। তুমি স্বয়ং ভক্তিদেবী, তুমি আমায় ছেলে দিলে জীব

(আরত আমায় ডাকবে নাগো) (প্রভু এস এস বলে)

(আমার মান্‌ত রবে নাগো) (তুমি আমায় ছেড়ে দিলে)

বিষ্ণুপ্রিয়া—হৃদয়েশ্বর ! আমিওত তাই বলি। তবে কেন তুমি এরূপ কর্‌তে চাও ?

নিমাই—হৃদয়েশ্বরি ! প্রাণের গুহ্যতম কথা শোন।

বাহিরে দেখিবে জীব মোদের ছাড়াছাড়ি
অন্তরে থাকিবে মোদের প্রেমের ছড়াছড়ি
আমি আস্বাদিব তোমায় হৃদয়ে রাখিয়া
তুমি আস্বাদিবে আমায় পরাণে ভরিয়া

(আমি ছাড়া তুমি নওগো) (তুমি ছাড়া আমি নইগো)

বিষ্ণুপ্রিয়া—প্রভো ! আমি তোমার হৃদয়ে থাকব এ অসম্ভব কথা। এ কিক'রে বিশ্বাসযোগ্য ?

নিমাই—কেন প্রিয়ে ! মা একদিন ব'লেছিলেন তোমাকে আমার হৃদয়ে দেখেছেন তা তুমি জান। প্রিয়ে ! এবার আমাদের বিবর্ত্ত বিলাস লীলা। বাহিরে বিচ্ছেদ, অন্তরে মিলন।

[হেট মুখে বসা]

(শুক শারীর প্রবেশ)

শারী—ও, আর ঘুমাতে পাচ্ছিনা।

আরে শুক ! এখন বুঝেছিস্ আমি যা বলছিলেম তা ঠিক হতে চল্‌ছে। [গান]

ও শোন শোন ওরে শুক নারী হলে কত দুঃখ
শেল হানিয়ে যাবে তোর গৌরহে
শেল হানিয়ে যাবে তোর গৌর।

ও বিধি কৈল নিঠুরালি বিরহে মরিবে জ্বলি
তুষানলে দহিবে অন্তরহে
তুষানলে দহিবে অন্তর।
(বিধি কেন নিঠুর হ'ল) (নারীর ভাগে সব দুঃখ দিল)

শুক—শারি! তুই বিবর্ত্ত লীলা কি বুঝেছিস্?

শারী— [গান]

জীবের লাগিয়া গৌর হবেন দয়াময়রে
শচী বিষ্ণুপ্রিয়া লাগি অতি নিরদয়রে।

জীব মা এবং স্ত্রীর প্রতিই সর্বদা সদয় ভাবাপন্ন থাকে। আর তোর গৌর শচীরাণী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি নির্দ্দয় হয়ে জীবের জন্য দয়াময় হবেন, এই বিপরীত লীলাই বিবর্ত্ত লীলা।

শুক—শারি! তুই বুঝিস্ নাই, আরো দেখে বলিস্ এখন চল ঘুমাইগে। [শুক শারীর প্রস্থান]

বিষ্ণুপ্রিয়া—প্রাণেশ্বর! তুমি মলিন বদনে মাথা হেট ক'রে ব'সে রইলে কেন?

[গান] (এই মাঠে যাবনাগো রাই)

বল বলহে তোমার প্রাণের কথা
এমন ক'রে পেওনা ব্যথা।

নিমাই—প্রাণাধিকে! আমার হ্লাদিনী শক্তি আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদন ক'রে যে সুখ পায় তাহা আস্বাদন করতে আমার বড় লোভ হয়।

[গান]

শোন শোন প্রিয়ে দ্বাপরের কথা
মরম কহিব তোমায় প্রাণ প্রিয়াগো
দর্পণেতে হেরি আপন মাধুরী
আস্বাদিতে লোভ হয়গো প্রিয়ে
আস্বাদিতে লোভ হয়।

(তাত আমার হ'লনাগো) (স্বমাধুর্য্য আস্বাদন ব্রজে প্রিয়ে হলনাগো)

বিষ্ণুপ্রিয়া—প্রাণেশ্বর! তা হলে কি করবে?

নিমাই— [সুর ধরিয়া]

অদ্ভুত, অখণ্ড, পূর্ণ মোর মধুরিমা
ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা
এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি
আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি
নিজ প্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ
তাহা হৈতে কোটীগুণে রাধা প্রেমাস্বাদ।

প্রাণেশ্বরি! ব্রজে আমি ছিলাম একমাত্র প্রেমের বিষয় আর সকলি ছিল প্রেমের আশ্রয়! একমাত্র আমাকে লক্ষ্য ক'রেই ব্রজবাসীরা সকল প্রেমের খেলা খেলত এবং তাহাদিগকে আশ্রয় ক'রেই সর্ব-ভাবের প্রেম থাক্‌ত ও আমি পেতেম। এর মধ্যে শ্রীমতী রাধিকার প্রেমই সর্বোৎকৃষ্ট ছিল। এর জন্যেই প্রিয়ে!

আশ্রয় জাতীয় সুখ পেতে মনধায়
যত্নে আস্বাদিতে নারি কি করি উপায়!

প্রিয়ে! শ্রীমতী রাধিকা আশ্রয় হয়ে যে জাতীয় প্রেমদ্বারা আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদন ক'রে যেরূপ সুখ পেত আমি সেইজাতীয় সুখ আস্বাদন করব।

বিষ্ণুপ্রিয়া—বন্ধো! (বল বল বল শুনি) (তোমার অপরূপ লীলা কাহিনী) (তা কেমনে করিবে নাথ)

নিমাই—হৃদয়েশ্বরী! এ অতি লোকবুদ্ধি অগম্য গুহ্যতম কথা।

আমি যৈছে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মাশ্রয়
রাধা প্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধ ধর্ম্মময়।

প্রিয়ে! আমি ভগবান এবং একমাত্র পুরুষ। আর শ্রীমতী রাধা

ভক্তশ্রেষ্ঠা এবং প্রকৃতি! আমরা পরস্পর বিরুদ্ধভাব সম্পন্ন।

বিষ্ণুপ্রিয়া—তা'লে প্রভো! আশ্রয় জাতীয় সুখ তোমার আস্বাদন করা কিভাবে সম্ভবে?

[গান]

নিমাই—শুনশুন বিষ্ণুপ্রিয়ে তুমি আমার প্রাণপ্রিয়ে
বলি তোমায় মরমের কথা
পুরুষের ভাব ছেড়ে দিয়ে প্রকৃতির ভাব গ্রহণিয়ে
রাধা ভাবে হব বিভাবিতা।
আমি শ্রেষ্ঠ ভগবান হ'তে হবে ভক্তপ্রধান
বিরুদ্ধ ভাব কর্‌বগো গ্রহণ
মোর লীলা সহায়িনী তুমি বিষ্ণুপ্রিয়াধনি
শক্তি ভক্তি কর বিতরণ।

(আমি প্রিয়ে রাধা হব) (শক্তি ভক্তি দাওগো প্রিয়ে)
(স্বমাধুর্য্য আস্বাদিতে)

প্রিয়ে! এ লীলায় আমার কৃষ্ণ লীলার অপূর্ণ সাধ মিঠাব। এই সাধ মিঠানই আমার মুখ্যতম উদ্দেশ্য।

[সুরধরিয়া]

সর্ব্ব অবতার সার মোর গৌর অবতার
সর্ব্বলীলা আছে প্রিয়ে! এ লীলায় আমার
স্বকীয়া পরকীয়া দুই ভাব প্রিয়ে নিয়ে
যেমতে তুষিলে মোরে বিষ্ণুপ্রিয়া হ'য়ে
দুইভাবে মোর এ লীলা ভগবান আর ভক্ত
এ লীলাতে রাধাকৃষ্ণ করিবগো ব্যক্ত
প্রকৃতি পুরুষ দুই হইয়ে মিশ্রণ
এ দেহে করিব স্বমাধুর্য্য আস্বাদন।

প্রিয়তমে! আমি সর্ব্বপ্রধান একমাত্র পুরুষ এবং ভগবান হয়েও আমার বিরুদ্ধ ধর্ম্মময় সর্ব্বপ্রধানা প্রকৃতি ও ভক্ত শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব গ্রহণ ক'রে আমার নাম, রূপ, গুণ লীলা সমন্বিত মাধুর্য্য আস্বাদন কর্‌ব! ইহাতে আর কি ভাবে প্রিয়ে! জান?

বিষ্ণুপ্রিয়া—আর কি হবে প্রাণেশ্বর।

নিমাই—প্রিয়ে! "এক কার্য্যেসাধি আমি কার্য্য পাঁচ সাত" ইহাতে ব্রজের অতি লোকবুদ্ধি অগম্য বেদাতীত নির্ম্মল উজ্জ্বল রস সমন্বিতা লীলা কাহিনী জগতে প্রচার হবে। প্রিয়ে! "যৎ শ্রুত্বা তৎপারাভবেৎ" এই লীলা শু'নে জীবের প্রাণ এই লীলামুখি ধাবিত হবে এবং আমাদের গূঢ়তম স্বরূপ লীলা আস্বাদনেরও অধিকারী হবে।

বিষ্ণুপ্রিয়া—আমাদের স্বরূপ লীলা আবার স্বতন্ত্র কি প্রভো!

নিমাই—এবার প্রিয়ে! "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ।"

ত্রেতাযুগে আমি ছিলেম শ্যামদূর্ব্বাদল
দ্বাপরে শ্যাম জলধর আমার রূপ ছিল
কলিযুগে আমি হলেম কণকগৌর
হেমকান্তি জিনি রূপ সদাই তোমার!

(এবার রূপমাধুরী এক হইল) (কোন যুগে এমন হয় নাই প্রিয়ে)
(এমনত আর হয় নাই গো) (একিরূপে দুঁহু গড়া)

বিষ্ণুপ্রিয়া। প্রাণারাম! রূপ যদিও একরকম ভাবেত এ দাসী তোমার সমতুল কিছুতেই হইতে পারে না।

নিমাই—প্রাণাধিকে। সর্বাবস্থায়ই তুমি আমি একরূপ।

ত্রেতাতে তোমার ভাব ছিলগো স্বকীয়া
দ্বাপরে ছিলগো তোমার ভাব পরকীয়া
দুই ভাবের মিশ্রণ হলো এই কলিকালে
স্বকীয়া পরকীয়া ভাবে বিষ্ণুপ্রিয়া হ'লে।

(আমিও প্রিয়ে সেইরূপ হলেম) (দুইভাবে যুক্ত হয়ে)

বিষ্ণুপ্রিয়া—সে কেমন প্রাণেশ্বর !

নিমাই— [যোগমায়ার গানের রাগিনী]

পূর্ণ ব্রহ্ম রাম ছিলেম ত্রেতাযুগে প্রিয়ে
দ্বাপরে এলেম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান হ'য়ে
কলিতে গৌরাঙ্গ আমি পরতত্ত্বসার
ভক্ত আর ভগবান দুইভাব আমার
আমিগো পুরুষ প্রধান হবগো প্রকৃতি
রাধা ভাব অঙ্গিকার হব রাধা সতী।
(আদ্যাশক্তি হয়েছিলেম) (ভক্তগণে স্তন্য দিতে)

প্রাণেশ্বরি ! তুমিও যেমন দুই বিরুদ্ধভাব সমন্বিতা আমিও তেমনি দুই বিরুদ্ধ ভাব সমন্বিত। কাজেই আমাদের উভয়ের ভাব মাধুরীও একই প্রকার। প্রিয়ে ! আর একপ্রকার বলি শোন

[গান]

শোন শোন বলি না হইও ব্যাকুলি
সন্ন্যাসী হইব আমি
আমার বিরহে যোগিনী হইয়ে
সর্বত্যাগী হবে তুমি।
(তোমার চোখের জল সার হইবে) (তোমার নয়ন জলে জীবের চিত্ত ধুইবে)

এইরূপ প্রিয়ে ! জীবের জন্যও আমি যেমন তুমিও তেমন। আমি পতিত পাবন, তুমি পতিত পাবনী।

বিষ্ণুপ্রিয়া— [গান]

ও বল বল প্রাণকান্ত তব লীলার নাহি অন্ত
কি কার্য্য সাধিবে নাথ আর

প্রাণ কাঁপে থরথরি আর কি করিবে হরি
পরাণ বাহিরায় মোর।
(একবার বল বলহে) (দাসীর কি করিবে গতি)
(আমার গতি কি করিবেহে) (তুমি আমার প্রাণপতি)

নিমাই—প্রাণপ্রিয়ে! ধৈর্য্য ধর, আর কি করিব বলি শোন

[গান]

আমি থাক্‌ব গম্ভীরায় তুমি মহাগম্ভীরায়
ন'দে ব'সে করিবে আস্বাদগো।
আমার মাধুর্য্য যত আস্বাদিবে ইচ্ছামত
দূরে থেকে না ভেব বিষাদগো।
(শ্রীরাধার মত আস্বাদিবে) (মহাভাবময়ী হয়ে)
(বিরহে প্রেম দ্বিগুণ বাড়ে) (নাম রূপ গুণ একাধারে)

প্রাণেশ্বরি! আমি যেমন রাধাভাবে নীলাচলে গম্ভীরায় ব'সে কৃষ্ণ মাধুর্য্য আস্বাদন কর্‌ব তুমিও তেমনি নদীয়ার মহাগম্ভীরায় ব'সে আমার নাম রূপ, গুণ, লীলামাধুরী আস্বাদন করবে।

[গান] [দশকোশী]

ও শোনগো প্রাণপ্রিয়ে
আরো শোন অন্তরের কথা।
আমি বিরহিনী হ'য়ে বুঝব
তুমি বিরহিনীর মনের ব্যথা।

প্রাণাধিকে! বিরহিনী না হ'লে বিরহিনীর মরমের ব্যথা বুঝে না। তাই কৃষ্ণবিরহে বিরহিনী রাধাভাব নিয়ে আমার বিরহে বিরহিনী তোমাকে আস্বাদন কর্‌ব।

[গান]

ও নয়ন মুদিয়ে তোরে দেখিবগো ন'দেপুরে
হেরিবগো এরূপ মাধুরী, প্রাণ সখিরে

তব প্রেম মনে ক'রে, কাঁদিবগো ঝুঁরে ঝুঁরে
তব নাম স্মরণে হবগো বিভোর।
তুমি হও মোর প্রেমের মূর্ত্তি তুমি মোর স্বরূপ শক্তি
তুমি মোর মাধুর্য্যের সীমা, প্রাণ সখিরে
এ লীলার এ বিরহে আস্বাদিব দুঁহু দোঁহে
ভূঞ্জিবগো দুঁহে মধুরিমা ॥

(আমি প্রিয়ে বলিলামগো) (অন্তরের অন্তরঙ্গ কথা)
(তুমি আমি একই হইগো) (তোমায় প্রিয়ে বলিলামগো)

প্রিয়তমে! আমার নাম, প্রেম, রূপে গড়া তুমি, আমার এই অন্তরের অন্তরঙ্গভাব আমার রসিকভক্ত ছাড়া কাহারও বোধগম্য হইবে না। প্রিয়ে! অনেক রাত্রি হয়েছে, চল এইবার নিদ্রা যাই। [শয্যাতে শয়ন]

(শুক ও শারীর প্রবেশ)

শুক—শারী! তুই এত ছট্‌ফট্‌ কচ্ছিস্ কেন?

শারী—আরে শুক! (বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণগৌরাঙ্গ)

নারীর বেদন কি বুঝিবে বিষ্ণুপ্রিয়া না বাঁচিবে
গৌরাঙ্গ বিরহানলে পুড়ে
আমি বলি ওরে শুক সহিতে না পারি দুঃখ
আগে ভাগে চল যাইরে উড়ে,
আগে ভাগে চল যাইরে উড়েরে
আগে ভাগে চল যাইরে উড়ে।

(এদেশে আর রব নারে) (কার মুখ দেখে বুক বেঁধে রাখব)

[সুর ধরিয়া]

ধমনীতে বহে যার গৌর প্রেমধারা
পঞ্জরেতে আঁকা নাই যার গৌরনাম ছাড়া।

গৌর বিনে অন্য কিছু না দেখে নয়নে
অন্য কথা নাহি শুনে গৌর গাঁথা বিনে
গৌর বেশ ভূষা যার গৌরময় অঙ্গ
সে কেমনে বাঁচিবে শুক হারাইয়ে গৌরাঙ্গ।
(চল্‌রে শুকরে উড়ে যাইরে) (সাধের নদীয়া ছেড়ে)

শুক—শারী ! তুই যা বলেছিস্ তা ঠিকই বলেছিস। তবে একটি কথা সুখের দিনে নদীয়াতে থেকে এই বিপদকালে কি ন'দে ছেড়ে যাওয়া উচিত হবে ?

শারী—আরে নির্ব্বোধ শুক ! আমরা পক্ষিজাতি, আমরা বিপদের কি কর্ত্তে পারব ?

শুক—শারী ! তুই এই কথাও ঠিকই বলেছিস্, তবে কিনা বিপদে বন্ধুব্যক্তি যারা তারা সঙ্গে সঙ্গে চক্ষের জল ফেলে সহানুভূতি দেখাইলেও বিপদের কথা লাঘব হয়। আর শারী ! আর এক কথা বলি শোন, ভগবদ্‌লীলা অচিন্ত্য ভেদাভেদ শক্তি প্রভাবেই হইয়া থাকে।

শারী—অচিন্ত্য ভেদাভেদ্ শক্তি কি শুক ?

শুক—শ্রীভগবান এবং তাঁর হ্লাদিনীশক্তি লীলার জন্য ভেদ হ'য়েও অভেদ। ইহা জীববুদ্ধি অগম্য কাজেই অচিন্ত্যনীয়। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁরা সর্ব্বদাই নিত্য মিলিত। অতএব শারী ! আমাদের ধৈর্য্য ধরে লীলা দর্শন ক'রে যাওয়াই সঙ্গত।

[শুক শারীর প্রস্থান]

(বিষ্ণুপ্রিয়ার গাত্রোত্থান)

বিষ্ণুপ্রিয়া— [গান] (এই ঘাটে যাবনা রাই)

বন্ধুর বুকে আর যাবনা
জ্বালাভরা বুক নিয়েগো
(মোর) বুকের জ্বালায় বন্ধুর বুক জ্বলিবে।

(স্বগতঃ) উঃ প্রাণনাথের বুকে থেকেও জুড়াতে পারলেম না। প্রাণ ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছে, বের হবার পথ পাচ্ছে না। বুকের পাঞ্জর যেন বজ্রাঘাতে ভেঙ্গে পড়্‌ছে। [গান]

আমার সুখের বাজার ভেঙ্গে দিলেহে, ওহে বিধি
আমার্ কপালে কি এই ছিল, আমারে ভেঙ্গে দিলেহে ওহে বিধি
আমার সুখের বাজার ভেঙ্গে দিলেহে ওহে বিধি।

[চুপ করিয়া থাকা]

না। আর সইতে পারছিনা। জ্বলন্ত চিতানলে যেন সর্ব্বশরীর দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। [কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া]

দেহপ্রাণের এই অবস্থা, মন তুমি ব'সে ব'সে কি করছ। এই উপযুক্ত সময়, শীগগীর একটা উপায় খোঁজ।

(মনের প্রতিনিধি হইয়া একজনের বলা)

যঃ পলায়তি সঃ জীবতি।
পলায়ন ছাড়া আর উপায় নাই।

বিষ্ণুপ্রিয়া—(শব্দ শুনে কতক্ষণ চিন্তিত অবস্থায় থাকিয়া)
ঠিক্, ঠিক্ বলেছ, এখন পালিয়ে যাওয়াই উৎকৃষ্ট উপায়। প্রাণনাথ আমার মাতৃভক্ত, সুচতুর প্রভু ভাব্‌ছেন আমি তাঁর অর্দ্ধাঙ্গিনী, সহধর্ম্মিনী, আমাকে মাতৃসেবায় নিযুক্ত রেখে তিনি জীবের জন্য অকূল দুঃখ সাগরে ঝাঁপ দিবেন।

[গান]

তা হতে আমি দিব নাহে
(বন্ধু গৃহ ছেড়ে যাবে) (তা হ'তে আমি দিব নাহে)
(আমি আগে পালিয়ে যাব) (তা হ'তে আমি দিব নাহে)
(পলাইতে অগ্রসর হওয়া) (কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া)

না! না! তা হয় না, তা হ'লে বন্ধুর প্রাণে বড় আঘাত লাগ্‌বে। মন! তোমার কথায় আমি সায় দিতে পারলেম্ না। একদিকে বন্ধুর প্রাণে আঘাত লাগ্‌বে অপরদিকে প্রাণনাথের আদেশ লঙ্ঘন হবে। [গান]

কি করিলে ওরে বিধি মোর লাগি এ অবিধি
বিধি হ'য়ে কেমনে করিলিরে
বিধি হ'য়ে কেমনে করিলিরে
বিধি হ'য়ে কেমনে করিলি।
আমি বাঁচিব না মরিব বল বল কি করিব
এক বিধান ব'লে দাও মোরেরে
এক বিধান ব'লে দাও মোরে।
(ঘরে রইতে নারি যাইতে নারি) (মরতে নারি বাঁচতে নারি)
(ব'ল উপায় কিবা করি)

[চুপ করে থাকিয়া]

বিধি! চুপ ক'রে র'লে যে? অবিধি ক'রে লজ্জিত হয়েছ, যা হউক, আমার উপায় আমিই করব। [চিন্তা করিয়া]

প্রভু আমায় মিথ্যা বলেন না, তিনি আমার প্রাণে থাকবেন বলেছেন, প্রাণের ব্যবস্থাত হ'ল, আমার দেহ মনের ব্যবস্থা কি করবেন জিজ্ঞেস ক'রে রাখি।

[এই বলিয়া নিমাইকে উঠাইবার উপক্রম]

নিমাই—(হঠাৎ উঠিয়া)

বিষ্ণুপ্রিয়ে! একি তুমি এখনও ঘুমাও নাই? আপন মনে কি বল্‌ছ প্রিয়ে?

বিষ্ণুপ্রিয়া—প্রাণেশ্বর! প্রাণের দেবতা তুমি। আমার প্রাণের ব্যবস্থাত একপ্রকার করেছ, দেহ মনওত প্রাণনাথ তোমায় সঁপেছি। খালি মন নিয়ে কি ক'রে সংসার কর্‌ব?

এ দাসীর বাহিরের দেহ নিয়াই কিভাবে দিন যাবে ?

নিমাই—কেন প্রিয়ে !

ঘরে আছে কৃষ্ণচন্দ্র তাহাকে ভজিবে

কৃষ্ণ নামে সদা প্রিয়ে ! মন নিবেশিবে ।

বিষ্ণুপ্রিয়া— [গান]

বল নাহে আর বলনা

দণ্ডাপহারিণী হতে নাথ

বল নাহে আর বলনা

প্রভো ! যে মন তোমার শ্রীচরণে একবার সমর্পণ করেছি সেই মন আর কাহাকে দিতে পারি ? প্রাণনাথ আমিত তোমার ছায়া, ছায়াত দেহের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে নাথ, আমি সঙ্গেই যাব ।

নিমাই—তা হয়না প্রিয়ে !

দুঃখিনী মা শচীরাণী রহিলগো ঘরে ।

দেহমন দিও প্রিয়ে তাঁহার সেবা তরে ।

(মায়েরত আর কেহ নাইগো) (আমার মাত তোমারই মা)

বিষ্ণুপ্রিয়া—আচ্ছা প্রভো ! তোমার এ আদেশ আমি যথাসাধ্য রক্ষা করতে চেষ্টা করব । (স্বগতঃ) প্রভু আমাকে পতিতপাবনী বলেছেন, তাঁহার বাক্য সত্য কর্‌বার জন্যও আমার জীবের জন্য পতিতপাবনী হ'তে হবে ? তা কেমনে হবে জিজ্ঞেস করি ।

প্রাণেশ্বর ! তুমি আমাকে পতিতপাবনী বলেছ, তোমার এ বাক্য কি ক'রে সত্য হবে ?

নিমাই— শিখাইমু ধর্ম্ম প্রিয়ে আপনি আচরি

তুমিও শিখাইও নিজে আচরণ করি ।

(আচরি ধর্ম্ম শিখাইবে) (জীবের তরে নিজে করিবে)

বিষ্ণুপ্রিয়া—প্রাণনাথ ! কিভাবে তাহা করিতে হবে ?

নিমাই—প্রাণেশ্বরী! এই যুগের তারকব্রহ্ম নাম তোমায় দিয়ে যাচ্ছি, তুমি এই নাম জীবের জন্য সংখ্যা জপ করিও।

বিষ্ণুপ্রিয়া—সে কি নাম প্রাণবল্লভ!

নিমাই— হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

(এই নামই মহামন্ত্র) (সর্ব্বসিদ্ধি হয়গো নামে)

প্রাণাধিকে! এই নামকে মন্ত্ররাজও বলে। অনিন্দুক এবং নিরপরাধি হ'য়ে এই শ্রীনাম জপ করিলে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

বিষ্ণুপ্রিয়া— [গান]

অনুগতা ব'লে কেন কর এত প্রবঞ্চনা
যে নাম শুনালে নাথ এ নামে তোমার নাম দেখিনা।
(আমি এনাম জপ্‌ব নাহে) (তোমার নাম স্মরিয়ে ব'সে কান্দব)

নিমাই—(স্বগতঃ) নামের সঙ্গে আমার মূর্ত্তি না দেখালে প্রিয়া প্রবোধ পাবে না।

প্রাণাধিকে! এই নামের মধ্যে 'হরি' 'কৃষ্ণ' 'রাম' এই তিনটী মূল নাম আছে। এই নামের শ্রীমূর্ত্তি দেখ

[প্রিয়াজীকে ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি দেখান]

(খানিক পরে) কি দেখিলে প্রিয়ে? [চুপ করিয়া থাকা]

[শুক ও শারীর প্রবেশ]

শুক—শারী! দেখেছিস্ কি অপরূপ রূপ?

শারী—কিরূপ দেখিলে শুক!

[শুকের গান] (দেখ দেখ নয়ন দেখরে)

দেখ দেখ শারী,
কিবা অপরূপ রূপগো।
রূপের ঝলকে, হৃদয় চমকে
রসনিদান রস ভূপগো।

ত্রেতা দ্বাপর কলি তিনে একে মিলি
ত্রিলোক তারিতে এলে মহিতলি
(দেখ) সর্বকালের কাঁচা কাঞ্চন গৌর
রামকৃষ্ণ মিলে তাহেগো।

উর্দ্ধে দুই বাহু শ্যাম দুর্ব্বাদল
দুই বাহু মাঝে জলদ কাল
নিম্নে দুটী বাহু কনক উজ্জ্বল
মিলেছে তিন, একদেহেগো।

উর্দ্ধ কর তাঁর শর ধনুক ধর
মধ্য কর তাঁর রমাবেনু কর
নিম্নকরদণ্ড কমণ্ডলু ধর
জগজন মনোহারীগো।

গলে গল মালা করুণবসন
অজানুলম্বিত ভুজ করুণ নয়ন
চরণ কমল দুটী কিবা মনোরম
(চল) তাঁর চরণে বিকিয়ে পড়িগো।

শারী—পুরুষের কাছে এরূপই অপরূপ বটে, নারীজাতির কাছে নয়, শোন শুক! এই রূপ দে'খে প্রিয়াজী কি বলেন।

(শুক শারীর প্রস্থান)

নিমাই—আমার অনেক রূপ আছে। যে যে রূপে আমাকে চায় সে সেরূপেই আমাকে পায়। এই ষড়্ভুজ গৌরাঙ্গ মূর্ত্তিও আমার একরূপ।

বিষ্ণুপ্রিয়া—(এ রূপে আমার কাজ কি আছে) (আমি অন্য রূপ আর চাহি নাহে)

প্রভো! তুমি আমায় এ রূপ দেখালে কেন? তুমি ঈশ্বর হয়ে দেখা দিতে আমিত বলি নাই।

(আমি জপ করিব না) (যে নামে এই রূপ থাকিবে)
(সে নাম আমি জপিব না)

নিমাই—তুমি কি রূপ চাও প্রিয়ে ?

বিষ্ণুপ্রিয়া— [গান]

হেমকান্তি জিনি রূপ রসময় রসকূপ
রসরাজ রসের নিদানহে, প্রাণ বন্ধুহে
বিকিয়েছি ঐ চরণে অন্য রূপ আর নাহি মনে
যদি পার করহে বিধানহে, (প্রাণ বন্ধুহে)

(অন্য রূপ আর চাহি নাহে) (সেরূপ আমার কাছে আছে)

নিমাই—আচ্ছা প্রিয়ে ! তাহাই হবে, তবে তাহা অন্যভাবে হবে।

বিষ্ণুপ্রিয়া—(কেমনে হবে) (বল বল বন্ধু কেমনে হবে)
(সেরূপের আর সমতুল নাইহে)
(বল বল বন্ধু কেমনে হবে)

নিমাই—প্রাণপ্রিয়ে ! [সুর ধরিয়া]

নাম, বিগ্রহ স্বরূপ তিন এক হয়
এইত শাস্ত্রের বাক্য কভু মিথ্যা নয়।

প্রাণেশ্বরী ! আমার বাঞ্ছাকল্পতরু নাম পেয়েছ আর আমার স্বরূপমূর্ত্তির বিগ্রহ তোমাকে দিব।

বিষ্ণুপ্রি।—প্রাণেশ্বর বিগ্রহ আমাকে কে গ'ড়ে দিবে ?

নিমাই— [গান]

মোর করে যে বংশীগো ছিল দ্বাপরেতে
বংশীবদন নামে প্রকট মোর এ লীলাতে
থাকিবে সে প্রিয়ে তব তত্ত্বাবধানে
আদেশিব স্বপনে আমি বংশী বদনে

(সে বিগ্রহ গ'ড়ে দিবে) (আমার স্বপ্নাদেশ পেয়ে)

প্রেয়সী ! বংশীবদন আমাদ্বারা স্বপ্নাদিষ্ট হ'য়ে আমি যে

নিম্ববৃক্ষের তলে মা আমাকে স্তন্য পান করাইয়া ছিলেন সেই বৃক্ষ দ্বারা তোমাকে রসরাজ গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি গ'ড়ে দিবে।

বিষ্ণুপ্রিয়া—বেশ প্রভো! তা যদি তোমার ইচ্ছায় হয় তবে আমার নমস্য হবে।

নিমাই—(স্বগতঃ) বিগ্রহের কথা শু'নে প্রিয়ার মন উঠ্‌ল না। তাহাকে বিগ্রহের তত্ত্বকথা শুনিয়ে দেখি।

প্রাণপ্রিয়ে! ব্রহ্ম আত্মা প্রিয়ে আর ভগবান
এই তিন রূপে হয় আমার অধিষ্ঠান।

প্রিয়ে! ব্রহ্মজ্ঞানী যারা তারা সর্বত্রই ব্রহ্মরূপে আমার অধিষ্ঠান উপলব্ধি করে যোগীরা যোগবলে আমাকে পরমাত্মারূপে ধ্যান করে। আর ভক্ত যারা তারা সর্ব্বত্রই আমার অবস্থান হেতু সকলকেই সম্মান দেয়। এই জ্ঞান হ'তেই আমার সৃষ্ট অনল, অনিল, বরুণ প্রভৃতি প্রত্যেক বস্তুর ও ভাবের কল্পনাপ্রসূত প্রতিমূর্ত্তি গঠন ক'রে আমাকে নানাভাবে পূজা করে। তাহারা সাকারবাদী, তাহারা বিবিধ মার্গে সাধারণতঃ আমার কাম্য পূজাই করিয়া থাকে। তারাও আমার ভক্ত, এছাড়া আমার বিশিষ্ট ভক্তও আছে।

বিষ্ণুপ্রিয়া—প্রভো! তোমার বিশিষ্ট ভক্ত কে এবং কিভাবে তোমার অর্চ্চনা করে?

নিমাই— [গান]

প্রিয়েগো! শোন সেই ভক্তের কথা
আমি থাকি সদা, হৃদয়ে গাঁথা,
শোন সেই ভক্তের কথা।
যথা তথা হৈতে পারে ফুটাইতে
আমার বিবিধ মূর্ত্তি—
সম্পদে বিপদে বিষে বা জহ্লাদে
থাকি সদা আমি সাথী।

(আমি তাদের ছাড়তে নারি) (তারা আমায় ছাড়ে নাগো)

ভক্ত প্রহ্লাদ অনল, জল, হস্তিপদতল, বিষ এবং জহ্লাদের হাত হ'তে রক্ষা পেয়ে সর্ব্বত্রই আমার বিদ্যমানতা দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করেছিল। তার এই দৃঢ়বিশ্বাস এবং ভাবসমষ্টি কেন্দ্রিভূত হ'য়ে যখন স্ফটিক স্তম্ভে পরেছিল।

(তখন আমি প্রকট হলেম) (নৃসিংহ মূরতি ধরে)

প্রাণপ্রিয়ে! এই নৃসিংহ মূরতি প্রহ্লাদের কল্পনাপ্রসূত নহে। সেই সময়ের আবশ্যকানুযায়ী মূরতি আমি ইচ্ছা ক'রেই গ্রহণ ক'রেছিলাম। এখনও তোমাকে আমি স্বেচ্ছায় এই কালোপযোগী শ্রীবিগ্রহ দিয়ে যেতেছি। তুমি কোনরূপ কষ্ট ভেব না।

[সুর ধরিয়া]

এ বিগ্রহ দিব আমি জগত তারিতে
এ বিগ্রহ হবে প্রিয়ে তোমায় পূঁজিতে
সকলে জানিবে আমায় বিগ্রহ বলিয়া
প্রকট লীলা কর্‌বে তাহে তোমাকে লইয়া।

প্রিয়ে! এই আমার শেষ অবতারের শেষ দান।

বিষ্ণুপ্রিয়া—প্রাণেশ্বর! তোমার বিগ্রহ আমার সঙ্গে প্রকট লীলা কর্‌বে ইহা কিভাবে সম্ভবে?

নিমাই—কেন প্রিয়ে! সূর্য্যরশ্মির প্রত্যেক কণাতেই তাপ আছে বটে সেই তাপে কোন বস্তুই দগ্ধ করতে পারেনা। কিন্তু একরকম কাঁচ আছে তাহার সাহায্যে সেই কাঁচে পতিত সমস্ত রশ্মিকণা কেন্দ্রীভূত ক'রে কোন বস্তুর উপর ধরলেই তাহাতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে সেই বস্তুটীকে দগ্ধ করতে সক্ষম হয়। সেইরূপ প্রাণপ্রিয়ে! তোমার চিত্ত বৃত্তির সকলই কেন্দ্রীভূত হ'য়ে আমাতে অর্পিত। মহাভাবময়ী! তোমার ভাবপ্রাবল্যে এই শ্রীবিগ্রহে আমার রসরাজ মূর্ত্তি

জীবন্ত হ'য়ে তোমার সঙ্গে রণলীলা করবে।

বিষ্ণুপ্রিয়া—প্রভো! জগতবাসী সকলই কেন তোমার এ বিগ্রহকে স্বীকার করবে? নিরাকার বাদীরাত বিগ্রহ সেবা মোটেই স্বীকার করে না।

নিমাই—প্রাণপ্রিয়ে! প্রাকৃতিক জগতেওত নিরাকার হইতেই সাকারের উদ্ভব।

ফলমাঝে বৃক্ষ থাকে না থাকে আকার,
বৃক্ষমাঝে ফলফুল আছে কত প্রকার
তেমনি অদৃশ্য হ'য়ে আছি যথাতথা
ভক্তের ভাবেতে ফুটি না হয় অন্যথা।

প্রিয়তমে! একটি ফলের বীজের মধ্যে বৃক্ষের কোন পরিচয় পাওয়া যায়না। কিন্তু সেই বীজটী ভূমিতে রোপিত হ'লে জল সংযোগে তাহা হ'তে প্রকাণ্ড বৃক্ষের উৎপত্তি হয়। আবার একটি বৃক্ষকে খণ্ড খণ্ড ক'রে কাট্‌লেও তাহাতে ফল, ফুলের কোন বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ এবং আকার পাওয়া যায় না। কিন্তু যথোপযুক্ত কাল সমাগমে নানাবিধ ফল ফুলের উদ্গম হয়, তেমনি আমিও পরিদৃশ্যমান জগতের প্রত্যেক বস্তুতেই নিরাকার ভাবে থেকেও আমার বিশিষ্ট ভক্তের ভাব সংযোগে আমি কালোপযোগী আকার ধারণ করে থাকি।

অনল অনিলে প্রিয়ে আরগো সলিলে
কোন আকার দেখা যায় না বাহ্য দৃষ্টি বলে
ভক্তিতে পায়গো ভক্ত আকার দেখিতে
অনল অনিলে প্রিয়ে আর সলিলেতে
সৃষ্টি মাঝে কত আকার আছে লুকাইয়ে
কত আকার বাহির হয় যন্ত্র সাহায্য নিয়ে
আমাতে নিবিষ্ট চিত্ত আছে প্রিয়ে যার
দিব্য চক্ষুর বলে পায় আকার আমার।

সর্ব্ব আকারের আকর আমি আমার নাই আকার
ইহা শুনে পাই ব্যথা হৃদয়ে আমার।

আমার সৃষ্ট জগতে সকল বস্তুরই আকার আছে, আমি সৃষ্টি-কর্ত্তার আকার হ'তে পারিনা ইহা ভাবতেও দুঃখ হয়। যাহা হউক প্রিয়ে, নিরাকারবাদীরা যখন আমার সৃষ্ট আকার বিশিষ্ট প্রত্যেক বস্তুতেই ব্রহ্মসত্ত্বা উপলব্ধি করে, তখন আমার এই শ্রীবিগ্রহে আমার বর্ত্তমানতা স্বীকার করলে মতবিরুদ্ধ কি হ'তে পারে? আর যোগীরা পরমাত্মা-রূপী আমার শ্রীমূর্ত্তি হৃদয়ে ফুটাইয়ে তুলে, ধ্যান করতে পারলে তাদের আনন্দের ও ভাগ্যেরই কথা। অতএব প্রিয়ে! এই বিগ্রহ জগতের সকলের কল্যাণের জন্য তুমি নিজে সেবা ক'রে সকলকে শিক্ষা দিবে। প্রিয়তমে! এখন তুমি আমার প্রস্তাবনা অনুমোদন করলেই আমি শান্তি পেতে পারি।

বিষ্ণুপ্রিয়া—প্রাণেশ্বর! প্রাণের ঈশ্বর তুমি, পরম পতি তুমি, তোমার আজ্ঞা আমার অবশ্য পালনীয়।

এত যদি বল বন্ধো না চিন্তিও প্রাণে
তোমার সুখে আমি সুখী দাসী রেখ মনে।
(মনে রেখহে) (অনাথিনী দাসী বলে, মনে রেখহে)
(আরত আমার কেহ নাইহে) (তুমি বিনে ত্রিভূবনে)

নিমাই—(স্বগতঃ) আহা প্রিয়া আজ আমার সুখের জন্য ও জগত-বাসীর কল্যাণের জন্য সর্বত্যাগী হ'তে বসেছে। হে জগতবাসী! একবার ভেবে দেখ বিষ্ণুপ্রিয়া আজ তাহার প্রাণের প্রাণ, সর্বস্বধন তোমাদের চিরশান্তির জন্য তোমাদের হাতে বিলিয়ে দিচ্ছে। এই ঋণ আমি কি ক'রে শোধ করব। প্রিয়ে চল এখন নিদ্রা যাই।

[দুইজনে শয্যায় শয়ান]

(শুক ও শারীর প্রবেশ)

শুক—শারী! তোকে যে কিছুতেই প্রবোধ দিয়ে উঠ্‌তে পারলেমনা।

শারী— [গান] (অধীনীরে কর মোরে পার)

মোরে শুক কি শুধাবে আর।

তুমি যে নিঠুর অতি না লইলে মোর যুকতি

কেমনে সহিব দুঃখ ভার ওরে শুক

কেমনে সহিব দুঃখ ভার।

(নদে ছেড়ে গেলি নারে) (মোর যুকতি নিলে নারে)

শুক—শারী! তুই যে একেবারে এলাইয়া পড়্‌লি ?

শারী— [গান]

ও কি কহিব তোরে শুক কহিতে বিদরে বুক

বিগ্রহ পূঁজিবে বিষ্ণুপ্রিয়ারে

বিগ্রহ পূঁজিবে বিষ্ণুপ্রিয়া।

ও হেরি চোখে সে মূরতি আগুনেতে ঘৃতাহুতি

তুষানলে মরিবে পুড়িয়ারে

তুষানলে মরিবে পুড়িয়া।

(তোর বিগ্রহ সেবা করতে হবে) (বাঁচা মরার মাঝে থেকে)

(তার বেঁচে থাকা দায় হবে) (মরতেওত পারবে নারে)

শুক—শারী! যোগমায়া শক্তি দ্বারাই ভগবদ্‌লীলা সাধিত হ'য়ে থাকে। অজ্ঞান জীবের কঠিন প্রাণ দ্রব করবার জন্যই শ্রীভগবানের হ্লাদিনী শক্তির সহিত বিরহলীলা হ'য়ে থাকে। এই বিরহের মধ্যেও অঘটন ঘটন পটিয়সী শক্তিসম্পন্না যোগমায়া মাঝে মাঝে মিলন করিয়ে দিয়ে জীবন রক্ষা করেন। শারী! আমরা আমরা পক্ষিজাতি, লীলা দর্শন ক'রে যাওয়া ছাড়া আমাদের আর কি আছে ? চল এখন নিদ্রা যাই। [উভয়ের প্রস্থান]

[বিষ্ণুপ্রিয়ার গাত্রোত্থান]

বিষ্ণুপ্রিয়া—উঃ কি বল্‌তে জানি কি ব'লে ফেলেছি। মন! তোর কথায় সায় দিতে পারলেম না, ভাল করলেম কি মন্দ করলেম কার কাছে জিজ্ঞাসা করব? [কতক্ষণ চুপ ক'রে] বিবেক! তুমিত আছ, ভালমন্দ বিচার ক'রে, আমার দুঃসময়ে তুমিই একটি সদুপদেশ দাও না।

[প্রতিনিধি হয়ে একজন বলা]

বিবেক—বিষ্ণুপ্রিয়া! তোমার প্রভুকে দুঃখকুপে ফেলে দিয়ে তুমি পালিয়ে গেলে তোমার স্বার্থপরতাই বুঝা যাবে।

বিষ্ণুপ্রিয়া—কি? প্রাণনাথ আমার দুঃখসাগরের দিকেইত ছুটে চলেছেন! তবে দুঃখকুঁপে থাকলে আর বেশী কষ্ট হবে কি? উঃ বুঝেছি বুঝেছি, দুঃখকুঁপে দুঃখরাশি একেবারে জমাট হ'য়ে ঘনীভূত অবস্থায় দুঃখীকে চেঁপে ধরে। আর দুঃখসাগরের স্থানের বিস্তৃতি হেতু দুঃখরাশি ছড়িয়ে পড়ে তরল হয় তাহাতে দুঃখীকে চেপে ধরার শক্তি থাকে না। প্রাণনাথ তুমিই দুঃখসাগরে যাও আমিই দুঃখ কুপে থাকব।

[গাত্রোত্থান করিয়া]

নিমাই—প্রাণপ্রিয়ে! এখনও তুমি ঘুমাতে পাল্লেনা? তুমি কি ভাবৃছ এবং কি বলছ?

বিষ্ণুপ্রিয়া—হৃদয়েশ্বর! ভাবৃছি [গান]

আমার আর কেবা আছে, হে বন্ধো
এই ত্রিভুবনে বন্ধু তুমি বিনে
আমার আর কেবা আছে, হে বন্ধো
আমার আর কেবা আছে?

বন্ধোহে, তোমার চরণে আমার পরাণে
জিয়নে মরণে বান্ধা অনুক্ষণে
সে বান্ধন কাটিয়ে যাওহে ফেলিয়ে
আমি দাঁড়াব কার কাছে, হে বন্ধো
আমার আর কেবা আছে

বন্ধোহে, আমার নয়নমণি তুমি গুণমণি
তুমি দিনমণি আমি কমলিনী
বিনে দিনমণি শুকায়হে পদ্মিনী
জল বিনে মীন কয়দিন বাঁচেহে
আমার আর কেবা আছে, হে বন্ধো
আমার আর কেবা আছে।

বন্ধোহে, দেশ বিদেশে তোমার আছে কতজন
তোমার মত আমার তুমি একজন
বন্ধো ধরি শ্রীচরণ রে'খহে স্মরণ
ঠেলনা চরণে পাছেহে, হে বন্ধো
আমার আর কেবা আছে ?

(আরত আমার কেহ নাইহে) (এই ত্রিভুবনে তুমি বিনে)

নিমাই—(স্বগতঃ) প্রিয়ার ঘু'রে ঘু'রে একি ভাবের কথা। প্রিয়ার প্রাণের কথা বের না করতে পারলে আমার কাজ হ'ল না।

[গান] (দশকোশী)

প্রিয়ে ! বলগো প্রাণাধিকে
বল তোমার প্রাণের কথা।
আমায় আর ছলনা ক'র নাগো
বল তোমার প্রাণের কথা।
আমি ছটানাতে পড়ে মরলেম
বল তোমার প্রাণের কথা।

(আমি ছটানাতে প'ড়ে মইলেম) (আরত আমি সইতে নারি)

বিষ্ণুপ্রিয়া—প্রাণেশ্বর। তোমার ছটানা কিসের?

নিমাই— [গান]

একদিকে টানে আমায় কলিতে জীবগো।

আর একদিকে তোমার প্রেমে হ'য়েছি নির্জ্জীবগো।

(আমার উপায় কি হইবেগো, প্রেমময়ী) (আমি রইতে নারি যাইতে নারি)

(আমার উপায় কি হইবেগো প্রেমময়ী)

বিষ্ণুপ্রিয়া—প্রভো। তুমিত আমার প্রাণের দেবতা। তুমি আমার প্রাণের কথাত জান

(তবে করনা কেন) (আমার প্রাণের মত কাজ করনা কেন)

(তুমি সর্ব্বশক্তিমান)

নিমাই—ওঃ প্রিয়ে ভাবছে

কৃষ্ণ নামে পাপ হরে (আছে) অপরাধ বিচার

কলির জীব কেমনে তবে হইবে উদ্ধার।

প্রিয়া ভাবছে, আমি কলির জীবের উদ্ধারের জন্য হরেকৃষ্ণ নাম দিয়ে যে ব্যবস্থা ক'রে যাচ্ছি তাতেত অপরাধা ও নিন্দুকজীব উদ্ধার হবে না।

অদোষ দরশি আমি জগতের স্বামী

দাতাশিরোমণি হয়ে আসিয়াছি আমি।

(আমার নাম প্রচার করতে হবে) (বিষ্ণুপ্রিয়ার মনের ভাব)

বিষ্ণুপ্রিয়া ভাবছে কলির উদ্ধারকর্ত্তা হয়ে আমি এসেছি। আমার স্বীয় নাম প্রচার না হ'লে কতকাল পরে কলির জীব আমাকে ভুলে গেলে তাদেরও উদ্ধার হ'লনা, আমারও আসা ব্যর্থ হ'ল। প্রিয়ার মনোবাসনা পূর্ণ কর্‌তে হবে।

প্রাণাধিকে! তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে।

[মুখ ধরিয়া]

আমা হৈতে যা না হবে নিতাই পারিবে
গৌড় দেশে থেকে গৌর নাম প্রচারিবে।
(তুমি আর ভেবনাগো) (নিতাই নাম প্রচারিবে)

বিষ্ণুপ্রিয়া—প্রভো! তুমি ভগবান, সর্ব্বশক্তিমান, তুমি সবই করতে পার।

নিমাই—(স্বগতঃ) প্রিয়া ভাবছে আমি কলির জীবের উদ্ধারকর্ত্তা হ'য়ে এসে কৃষ্ণনাম প্রচার কর্‌ছি আর নিতাই গৌরনাম প্রচার করবে তাহাতে পরিণামে ফল না জানি কি দাঁড়ায়। প্রিয়াকে নিতাইতত্ত্ব বুঝাতে হবে।

প্রাণপ্রিয়ে!

নিত্যানন্দ সঙ্কর্ষণ অনন্ত বলরাম
নিত্যানন্দ পূর্ণ ক'রে মম যত কাম
আসন, শয্যা, পাদুকা আর হ'য়ে বস্ত্র
নিত্যানন্দ সেবে মোরে আরো হয়ে ছত্র
মোর এই লীলার গুরু নিত্যানন্দ রায়
গুরুকৃপা বিনে প্রিয়ে কেবা পার পায়
প্রেমের মূরতি নিতাই যারে কৃপা করবে
অনায়াসে সেই জীব আমাকে পাইবে।

বিষ্ণুপ্রিয়া—প্রাণনাথ! আমি বুঝেছি দাসীর অপরাধ ক্ষমা কর, আমাকে আর কিছু বলতে বল্‌তে হবেনা।

(আমার আনন্দের আর সীমা নাইছে)
(ঘরে ব'সে তোমার নাম শুনিব)
(জীবে তোমার নাম লইবে)

নিমাই—(স্বগতঃ) প্রিয়া আজ আমাকে সর্ব্বশক্তিমান ভগবান বলে এরূপত আর কখনো বলে নাই। বুঝেছি, [illegible]

প্রিয়াজী আমাকে এই কথা ব'লে তিনটি ভাব ব্যক্ত করেছে।
একটি উপহাস ক'রে মান ভরে বল্‌ছে,

[সুর ধরিয়া]

মুখে বল শক্তিভক্তি আমিহে তোমার
আমায় ছেড়ে তব, নাম সেবা করিছ প্রচার।

আর একটি বল্‌ছে,

সর্ব্বশক্তিমান তুমি, তুমি ভগবান
আমায় ছে'ড়ে স্বশক্তিতে প্রচারে সক্ষম।

আর একটি বিশেষ ভাব এই—

[গান]

নাথ! তুমি ভগবানহে
তুমি সর্ব্বশক্তিমান।
ও আমি তোমার ক্রীতদাসী তুমি হবে উদাসী
কেমনে বাঁচিব তোমা বিনে।
তুমি প্রভো! ইচ্ছাময় যদি তোমার ইচ্ছা হয়
রাখিতে পার শ্রীচরণে।
(আমায় চরণ পাশে রাখ্‌তে পার) (তোমার ভগবদ্‌শক্তি প্রভাবে)

বিষ্ণুপ্রিয়া— [গান]

ও বল বল প্রাণকান্ত কেন র'লে হয়ে শান্ত
মৌনী হ'য়ে রইলে কি কারণেহে
তব বিরস বদন হেরি অভাগিনীর প্রাণ বিদরে
(নাথ) যা বলিবে করিব পালনহে।
(তুমি মলিন হ'য়ে থেক নাহে) (তোমার মলিন বদন হেরতে নারি)

নিমাই—প্রিয়ে! [সুর ধরিয়া]

ইচ্ছাশক্তি হ'ল আমার অদ্বৈত গোসাই
ক্রিয়াশক্তি আমার হ'ল শ্রীনিত্যানন্দ রায়

গদাধর পণ্ডিত হ'ল মম রাধাশক্তি
নারদ শ্রীবাস হ'ল মম ভক্তিশক্তি
চিত্তশুদ্ধি ক'রে সবার হরিনাম দিয়ে
রাধাকৃষ্ণ প্রচারিব স্বয়ং রাধা হ'য়ে।
(এই মানসে এসেছিলেম) (প্রেম ধর্ম্ম প্রচারিতে)
কিন্তু (তুমিইত বুঝলে ভাল) (কলির জীব উদ্ধারের উপায়)

বিষ্ণুপ্রিয়া—প্রাণনাথ। আমি কি করে ভাল বুঝলেম?

নিমাই—হৃদয়েশ্বরী! জীব সাধারণতঃই পিতামাতা, গুরু, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, ভগবান এবং পতির নিকট অপরাধ ক'রে থাকে। আমি বিশ্বপতি, আমি এবার একাধারে সব হ'যে এসেছি।

[গান]

(প্রিয়েগো! তাইতে বলি বুঝলে ভাল)
(অপরাধীর মুক্তির উপায়)

প্রিয়ে! আমি একাধারে সব হয়ে আসাতেই আমার নামে এবং সেবাতে জীবের জন্ম জন্মান্তরের গুরু, ভগবান, বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ ইত্যাদিতে যে অপরাধ হ'য়ে আস্‌ছে তাহা স্খালন হয়ে যাবে। জীব অপরাধ মুক্ত হ'তে পার্‌লে প্রেমলাভের অধিকারী হ'য়ে ইষ্টভজনে সক্ষম হবে।

[গান]

ওগো পতিতপাবনা জীব উদ্ধারিণী
প্রেম ভক্তিপ্রদায়িনী—
জীবের লাগিয়া কৌশল করিয়া
হইলে জগত কল্যাণী।
(তুমি প্রেম মন্দাকিনী) (জগত তারিনী তুমি)

বিষ্ণুপ্রিয়া—প্রাণনাথ! আমি কি ক'রে জগতকল্যাণী হলেম।

নিমাই—প্রিয়ে! তুমি অতি কৌশল ক'রে কলির জীবের জন্য আমার অপরাধহারী গৌরনাম এবং রসরাজ শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তি সেবা আদায় ক'রে নিলে।

(আমি প্রিয়ে ! ঋণী হলেমগো) (ঋণ শোধ্‌তে এসে ঋণ বাড়ালেম)

প্রাণাধিকে !

কৃষ্ণ যদি পারে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া

ভক্তি নাহি দেয় প্রিয়ে রাখে লুকাইয়া।

বিষ্ণুপ্রিয়া—তাহ'লে জীবের উপায় কি হবে প্রভো ! ভক্তি না পে'লে জীব ভজনের অধিকারী হবে কিসে ?

নিমাই—তাই ভাবছি,

(আমি তোমায় প্রচারিব) (তুমি আমার স্বভক্তিশ্রী)

(আমি তোমায় প্রচারিব)

(আমি ঋণ দায় হতে মুক্ত হব) (ভক্তিদেবী প্রচারিয়ে)

(এই যুগে এই অবতারে)

বিষ্ণুপ্রিয়া—তা কেমনে হবে নাথ !

ও তোমার কলঙ্ক হবে দাসী যদি প্রচারিবে

বলিবেহে লোকে কত কথা

তোমার কলঙ্ক শুনি বাহিরিবে মোর পরানী

দিওনা দিওনা মোরে ব্যথা।

(তোমার এই বাসনা রে'খ নাহে) (তোমার চরণ ধ'রে বলি নাথ)

(তুমি এই বাসনা কর নাহে)

নিমাই— [সুর ধরিয়া]

(নিতাই আমার ক্রিয়াশক্তি নিতাই প্রচারিবে)

বিষ্ণুপ্রিয়া—(নিতাই প্রচারিলে নাথ ! তোমাকে বুঝিবে।

(তোমার কথা বলিবেহে) (নিতাই দ্বারা তুমি করাও)

নিমাই—(স্বগতঃ) প্রিয়া একথা বলে বাস্তবিক আমার ধর্ম্মপত্নীর কাজই করেছে।

বিষ্ণুপ্রিয়া—প্রাণাধিক ! চুপ ক'রে র'লে কেন ? আর তোমার কিছু করবার আবশ্যক হবে না।

নিমাই— [সুর ধরিয়া]

ভক্তভক্তি যথায় প্রিয়ে নাহি পায় স্থানগো

তথায় প্রিয়ে ! ভগবানের নহে অবস্থানগো

(তাইত আমার করতে হবে) (প্রিয়ে তোমার সেবা প্রচার)

প্রাণাধিকে ! তুমি আমার স্বরূপশক্তি স্বয়ং ভক্তিদেবী ! যেথানে তোমার অবস্থান হবেনা যেথানে আমার স্থিতি কেমনে হবে ?

বিষ্ণুপ্রিয়া—তাহলে প্রভো ! কি হবে ?

নিমাই— [সুর ধরিয়া]

শ্রীনিবাস হইবে প্রিয়ে আমার আমার অবতার

নিতাইর অবতার হবে নরোত্তম ঠাকুর

স্বপ্নাদিষ্ট হ'য়ে প্রিয়ে খেতুরী গ্রামেতে

প্রতিষ্ঠা করিবে দু'হে প্রেমেতে পূঁজিতে।

প্রাণপ্রিয়ে ! গোপালপুর গ্রামে বিপ্রদাস নামক এক গৃহস্থের ধান্য গোলাতে তোমার এবং আমার শ্রীমূর্ত্তি সর্পদ্বারা রক্ষিত হ'বে। আমাদের অপ্রকটের পর আমাদ্বারা স্বপ্নাদিষ্ট হ'য়ে নিতাইর অবতার শ্রীনরোত্তম ঠাকুর হরিনাম সংকার্ত্তন নিয়ে ভক্তগণে তোমাকে এবং আমাকে প্রকাশ করতে যাবে।

[গান] (যোগমায়ার গানের রাগিনী)

নরোত্তম যাবে যখন কীর্ত্তন লইয়া

বিষধর সর্প তখন যাবেগো চলিয়া

ঝাঁপাইয়া পড়বো মোরা নরোত্তমের কোলে

আনন্দে নাচিবে সবে হরি হরি ব'লে।

(সবে মেতে যাবেগো) (হরি হরি বলে)

খেতুরী গ্রামে আমাদের সঙ্গে আরও পাঁচ বিগ্রহের সেবা মহা-আড়ম্বরের সহিত প্রতিষ্ঠিত হইবে। সেথানে মহামহোৎসব হবে।

[সুর ধরিয়া]

প্রকটাপ্রকট যত গোস্বামী বৈষ্ণব
আমি, নিতাই, সীতানাথ আসিবেগো সব।
(কেহ বাকী রবে নাগো) (এই মহামহোৎসবে)

সকলের অনুমোদনেই এই সেবা প্রতিষ্ঠিত হবে। আমার স্বপ্নাদেশে আমার অবতার শ্রীনিবাস আচার্য্য ও শ্রীপাদ নিত্যানন্দের ঘরণী বৈষ্ণব জননী জাহ্নবী মাতা এই মহামহোৎসবের ভার গ্রহণ করিবেন। ইহাতে—

পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।

প্রাণাধিকে! আর বোধহয় তোমার বলবার কিছু নাই।

বিষ্ণুপ্রিয়া—প্রাণকান্ত! [গান]

জিজ্ঞাসিলে তাই বল্‌তে হ'ল
একটি কথা মনে পড়্‌ল।

নিমাই—প্রাণেশ্বরী! কি কথা একবার মন খো'লে বল নাকেন?

বিষ্ণুপ্রিয়া—বন্ধো! [গান]

তুমি যাবে চ'লে অভাগিনী ফেলে
(মোর) আরত নাহি কেহ, প্রাণনাথহে
তোমার—শ্রীমূর্ত্তি সেবন করিবে কোনজন
(যখন) পাত হবে মোর দেহ, হে নাথ
পাত হবে মোর দেহ।
মরিব হে নাথ মরিব নিশ্চিত—
বল তুমি গুণনিধি, প্রাণকান্তহে
তোমায় দিয়ে কারো হাতে মরিব নিশ্চিন্তে
(এমন) করিল মোরে বিধিহে কান্ত
করিল মোরে বিধি।

(আমারত আর কেহ নাইহে) (কার হাতে তোমায় সমর্পিব)

(বল বল প্রাণকান্ত) (আমার অশান্ত মন কর শান্ত)

নিমাই—(চমকিয়া) [স্বগতঃ] হায়! হায়! প্রিয়াকে কেন আমি জিজ্ঞাসা করলেম। সুচতুরা প্রিয়ার সব কথার উত্তরই এ পর্য্যন্ত অতি সাবধানতার সহিত দিয়ে এসেছি। যথাসম্ভব বাসনাও পূর্ণ করেছি। এ বাসনা কি দিয়ে পূরণ করা। (কতক্ষণ চিন্তিত অবস্থায় চুপ করিয়া থেকে) না! না! "মন্ত্রের সাধন শরীর পাতন" প্রিয়াজীকে প্রবোধ দিয়া ছুট্‌তে হবেই হবে। প্রিয়তমে! তুমি আমার বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নী, তোমার কোন সন্তান সন্ততি রইলনা এজন্য আমি তোমার কাছে চির ঋণী হ'য়ে রলেম। এ ঋণ আমার শোধ করবার উপায় নাই।

বিষ্ণুপ্রিয়া— [গান]

(এমন কথা আর ব'লনা) (অভাগিনীর প্রাণে ব্যথা দিওনা)

প্রাণেশ্বর! পুত্রের প্রয়োজন পুন্নামক নরক হ'তে রক্ষা করতে। আর পুত্রকে আত্মজও বলা হয়। তুমিত আমাকে তোমার স্বরূপ রসময় শ্রীবিগ্রহই দিয়েছ আর আত্মজের প্রয়োজন কি? তবে নরকের ভয়? না না! প্রভো! সে ভয় আমার নাই।

তুমি যার প্রাণপতি তুমি যার পরম গতি

তার কিসের আছে ভয়হে, এ, এ, এ,

তবে মনে এক ভয় দেহ যবে পাত হয়

তার জানি কি হয় উপায়॥

(এ দেহত আমার নয়হে) (শ্রীচরণে স'পেছি নাথ)

নিমাই—(স্বগতঃ) উঃ কি নির্ম্মম নিষ্ঠুর আমি! এমন পতিপ্রাণা সরলা বালাকে অকূল দুঃখসাগরে ফেলে আমার যেতে হচ্ছে। তার অকপট চিত্তেত আত্মসুখের লেশমাত্র গন্ধও

নাই। নির্দ্দয়তার কঠোর হাতে তার কোমল প্রাণের প্রেম-বন্ধন ছিন্ন ক'রে আমি দয়াময় হ'তে চল্‌ছি। যাহা হউক আমার প্রাণাধিকার জন্য অসম্ভব সম্ভব কর্‌তে হবে।

বিষ্ণুপ্রিয়া— [সুর ধরিয়া]

মরিব মরিব নাথ মরিব নিশ্চিত
এ দেহের কি গতি হবে বল প্রাণনাথ
পুড়বে চিতানলে কিম্বা গঙ্গায় ভাসাবে
অথবা মৃত্তিকাতলে এ দেহ পুতিবে।
শৃগাল গৃধিনী কি কাক এ দেহ খাইবে
তোমাতে অর্পিত দেহের গতি কি হইবে ?
(বল বল প্রাণকান্ত) (ব'লে হৃদয় কর শান্ত)
(আমার দেহের গতি কি হইবে)

নিমাই—প্রাণেশ্বরী! তুমি আমার বিবাহিতা পত্নী হ'লেও কামপত্নী নও, তুমি আমার প্রেমপত্নী। তোমার সঙ্গলাভেইত আমি প্রেম পেয়েছি। [গান]

সেই প্রেমে প্রেমিক হ'য়ে ছুটেছিগো পাগল হ'য়ে
প্রেমধর্ম্ম বিলাতে ভুবনেগো, ওগো প্রাণপ্রিয়ে
প্রেমধর্ম্ম বিলাতে ভুবনে।
আমার কিবা দোষ আছে বল প্রিয়ে! আমার কাছে
আমায় কেন দিলে প্রেমধনেগো, প্রাণপ্রিয়ে
আমায় কেন দিলে প্রেমধনে।
(তোমার প্রেমে প্রেমিক আমি) (এ প্রেমের মূলে তুমি)

হৃদয়েশ্বরী! তোমার জিজ্ঞাসিত উপায়ের কথা বল্‌ছি শোন।

[সুর ধরিয়া]

মন্ত্রশিষ্য যাদবাচার্য্য হইবে তোমার
ভক্তিভরে সেবিবেগো বিগ্রহ আমার
যাদবের গোত্র আমার অর্চ্চনা করিবে
মনের বাসনা তোমার পূরণ হইবে।

আর তোমার দেহের কথা বল্‌ছ? প্রাণেশ্বরী! আমাতে অর্পিত তোমার এই দেহে শৃগাল, শকুনি, অগ্নি ইত্যাদির অধিকার থাক্‌বে এ বড় আশ্চর্য্যের কথা। স্বয়ং ধর্ম্মরাজ যমেরও তোমার প্রাণের উপর অধিকার নাই আর স্বয়ং সংহার কর্ত্তা মহাদেবেরও এ দেহের উপর কোন অধিকার নাই।

[গান]

প্রিয়েগো! তোমায় বলি প্রাণের কথা
তোমার দেহ, আমার হয়গো
বলি শোন প্রাণের কথা।
তুমি মোর সহধর্ম্মিনী তুমি মোর অর্দ্ধাঙ্গিনী
দেহে প্রাণে মিশে যাবে
শোন মোর প্রাণের কথা।
প্রিয়েগো! শোন মোর প্রাণের কথা।

প্রিয়তমে! তুমি আমি প্রাকৃতিক মৃত্যুর অধিকারভুক্ত নহি। আমাদের অপ্রকটলীলা আমাদের ইচ্ছানুসারে হবে। আমি যেমন নীলাচলে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীবিগ্রহ আলিঙ্গণ করে অন্তর্ধান হইব তুমিও তেমনি আমার এই লীলাভূমি নবদ্বীপে আমার স্বরূপমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহে সদেহে ইচ্ছানুযায়ী প্রবেশ কর্‌বে। ইহা লোক-বুদ্ধির অগোচর লীলা। এমন লীলা জগতে আর হয় নাই। প্রাণপ্রিয়ে! আমি রসরাজ, তুমি মহাভাব। আমাদের এই তিরোভাব লীলাটীও একই প্রকার। প্রিয়ে! নিশি প্রায় শেষ হ'য়ে

আস্‌ছে। চল এখন নিদ্রা যাই।

[উভয়ের শয্যাতে শয়ন]

[বিষ্ণুপ্রিয়ার ক্ষানিকক্ষণ পর গাত্রোত্থান]

বিষ্ণুপ্রিয়া—আহা! আমি অভাগিনীর সঙ্গদোষে আমার দেহ, মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদী সকলেরই অবস্থান্তর প্রাপ্ত হ'তে হবে। হে! চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক তোমরা সকলেই আমাকে ক্ষমা করিও। [গান]

নয়নরে—হেরি যে মাধুরী দিবা বিভাবরী
রূপসুধা পিতে নয়ন
সেই সুধাকর বিনা (তোর) ক্ষুধা মিটিবেনা
দিনে দিনে হবে ক্ষীনরে, নয়ন
দিনে দিনে হবে ক্ষীন।

[অন্য সুর]

শ্রবণরে— তোরে বলি ওরে শ্রবণ, কি আর করিবে শ্রবণ
কে করিবে প্রিয়া আ আ আ সম্ভোধনরে
কে আর কর্‌বে প্রিয়া সম্ভোধণ।
(প্রেমের কথা আর কে শুনাবে) (প্রেমময় নাথের অভাবে)
(আমার সঙ্গদোষে দোষী হলে) (এখন বধির হ'য়ে যাওরে শ্রবণ)

[অন্য সুর]

রসনারে—যে রসে ডুবিয়া থাক্‌তে রস আলাপনে
সে রস আর কে যোগাবে রসিক শেখর বিনে।
(রসনা তোর রস রবেনা) (রসময় রসময় রস না যোগালে)
(তুই দিনে দিনে নিরস হবে) (মোর রসময় নাথের অভাবে)
(তোর বাঁচামরা সমান হবে)

[অন্য সুর]

নাসারে—যে অঙ্গের গন্ধে পুলক আনন্দে
মাতিয়া উঠিত মন

তোরে জিজ্ঞাসি নাসিকে   বিনে প্রাণাধিকে

কি গন্ধ করিবে আঘ্রাণরে নাসা

কি গন্ধ করিবে আঘ্রাণ।

[অন্য সুর]

ত্বক্‌রে—যে অঙ্গের পরশে ত্বক্‌ হইলে সরসরে

সেই পরশমণির পরশ বিনে হইবে নিরসরে।

(তোরে শীতল কে করিবে) (নাথের শীতলঅঙ্গ পরশ বিনে)

(তোর তুষানলে জ্বল্‌তে হবে) (এ অভাগিনীর দেহে থেকে)

না না! প্রভু আমার সারারাত্রি ঘুমাতে পারে নাই, এখন আর ঘুম ভাঙ্গাবো না।

[গান] (বিফল জীবন……)

মরমের কথা   ফুকারিব কোথা

মরমের মরমি কে আছে আর

প্রাণনাথ বিহনে   আঁধার ভবনে

কেমনে সহিব, দুঃখে দেহভার।

ওহে ভুজলতে!   বাহু প্রসারিয়ে

কত সুখ দিতে   নাথে আলিঙ্গিয়ে

এবে প্রাণবন্ধুয়ার চরণ করিয়ে সেবন

শেষের দিনের কাজ করবে তোর।

কঠিন পরাণ   কি সুখ লাগিয়া

এখনও রহিলে   বুক বাঁধিয়া

বাহির হওনা কেন   বক্ষ বিদরিয়া

সাথী হও প্রাণনাথের মোর। [মূর্চ্ছা]

[নিমাইর গাত্রোত্থান]

নিমাই—একি! একি! প্রিয়ে! প্রিয়ে!

(স্বগতঃ) প্রাণাধিকা আমার মূর্চ্ছিতা হ'য়ে পড়েছে, প্রিয়াকে এ অবস্থায় রেখে কি করে যাই!

[গান]

প্রেমের বান্ধন ছাড়ান না যায়
আমি রইতে নারি, যাইতে নারি
কি করি উপায়।

না! না! তা হয়না! রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে আস্‌ছে। এই উপযুক্ত সময়, একবার যোগনিদ্রাকে ডেকে আনি।

[বিষ্ণুপ্রিয়ার অঙ্গে হাত বুলাইয়া]

প্রিয়তমে! তুমি আমার বিরহে মর্‌বে মনে করেছ। তা হ'তে দিব না। এই আমার হস্ত তোমার অঙ্গে বুলায়ে দিলেম, প্রিয়ে! তোমার বাঁচতে হবে, তোমার ভুগ্‌তে হবে, তোমার কান্দ্‌তে হবে। তোমার করুণ ক্রন্দনই আমার এ লীলার মূলধন।

[গান]

কোথাগো মা যোগনিদ্রা, একবার এসে দেখা দে মা
আমার এ সঙ্কটকালে, ত্বরা এসে ত্রাণ কর মা।

[যোগনিদ্রার প্রবেশ]

যোগনিদ্রা—(স্বগতঃ) প্রভু আমায় ডাক্‌ছেন। যিনি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, যিনি বিপদ বারণ তিনি বিপদ হ'তে রক্ষা ক'রতে ডাক্‌ছেন। যাই, গিয়ে দেখি কি বলেন। [নিকটে গিয়া] প্রভো! আমায় অসময়ে ডাক্‌লে কেন?

নিমাই—মা! নিশি প্রায় শেষ হয়ে আস্‌ছে। এইমাত্র জননীর ও বিষ্ণুপ্রিয়ার নিদ্রার আবেশ হয়েছে। মা! তুমি তাদিগকে গাঢ় নিদ্রা না দিলে আমি বেড়োতে পাচ্ছিনা।

যোগনিদ্রা— [গান]

বল বল প্রভো! বল অসময়ে কি হইল
কেন যাবে এ সময় চলিয়াছে কেন যাবে...

নিদ্রা দিব কি কারণে বল প্রভো! সরল প্রাণে
বাহির হবে কিছু না বলিয়া, হে বাহির হবে...
(আমায় সরল প্রাণে বল বল) (নদেবাসীর কি দোষ হ'ল)

নিমাই—মা! ভক্তিবিহীন ত্রিতাপজ্বালাদগ্ধ জীবের দুঃখে আমি আর ঘরে থাক্‌তে পাচ্ছিনা। আমি গৃহত্যাগী হ'য়ে সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে প্রেমধর্ম্ম প্রচার কর্‌ব।

যোগনিদ্রা—প্রভো! শচীমায়ের অন্ধের যষ্টি তুমি, বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণেরপ্রাণ তুমি, ন'দেবাসীর জীবন তুমি। তাঁদের এই প্রেমবন্ধন ছিন্ন ক'রে কোন প্রেমধর্ম্ম প্রচার কর্‌বে প্রভো? তুমি জগন্নাথ হ'তে চল্‌ছ। ন'দেবাসী কি জগতের কেহ নয়? নদীয়া'ক জগত ছাড়া?

নিমাই—মা! নদেবাসীর এই অপ্রাকৃত প্রেমই আমি জীবের ঘরে ঘরে বিলিয়ে দিব এবং শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনে জগত প্লাবিত কর্‌ব।

যোগনিদ্রা—প্রভো! তুমি ইচ্ছাময়। তুমি সবই কর্‌তে পার। তোমাদ্বারা একাজ সম্ভবে। কিন্তু প্রভো! নদের অবস্থা কি হবে তা কি একবার ভে'বে দেখেছ? প্রভো। আমায় কেন দোষী কর্‌তে চাও?

[গান]

তুমি হও ইচ্ছাময় তোমার ইচ্ছায় সব হয়
আমি কেন হব প্রভো! দোষী ই ই ই
তুমি হও নদের জীবন জীবের জীবনের জীবন
জীবনে মা রবে নদেবাসী॥

প্রভো! নদেবাসী সমস্ত জীবজন্তুর অবস্থা দাঁড়াবে, প্রাণ ছেড়ে গেলে দেহের যে অবস্থা হয়, এমনকি তরু গুল্মলতাও তোমার অভাবে শুকিয়ে যাবে। আর মা শচীরাণী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হবে

তাত তুমিই বুঝ।

নিমাই—নিশিও প্রায় শেষ হ'য়ে আস্‌ছে, আর বিলম্ব ক'রনা।

যোগনিদ্রা— [গান]

আমি হই যেই নারী তারাওত সেই নারী
নারী বধের পাপী হ'তে নারি ই ই ই
নিদ্রায় অভিভূত করব আমি তাহা না পারিব
কেমনে হইব তাদের বৈরী।

প্রভো! তুমি যদি প্রতিজ্ঞা কর সাধের নদে চিরকালের জন্য জলাঞ্জলি দিয়ে যাবেনা তবে তোমার অভিপ্রায় অনুসারে আমি এ কাজ কর্‌তে পারি।

নিমাই—মা এ নবদ্বীপধাম নিত্য, শচীমা আমার যুগ যুগান্তরের মা। বিষ্ণুপ্রিয়া আমার নিত্যকান্তা। ন'দেবাসী আমার নিত্য সহচর। মা! আমি সাধের ন'দে ছেড়ে আর কোথায় থাক্‌তে পারি? তবে মা! এ সময় আমায় জীব উদ্ধারণ-লীলা এভাবে কর্‌তেই হবে। আর সময় কর্ত্তন ক'রনা। তুমি আমার লীলার সহায়া হও।

যোগনিদ্রা—প্রভো! তুমি স্বতন্ত্র পুরুষ, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হৌক। এই আমি নিদ্রা দিয়ে গেলেম। [এই বলিয়া হাত বুলান]

(যোগনিদ্রার প্রস্থান) [নিমাইর বেশ পরিবর্ত্তন]

নিমাই— [গান]

যাই, যাইগো, প্রাণপ্রিয়ে
আমি যাই চলিয়ে।
কত কিছু করিয়াছি কত ব্যথা দিয়েছি
রেখনা রেখনা মনে যেওগো ভুলিয়ে
আমি যাইগো চলিয়ে।

যাই! যাওয়ার বেলা একবার মাকে ডে'কে যাই।

[শচীরাণীর মন্দির]

(গান)

একবার উঠগো, উঠ মাগো শচীরাণী,
তোমার একলা নিমাই, বিদায় হলেম
চলে যাইগো এই রজনী।
তোমায় মা মা ব'লে, (মা মা ব'লে আর ডাক্‌বে না)
(শেষের ডাক আজ ডেকে যাইগো) (মা মা ব'লে আর ডাক্‌বে না)
চলে যাইগো এই রজনী।
একবার উঠগো, উঠ মাগো শচীরাণী ॥

[কিছুক্ষণ পর]

মায়ের নিকট প্রতিশ্রুত আছি যাবার বেলা মা মা ব'লে ডেকে যাওয়া, আবার ডেকে যাই। [গান [

ও জাগ জাগ জননীগো চ'লে যায় তোর নিমাই চাঁদগো,
কোলে নিয়ে ব'স মাগো মোরে, ওগো জননীগো
কোলে নিয়ে ব'স মাগো মোরে।
নিতাই দাদা ন'দে থাক্‌বে মা বলিয়া তোমায় ডাক্‌বে
তোর নিমাই আর ডাক্‌বে নাগো তোরে ॥
(মা মা ব'লে আর ডাক্‌বে নাগো) (তোর নিমাইচাঁদ আর এমন
ক'রে মা মা ব'লে ডাক্‌বে নাগো)
সন্তান দেয় মুখে আগুন আমি দিলেম বুকে আগুন
চিতানলে যাইবে দহিয়া, ওগো জননীগো
চিতানলে যাইবে দহিয়া।
কত সাধ তোর ছিল চিতে না পারিলাম পুরাইতে
আমি মাগো অতি অভাগিয়া।
(মাগো আমায় ক্ষমা করগো) (তোমার অভাগিয়া সন্তান ব'লে
মাগো আমায় ক্ষমা করগো)

মাগো আমায় ক্ষমা কর
মাগো ধরি চরণ তোমার।

(স্বগতঃ) মাত উঠিল না। যাই এইবেলা যাই।

[কতদূর অগ্রসর হইয়া]

না! চল্‌তে পারছিনে, কে যেন পা ধ'রে টে'নে রাখছে। যাই আবার প্রিয়াকে ডেকে দেখি। [গান]

উঠগো, প্রাণাধিকে,
দেখ মোরে নয়ন ভ'রে।
তোমার সাথের সাথী, চ'লে যাইগো
পরাণ ভরে দেখ মোরে॥

করেছিলে কত আশ পূরিল না অভিলাষ
সকলি হইল নিরাশ কত ব্যথা তব অন্তরে॥
কি করিব প্রাণেশ্বরী ঘরেত আর রইতে নারি
চলিলামগো গৃহ ছাড়ি কলির জীব উদ্ধারের তরে।
বিরহ নিদাঘতাপে যখন প্রাণ যেতে চাবে
প্রাণনাথ ব'লে ডাক্‌বে দেখা পাবে হৃদয়ে মোরে॥

[দ্রুতগতিতে প্রস্থান]

৭ম অঙ্ক

(১ম দৃশ্য)

[শুক শারীর প্রবেশ]

শারী—শুক! আর চেয়ে দেখ্‌ছিস্ কি? একবার উচ্চৈঃস্বরে ডাক্ না!

শুক—শারী! লীলাময়ের লীলা বাধা দেওয়ার সাধ্য কাহারও নাই। মিছামিছি ডাকাডাকি ক'রে অপরাধে পড়বি?

শারী—তবে আমাদের কর্ত্তব্য কি শুক?

শুক—শারী ! শ্রীভগবান কালোপযোগী আবশ্যকানুযায়ী দেহ নিয়ে জগতের উপকারের জন্যই ভূলোকে এ'সে থাকেন। এবারও আমাদের প্রভু গোলকের সকল সুখৈশ্বর্য্য ভুলে গিয়ে জীবের কল্যাণের জন্যই করুণা ক'রে এজগতে স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি বিশ্বপিতা, বিশ্বমাতা, বিশ্বস্বামী, বিশ্ববান্ধব, জীবকে পাওয়া তাঁরই প্রয়োজন বেশী। তাই তিনি নাম প্রেম বিতরণের জন্য কাঙ্গালবেশে পাগল হ'য়ে বিদেশে ছুটেছেন।

শারী—বিদেশে যাওয়া বলকিরে শুক? বিদেশে গেলেত লোক আবার দেশে ফিরে আসে। তিনি যে সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন।

শুক—তুই ধামবাসী হ'য়ে সাধারণ অজ্ঞজীবের মত কথাটি বল্লে! আরে! তিনি যে জীবের সুখের জন্যই পাগল। সৃষ্টির দিকে তাকাইয়ে দেখ দেখি জীবের সুখের জন্য কত রকমের কত কি দিয়ে কেমন সুন্দর করে জগতটা সাজায়ে দিয়েছেন। তিনি সকল জীবেরই নাথ, তাই তাঁর এক নাম জগন্নাথ। মায়াবাদী সন্ন্যাসীদেরও তিনি নাথ। তাই মায়াবাদী তর্কনিষ্ঠ অবিশ্বাসী জীবকে আকর্ষণ কর্‌তে তিনি কপট সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন। তিনি একাধারে সন্ন্যাসী ও গৃহী, তিনি না হতে পারেন এমন কিছু হতে পারে না।

শারী—তা কেমন ক'রে হতে পারে শুক?

শুক—এই যে সারারাত্রি প্রভুপ্রিয়াজীর মধ্যে এত তত্ত্বকথা হ'ল তা বুঝি তুই মন দিয়ে শুনিস্ নাই? শ্রীভগবান ষড়ৈশ্বর্য্যশালী। আমাদের প্রভু সর্ব্বশক্তিমান ভগবান এইকথা সর্ব্বদা মনে রাখতে হবে। নতুবা অর্দ্ধকুক্‌টীর অবস্থা প্রাপ্ত হবে।

শারী—সে কেমন শুক?

শুক—কিছু মানা আর কিছু না মানাকে অর্দ্ধকুক্‌টী ভাব বলা হয়।

শ্রীগৌরাঙ্গ শুধু ভক্ত, ভগবান নহেন, এইভাবই অর্দ্ধকুক্কুটী ভাবের সদৃশ। তিনি স্বয়ং ভগবান হ'য়েও ভক্তভাব গ্রহণ করতে পেরেছেন ইহাই তাঁর পূর্ণতম ভগবত্তার পরিচয়। তাই তাঁর অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে একাধারে ভক্তভগবান, একাধারে রাধাকৃষ্ণ, একাধারে প্রকৃতিপুরুষ।

শারী—শুক! শ্রীগৌরাঙ্গের মধ্যে যে একাধারে দুই বিরুদ্ধভাবের সমাবেশ তাহার প্রমাণ কি?

শুক—কেন শারী! শ্রীচন্দ্রশেখর পণ্ডিতের বাড়ীতে নাটক অভিনয়-কালে তিনি পরমপুরুষ হ'য়েও ভক্তগণকে প্রকৃতি হ'য়ে স্তন্যদুগ্ধ খাওয়াইয়াছিলেন তাহা কি তুই দেখিস্ নাই?

শারী—হাঁ শুক, তাত দেখে'ছি।

শুক—শ্রীভগবান এই অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবেই হ্লাদিনী শক্তির সহিত মিলিত থেকেও আবার লীলার জন্য পৃথক পৃথক দেহধারী।

শারী—শুক! তাওত বুঝতে পেরেছি!

শুক—শারী! আরও বলি। তিনি ভগবান, কাজেই তিনি এক হ'য়েও বহু হ'তে পারেন। তিনি সর্ব্বব্যাপক, কাজেই এক-স্থানে থেকেও একইসময়ে বহুস্থানে ভক্তদের বাসনানুযায়ী লীলা আস্বাদন করতে ও করাতে পারেন। অতএব প্রভু সন্ন্যাসী হ'য়ে গেলেও তিনি নিত্যনবদ্বীপধামে রসরাজ গৌরাঙ্গরূপে নিত্যবিদ্যমান থাকবেন ইহাতে বিচিত্র কি?

শারী—সে কেমন ক'রে হ'তে পারে?

শুক—শারী যুগে যুগে লীলার মধ্যে থেকে কেন এমনকথা জিজ্ঞেস্ করলে? (সুর ধরিয়া)

শ্রীরাসমণ্ডলে কৃষ্ণ বহু হ'য়েছিল
প্রতি গোপীসনে এককৃষ্ণ দাঁড়াইল

কৃষ্ণ দরশনে নারদ গেলেন দ্বারকাতে
ঘরে ঘরে কৃষ্ণ মুনি দেখে নয়নেতে।
(এলীলায় কি তা হবে না শারী) (এযে পূর্ণতমলীলা)
এইটী শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যশক্তির বিকাশ।

শারী—কৈঃ আমাদের প্রভুরত এমন কোন ঐশ্বর্য্যলীলা দেখি নাই।

শুক—বলিস্ কি শারী? এত দেখে শু'নেও তুই উলুকের মত অন্ধ হলি! (সুর ধরিয়া)

শচীমায়ের ঘরে এল এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ
অষ্টভূজ হ'য়ে গৌর দিলেন দরশন
বিশ্বরূপ হেরিল শ্রীঅদ্বৈত গোসাই
ষড়ভূজ হেরিল শ্রীনিত্যানন্দ রায়
শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ী যাহার যাহা মনে
শ্রীগৌরাঙ্গে হেরিলগো ভক্ত জনেজনে।

এছাড়া আর কত কি আছে শারী তুমি আর আমি কি জানি।

শারী—যদি তাই হয় তবে প্রভুকে বিদেশ হ'তে দেশে আন্‌বার উপায় কি শুক?

শুক—এর একমাত্র উপায় বহির্মূখ জীব যদি অন্তর্মূখী হ'য়ে নাম ও প্রেম লাভের অধিকারী হয় তাতেই প্রভুর বিদেশে থাকবার প্রয়োজনীয়তা ক'মে আস্‌বে। তাহলেই তিনি তাঁহার অতি সাধের নদীয়াতে ফিরে আস্‌তে আর কোন বাঁধা থাক্‌বে না।

শারী—ওরে শুক! তুই যেমন পক্ষি, কথাটীও বল্লি তেমনি। আরে! কবে জীব নামপ্রেম পাবে তবে তিনি ফিরে আস্‌বেন। এতদিন কি প্রিয়াজী বেঁচে থাক্‌বেন?

শুক—শারী! তুই শ্রীনামের গুণ জানিস্ না, তাই এমন কথা বল্লি, আরে! [সুর ধরিয়া]

মা জানকী যবে ছিল রাক্ষস ভবনে
পরাণে বাঁচিয়াছিল শ্রীরামনামের গুণে,

ললিতা বিশাখা মুখে কৃষ্ণনাম শুনি
বিরহেতে বেঁচেছিল ব্রজে রাধারাণী ॥
(নামের সনে নামী আছে) (তাই বিরহিনী প্রাণে বাঁচে)

শারী—আরে শুক ! নামের সঙ্গে যে শ্রীমূর্ত্তি আছে তাহাত ক্রিয়াশীল নহেন ।

শুক— [সুর ধরিয়া] আরে বলিস কি পাগলি ?
মহারণ্যে ধ্রুবভক্ত কৃষ্ণে ডেকেছিল
মধুর মূরতি ধ'রে কৃষ্ণ দেখা দিল
স্ফটিক স্তম্ভ হ'তে প্রহ্লাদ নৃসিংহে ফুটাল
ক্রীয়াশীল হ'য়ে হিরণ্য কশিপু বধিল !
(তারে আগুন জলে রক্ষা কৈল) (শ্রীকৃষ্ণ মূরতী ধ'রে)
(ভক্তবৎসল ভগবান)

শারী ! আমাদের প্রিয়াজীও গৌরনামের অপার মহিমায় এই দুঃসহ বিরহ যাতনার মধ্যে প্রভুর সঙ্গসুখ উপলব্ধি ক'রে প্রাণে বেঁচে থাকবেন, শারী ! আরও কিছুকাল ধৈর্য্য ধ'রে দেখ আরও কি হয়।

[শুক শারীর প্রস্থান]

(শচীরাণীর গাত্রোত্থান)

শচীরাণী—একি ! একি ! আমি কি জাগ্রতা না নিদ্রিতা, আমি একি দেখ্‌লেম্ ।

অরুণ বসন, করুণ নয়ন
ঊর্দ্ধে দু'টি বাহু তুলি—
উধাও প্রাণে, ছুটিছে নিমাই
হরি হরি হরি বলি ।
পাছে পাছে মুই, ধাইনু কত
ডাকিনু নিমাই নিমাই
একি ! প্রতিধ্বনি কয়, তোমার নিমাই
নাই নাই নাই ।

আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি না সত্যই দেখ্‌ছি। [খানিক চুপ]

না! না! নিমাই আমার মিথ্যে কথা জানে না। সে আমাকে মা মা বলে ডেকে যাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। না! না! ষাট্‌ ষাট্‌।

আচ্ছা একবার বধূমাকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখিনা।

[যাইতে উদ্যত, ফিরিয়া আসিয়া, অট্টহাসি]

আমি পাগল হ'লেম নাকি? ছেলে আমার বধূমাতার সঙ্গে সুখে নিদ্রা যাচ্ছে, আমি তাদের ঘুম ভাঙ্গাতে যাচ্ছি। আরে! আমার এমন কপাল ভাঙ্গলে কি আমার লক্ষ্মীবৌমা এমন নীরবে থাক্‌তে পারে? যাই ঘুমুইগে। রাত্রি এখনও কিছু আছে। (করযোড়ে) হে মধুসূদন! বাকী রাত্রটুকু ভালয় ভালয় কটিয়ে দেও।

[শয্যায় শায়িত]

(বিষ্ণুপ্রিয়ার গাত্রোত্থান, প্রভুকে শয্যায় তালাস)

বিষ্ণুপ্রিয়া—একি নাথ! প্রাণনাথ! প্রভো! কোন সাড়াশব্দ যে পাচ্ছিনে! প্রাণবল্লভ! হৃদয়েশ্বর! কোথা গেলে?

[শচীরাণীর মন্দিরের দিকে দ্রুতগতিতে অগ্রসর]

(গান)

জাগনি, মা ঠাকুরাণী, প্রাণনাথ মোর কোথায় গেল।
কাল ঘুমে রে'খে, চলে গেল, মরম কথা বলিল॥

(শচীরাণীর উত্থান)

শচীরাণী—একি! বৌমা ডাক্‌ছে না?

[অগ্রসর হ'য়ে]

বৌমা! নিমাই! নিমাই কোথা গেল? চল! ভাল ক'রে আলো দিয়ে তোমার শয়ন মন্দির খুঁজে দেখি।

[বিষ্ণুপ্রিয়ার মন্দিরে দ্রুতগতিতে আসা]

বিষ্ণুপ্রিয়া—মা! এইযে প্রভুর গলার হার, এইত প্রভুর পায়ের নূপুর।

[গান]

নূপুর কেন বাজ্‌লেনারে

(আমার প্রাণবন্ধুয়া যাবার কালে) (নূপুর কেন বাজ্‌লেনারে)

(বিষ্ণুপ্রিয়া জাগ ব'লে) (নূপুর কেন বাজ্‌লেনারে)

[সুর ধরিয়া]

বজ্রধ্বনি করিতে তুই রহিলি নূপুররে

কালসর্প হ'য়ে কেন রইলি গলার হাররে।

(আমায় দংশন কর্‌তে কেন রইলি) (বন্ধুর সাথে কেন গেলিনা)

[মূর্চ্ছা]

শচীরাণী—ওকি ! মা বিষ্ণুপ্রিয়া ! তুই কি করিস্ মা !

বাপ নিমাই কি করিলি— [মূর্চ্ছা]

[শুক শারীর প্রবেশ]

শারী—শুক ! এইযে সব ফুরায়ে গেল, নদীয়া যুগলের কথা এ জগত হ'তে বুঝি উঠে গেল।

শুক—কেমন ক'রে শারী ?

শারী—প্রভু প্রিয়াজীকে ছে'ড়ে চলে গেলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াও মৃত প্রায়। আর কি যুগলমিলন হবে ?

শুক—শারী ! যুগে যুগেইত এমন হয়েছে।

[সুর ধরিয়া]

শ্রীরামচন্দ্র বনবাসে পাঠাল সীতারে

রামভক্ত সীতারাম ভজে কেমন করে।

ব্রজ হৈ'তে কৃষ্ণ গেল মথুরা দ্বারকায়

কৃষ্ণভক্ত কেমন ক'রে রাধাশ্যাম ভজয়।

(মর্ম্মীভক্ত ভজিবে) (গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া যুগল)

আচ্ছা শারী ! তোকে একটি কথা জিজ্ঞেস করি, উত্তর দে দেখি। একটি বলবান বড়লোক নদীর তীরে বেড়াতে গিয়ে দেখ-

লেন নদীর মধ্যে কতকগুলি লোক নৌকাডুবিতে পড়েছে, তিনি তৎক্ষণাৎ জামা জুতা ছেড়ে নদীর উত্তাল তরঙ্গে ঝাঁপ দিয়ে আরোহী-সহ নৌকাটিকে রক্ষা ক'রে কূলে আন্‌লেন। কূলে উঠে ঐ আরোহীদের কি করা কর্ত্তব্য ?

শারী—তাদের কর্ত্তব্য উপকারী ব্যক্তির দেহ মুছিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি শুষ্ক বেশ পড়িয়ে দেওয়া।

শুক—আর কিছু নয়কি শারী ?

শারী—যদি তারা হৃদয়বান অতিকৃতজ্ঞ লোক হয় তবে তাদের প্রাণদাতাকে বাড়ী পর্য্যন্ত পৌছিয়ে দিয়ে ঐ দয়াল পুরুষের অতি পুণ্যবতী গর্ভধারিণী ও সহধর্ম্মিনীর নিকট তাঁর গুণ-কীর্ত্তন ক'রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

শুক—শারী! এখানেওত এই অবস্থা, কলিহত জীব দুস্তর ভবসাগরে প'ড়ে মায়ামোহে হাবুডুবু খাচ্ছে, আমাদের দয়াল প্রভু তাদের উদ্ধারের জন্য নিজের সুখ সম্পদ ছেড়ে দিয়ে দুঃখসাগরে ঝাঁপ দিয়েছেন। জীবের কি উচিত হবেনা তাঁকে সঙ্গে ক'রে চির-দুঃখিনী শচীমায়ের নিকট ও অনাথিনী বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট প্রভুকে নিয়ে এসে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ? তা হবে শারী! একটু অপেক্ষা ক'রে দেখ। [উভয়ের প্রস্থান]

(নিতাইয়ের প্রবেশ)

নিতাই—(স্বগতঃ মধ্যপথে)

সারারাত্রি আর ঘুম হয়নি! প্রাণ ছট্‌ফট্‌ কচ্ছে। বুক বিদীর্ন হয়ে যাচ্ছে, নিশ্চয়ই ন'দের প্রাণ সাধের ন'দের বুকে দাবানল জ্বালিয়ে দিয়ে ছু'টে পালিয়েছে, এ আগুনে না জানি কি হয়। যাই, অভাগিনীদের কি অবস্থা একবার দেখিগে।

[একটু দূর হ'তে দেখে]

যা ভাবছিলেম তাইই হয়েছে। ভাই নিমাইরে! একি তোর মনে ছিল? দুঃখিনী একমাত্র নিমাই ধনে ধনি মা শচীরাণীকে চির-দুঃখিনী ক'রে, সরলা অবলাবালা প্রেমের প্রতিমা বিষ্ণুপ্রিয়াকে অনাথিনী ক'রে, তোর সাধের নদীয়ার ঘরে ঘরে কালানল ধরিয়ে দিয়ে ভাইরে! তোর মনের কি সাধা সাধিবে? ভাই। তুমি ইচ্ছাময় স্বতন্ত্র পুরুষ, তোমার ইচ্ছার গতিরোধ করবে কে? ভাইরে! তুইত অনন্তপথে চলিলি, আমাকে কেন এই দাবানলে পুড়ে মরতে রেখে গেলি? [কতক্ষণ নীরবে থাকিয়া চক্ষু মুছিয়া]

যাই একবার মাকে ডেকে দেখি। [গান]

উঠগো মা শচীরাণী শুনগো আমার বানী
নয়ন মেলি দেখগো চাহিয়ে।
(আমি তোর নিতাই এসেছি) (একবার নয়ন মেলে চেয়ে দেখ মা)

[শচীরাণীর গাত্রোত্থান]

শচীরাণী— (গান)

আয়রে বাপ্ আয়রে কোলে
আমায় না বলিয়ে কোথা গেলি।
(একবার মা মা ব'লে ডাকরে নিমাই)
(একবার কোলে এ'সে ব'সে বাপ্‌রে)

নিতাই—মা! আমি তোমার নিতাই।

শচীরাণী—ওকে বাপ্ নিতাই! আমার নিমাইকে কোথায় রে'খে এলি। আমার দুঃখিনীর ধন কোথায়রে বাপ্?

নিতাই—মা মা!

[বিষ্ণুপ্রিয়ার মূর্চ্ছাভঙ্গ]

বিষ্ণুপ্রিয়া—মা! মা! তোমায় মা মা ব'লে কে ডাকলে?

শচীরাণী—মা লক্ষ্মী ! সুস্থির হও মা ! ঐইযে নিতাই এসেছে, কি বলে শোন।

বিষ্ণুপ্রিয়া— [উপর দিকে চেয়ে কাঁদ কাঁদ স্বরে]

মা ! আর কি শুন্‌ব ? ঐ দেখ পাখীগুলি কেমন অঝোর নয়নে ঝুর্‌ছে। [গান]

পাখী কেন ডাকলিনারে
অভাগিনীর নাম ধরিয়ে ॥
(বিষ্ণুপ্রিয়া জাগ ব'লে) (প্রাণবন্ধুয়া যাওয়ার কালে)
ও উড়ে যারে নদের পাখী খোঁজে তোরা আয়রে দেখি
প্রাণনাথ মোর কোথায় বিহরে
প্রাণনাথ মোর কোথায় বিহরেরে
প্রাণনাথ মোর কোথায় বিহরে।
(দেশ বিদেশে উ'ড়ে যারে) (প্রাণনাথকে খোঁজে আরে)
(ত্বরা ক'রে যারে পাখী)
(আমার প্রাণ যাওয়ার নাইরে বাকী)

ওকি ! তোরা নিশ্চল হ'য়ে ব'সে র'লে কেন ? বুঝেছি, তোরা এ অভাগিনীর দুঃসময়ের সহায় হবি না।

(গান)

ও তোমায় বলি ওহে পবন অঙ্গগন্ধ করি বহন
এনে দাওহে মোরে ত্বরা করি
অঙ্গগন্ধ অনুসরি যাব আমি দৌড়ি দৌড়ি
আন্‌ব নাথে শ্রীচরণ ধরি !

ও একি ! আমার ভাগ্যদোষে তুমিও নিশ্চল হ'য়ে পড়লে ?

[গান]

আমার এক নিবেদন রেখ পবন
(আমায় অভাগিনী জেনে তুমি, এই নিবেদন রেখ পবন)

পবনের প্রতিনিধি—তোমার কি নিবেদন ?

বিষ্ণুপ্রিয়া— [গান]

নিদাঘ তপনে নিদ্রা বিচরণে
যথনে থাকিবে বন্ধু
শীতল হইয়ে অঙ্গ পরশিয়ে
শুকাইতে ঘর্ম্ম বিন্দুরে পবন
শুকাইতে ঘর্ম্ম বিন্দু।
বল মাগো বসুন্ধরে বলি তোমায় পায়ে ধরে
কোথায় আছে প্রাণনাথ মোর।
(তোমার কিছু নাই অগোচর) (প্রাণবন্ধু মোর কোথা বিহরে)
(তোমার শীতল বুকে স্থান দিওগো) (নাথ মোর যবে ধূলায় লুটাবে)

নিতাই—(স্বগতঃ) না! আর সইতে পারিনা, নিমাই! একি করিলি ভাই ?

না! না! কঠিন প্রাণ! আরো কঠিন হও। এখন গ'লে যাওয়ার সময় না। বজ্রাদপি বজ্র হও।

বিষ্ণুপ্রিয়া— [গান]

ওহে দিবাকর হ'য়োনা প্রখর
মধ্যাহ্ন প্রচণ্ড তাপে
প্রাণনাথ মোর হইয়া অধীর
বিচরিবে রোদে যবে।
(মেঘের আড়ালে চ'লে যেও) (আমার এই অনুরোধ মনে রেখহে)
ও বলি তোমায় সুধাকর তুমিত সুধার আকর
সুধা দিয়ে ক্ষুধা নিবারিওহে
সুধা দিয়ে ক্ষুধা নিবারিও।
(নাথের ক্ষুধার বেলা সুধা দিও) (আমার এ মিনতি মনে রেখ)

তোমায় বলিহে জলদ রেখ অনুরোধ
না বর্ষিও প্রাণনাথে
যখন হ'য়ে দিশেহারা হবে পাগল পারা
বেড়াইবে পথে পথে
(চ'লে যেও বায়ুভরে) (বর্ষিওহে স্থানান্তরে)

শচীরাণী—হা আমি কি হতভাগিনী! এই সোনার প্রতিমাকে সাধ ক'রে ঘরে এনে কেন আঁধার ক'রে দিলেম। মৃত্যু তুমি কোথায়? [এই বলিয়া মূর্চ্ছা যাওয়ার উপক্রম, নিতাই তাড়াতাড়ি ধরিয়া]

নিতাই—মা! মা! কর কি? এখন অধীর হওয়ার সময় না মা। একটু ধৈর্য্য ধর। আমার কথা শোন।

বিষ্ণুপ্রিয়া—মা! আমি অতি অভাগিনী, আমার কথায় কেহ সাড়া দিবে না। আমি একবার খোঁজে আসি।

[এই বলিয়া যাইতে উদ্যত, শচীরাণী কোমরে ধরিয়া রাখা]

[গান]

মা! যাই যাই যাই ত্বরা ক'রে যাই
খোঁজে দেখি পাই কিনা পাইগো।
নগরে প্রান্তরে কি গিরী গহ্বরে
দোয়ারে দোয়ারে সুধাব জনেরে
দাও দয়া ক'রে প্রাণনাথ মোরে
ছেড়ে দাও মোরে যাইগো।

শচীরাণীর কান্ধে মাথা হেলাইয়া দেওয়া।

নিতাই—মা! বউমা! তোমরা এমন ক'রে প্রাণ ছেড়ে দিলে আমি কার আকর্ষণে নিমাইকে ফিরিয়ে আন্‌তে পারব? তোমরা সুস্থ হও। আমি চল্লেম, এই প্রতিজ্ঞা করলেম মা।

নিমাইকে এনে তোমায় দেখাব। [শচীরাণীর পায়ের ধূলা নিয়ে প্রস্থান] (শচীরাণী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রস্থান)

(২য় দৃশ্য)

[শুক শারীর প্রবেশ]

শারী—শুক ! এখন আমাদের কি কিছু কর্ত্তব্য নাই ?

শুক—শারী ! আমরাওত জীব, আমাদের এ অবস্থায় যথেষ্ট কর্ত্তব্য আছে। জীবের দুঃখ মোচনের জন্য তিনি মায়াধীশ হয়েও মায়ারাজ্যে আস্‌লেন, জীবের জন্য তিনি চিরদুঃখিনী বৃদ্ধা শ্রীশচীমাকে অকুলসাগরে ভাসায়ে তাঁর হ্লাদিনীশক্তি ননীর পুতুলি বক্ষ বিলাসিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াজীকে অনাথিনী ক'রে বিরহ চিতানলে ফেলে দিয়ে গেলেন, জীবের জন্য তিনি সর্ব্বেশ্বর হ'য়েও দুঃখের অনন্ত পথের পথিক হলেন, আমরা জীব তাঁর নিত্যদাস—তাঁদের সুখের জন্য আমাদের কিছু করবার নাই ইহা চির নরকপন্থি অতি কৃতঘ্নের কথা।

শারী—শুক ! তোমার কথা শুনে আমার শরীর শিহরে উঠ্‌ছে। কি কর্‌তে হবে শীঘ্র বল।

শুক— [গান] (দশকোষী)

চলগো, ওগো শারী
যাইগো মোরা উড়ি উড়ি
যাব দেশ বিদেশে গৌর উদ্দেশে
চল যাইগো উড়ি উড়ি।

(মোরা চল যাইগো উড়ি উড়ি) (গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া নামের জয়ধ্বনি করি)

শারী! আমরা পক্ষিজাতি, আমাদের আর কি শক্তি আছে? আমরা নিত্য নবদ্বীপ ধামের শ্রীশচীমায়ের আলয় স্মরণ মননে রেখে নদীয়াযুগল নামের জয়ধ্বনি ক'রে ক'রে চল ঘু'রে ঘু'রে উড়ে বেড়াই।

শারী—তাতে কি হবে শুক?

শুক— [সুর ধরিয়া]

এক কাজ হবে জীব নিবে হরিনাম
নদীয়া বিনোদ তবে আস্‌বে ন'দে ধাম।

শারী। আমাদের মুখে গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া নামটী শু'নে শু'নে যদি কৃতজ্ঞ জীব এই শ্রীনামটী গ্রহণ ক'বে, তবে জীবের হরিনাম নেওয়া হবে, তাতে প্রভুর আর দেশান্তরে থাক্‌বার আবশ্যকতা থাক্‌বে না।

শারী—গৌরনাম নিলে জীবের হরিনাম নেওয়া হ'ল কিসে?

শুক—শারী! তুই পণ্ডিতের দেশে থেকে দেখি অপণ্ডিত হলি। তুই শাস্ত্রের কথা কিছুই জানিস্‌ না।

শারী—শাস্ত্রে কি বলে শুক?

শুক— [সুর ধরিয়া]

গৌরনাম হরিনাম একই যে হয়
ভাগবত বাক্য এই কভূ মিথ্যা নয়।

এযে একবারে ভাগবতের কথা।

শারী—আর কি কাজ হবে শুক?

শুক— [সুর ধরিয়া]

ও জীবের মুখে শুনি গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া ধ্বনি
প্রেমময়ীর লাগি কান্দি উঠিবে পরাণি।

(আপন হ'তে জেগে উঠবে) (প্রেমময়ীর কথা প্রাণে)

শারী! প্রেমময়কে প্রেমিকার কথা মনে করাইয়া দিলে প্রেমময়ীর দিকে আপনি চিত্ত ধাবিত হবে, তাতেই মিলনের পথ সুগম হবে।

শারী—তাকি আর হয় শুক ?

শুক—কেন শারী ! যুগে যুগেইত হ'য়ে এসেছে।

লবকুশের মুখে রাম শুনি রামায়ণ
সীতারে আনিতে রামের হইল মনন।

(অযোধ্যাতে আনিলগো) (বাল্মিকীর তপোবন হতে)

কৃষ্ণ যখন মথুরাতে রাজা হয়েছিল
গন্ধর্ব্বগণ ব্রজলীলা অভিনয় কৈল।

(রাজা কৃষ্ণের মনে হল) (রাধারাণীর প্রেম মূরতি)

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব্বভাব মনে প'ড়েই রাধাকৃষ্ণ মিলনের উপায় হ'ল।

শারী—আচ্ছা শুক ! এমন প্রেমময়ীর কথা প্রভু ভু'লে যাবেন তবে তিনি কিসের প্রেমময় ?

শুক—শারী ! তোকে প্রতি কথাই আমার বুঝায়ে বল্‌তে হলে আমার প্রাণান্ত। দেখ্‌ ! শ্রীভগবান যখন ভূলোকে লীলা কর্‌তে আসেন তখন লীলাসহায়িনী মা যোগমায়া সঙ্গে থাকেন। তিনি লীলাময় ও লীলাময়ী উভয়কেই নিজতত্ত্ব ভুলায়ে রাখেন। নতুবা জীবের প্রাণস্পর্শিলীলা হতে পারে না।

শারী—তাহলে শুক ! শীঘ্র ক'রে আমরা এই উপায় অবলম্বন করি চল। [গান]

শুক— বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণবল্লভ গৌর বিনোদিয়া

শারী— শ্রীগৌরাঙ্গের প্রাণপ্রেয়সী রাণী বিষ্ণুপ্রিয়া।

[গাইতে গাইতে প্রস্থান]

৩য় দৃশ্য

[পাগলিনী শচীরাণী ও শ্রীবাসের প্রবেশ]

শ্রীবাস—(স্বগতঃ) আজ একি হল ? যে সুরধুনির বাতাসে সকল

অবসাদ দূর হ'য়ে শরীর শিহরে উঠ্‌ত, যে সুরধুনির স্নানে দেহমনের তাপ দূরে যে'ত, যে সুরধুনির স্নানে প্রাণে আনন্দ নে'চে উঠ্‌ত, আজ কেন এমন হ'ল ? আজ কেন প্রাণটা ভে'বে ভে'বে ছটফট কর্‌ছে ? না জানি কি আসন্ন বিপদ উপস্থিত।

শচীরাণী—ভাল হয়েছে, বিষ্ণুপ্রিয়া ঘুমিয়েছে। যাই এইবেলা খোঁজে আসি। [এই ব'লে ঘরের বাহির হয়ে রাস্তায় যাওয়া]

[গান]

তোমরা নি দেখেছ আমার নিমাই যেতে এই পথে ?
ওগো, অরুণ বসন, করুণ নয়ন, ঢ'লে পড়ে মাটিতে

শ্রীবাস—(স্বগতঃ) একি ! এযে মা শচীরাণী, পাগল হ'য়ে ছুট্‌ছে, সর্ব্বনাশ হয়েছে ! মা ! কি হয়েছে, মা ! শীঘ্র বল।

শচীরাণী— [গান]

সে যে চারিহাত প্রমাণ ও তার কমল নয়ন
আজানুলম্বিত বাহু তু'লে উর্দ্ধেতে।
তোমরা নি দেখেছ যেতে আমার নিমাই এই পথে।

শ্রীবাস—(স্বগতঃ) উঃ বুঝেছি, আর বুঝবার বাকী নাই। মা ! আমি তোমার শ্রীবাস। তুমি বাড়ী আস মা ! আমি তোমার নিমাইয়ের জন্য যাচ্ছি।

যাদব—আর যে সইতে পাচ্ছিনা। জলন্ত অনলে অস্থিপঞ্জর অঙ্গার হ'য়ে যাচ্ছে।

ঈশান— পণ্ডিত ! এখন আমার উপায় কি, উপায় কি ?
[মূর্চ্ছা]

[শ্রীবাস ও মালিনীর প্রবেশ]

শ্রীবাস—এখন প্রভুর নামছাড়া উপায় নাই, গৌরনাম কীর্ত্তন।
[মূর্চ্ছা ভঙ্গ]

শ্রীবাস—মালিনী! সর্ব্বনাশ হয়েছে, আমাদের প্রাণের ঠাকুর ন'দে ছেড়ে চ'লে গেছেন। মা শচীরাণী পাগলিনী হয়ে বে'র হয়ে পড়েছেন, দেবী বোধহয় প্রাণে বেঁচে নেই। তুমি শীঘ্র যাও, আমিও তালাসে যাচ্ছি। [প্রস্থান] (ফিরে এ'সে) দেখ এক কাজ ক'র, শ্রীচন্দ্রশেখর পণ্ডিতকে এ খবরটা দিয়ে মা সর্ব্বজয়া ঠাকরুণকে সঙ্গে নিয়ে যেও। আমরা না আসা পর্য্যন্ত তাঁদের বাঁচিয়ে রাখ্‌তে হবে।

মালিনী—ওমা! বলে কিগো! আমিযে চল্‌তে পার্‌বনা।

শ্রীবাস—দুর্ব্বল হওনা, কাজের সময় কাজ কর। [উভয়ের প্রস্থান]

(চন্দ্রশেখরের বাড়ী)

[মালিনীর প্রবেশ]

মালিনী—আপনারা কোথায়গো, সর্ব্বনাশ হয়েছে। নিমাই নাকি গৃহত্যাগ ক'রে চ'লে গেছেন। মা শচীরাণী পাগলিনী, প্রিয়াজী বোধ হয় বেঁচে নেই। আমাদের বাড়ীর তিনি তালাসে গেছেন।

[চন্দ্রশেখর ও সর্ব্বজয়ার প্রবেশ]

সর্ব্বজয়া—মালিনী! কি বল্‌ছ?

মালিনী—ওগো! আমি সত্যি বল্‌ছি। চলুন শীগগীর ঐ বাড়ীতে যাই, আর ইনিকেও কাঠোয়া যেতে বলুন।

[উভয়ের প্রস্থান]

চন্দ্রশেখর—বাপ নিমাই! একি কর্‌লি বাপ্! তোর পিতা পরলোকে। আমি তোর পিতৃস্থানীয়, আমাকে শেষ বয়সে দুঃখের স্রোতে ভাসাতে কি এই কবিলি, যাই। [প্রস্থান]

(শচীরাণীর বাড়ী)

শচীরাণী—(স্বগতঃ) নিমাই শাক বড় ভালবাসে, বৌমা সুরধুনীতে নেয়ে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি ক'রে শাক তুলে দেইগে।

আহা মা আমার পূর্ণ লক্ষ্মী। আমার নিমাই কি দিয়ে খাবে, কেমনে সুখে থাক্‌বে সর্বদা সখিদের সঙ্গে এই নিয়েই ব্যস্ত। যাই [শাক তুলিতেছে]

[সর্বজয়া ও মালিনীর প্রবেশ]

সর্বজয়া—মালিনী দেখেছ, এর মধ্যেই নিমাই বিহনে শচীরাণীর কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে। নিমাইয়ের জন্য শাক তুল্‌ছে। আহা নিমাই! তুই পণ্ডিত হ'য়ে একি করলে বাপ্‌, একবার পরিণাম চিন্তা করলে না। [গান]

কোথা গেলে, বাপ্‌রে নিমাই পাগল হইয়া
পাগলিনী শচীরাণীর বুকে আগুন দিয়া।
(একবার তুই ভাবলিনারে) (পরিণামে কি হইবে)
(এ আগুনে সব জ্বলিবে) (নাথের ন'দে পু'ড়ে ছারখার হবে)
ন'দের প্রাণ তুই ন'দে তোর প্রাণ
কেমনে ছাড়িবে
ন'দেবাসী বিনে কে তোর
মরম বুঝিবে ?
(একবার ত্বরা ক'রে আয়রে বাপ্‌) (যদি ন'দে রাখতে চাও বাছাধন)

[সর্বজয়া ও মালিনীর দিকে ফিরিয়া]

শচীরাণী—ওকে! বোন সর্বজয়া ও মালিনী এসেছ, ভাল হয়েছে। বৌমা নে'তে গিয়েছে। তোমরা তার পাকের সাহায্য ক'রে দাও। নিমাই আমার নিতাই ও ভক্তদের নিযে শীগগীরই বাড়ী আস্‌বে। এই আমি শাক তুলে এনেছি।

মালিনী—আচ্ছা মা যাচ্ছি। [এই বলে চক্ষে কাপড় দেওয়া]

শচীরাণী—একি মালিনী এর মধ্যে তোর কি হ'ল ? [চতুর্দিকে চেয়ে] (স্বগতঃ) উঃ আমার নিমাই কোথায় ? আমার বৌমা কোথায় ?

[গান]

কোথা গেলে বাপ্‌রে নিমাই আমারে বধিয়া
কেমনে রাখিব আমি বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া ?
(সেত আর প্রাণে বাঁচবে না) (তুই বিনে সে কিছু জানেনা)
কি করিলি বাপ্‌রে নিমাই
কিছু না বুঝিয়া
কি ধরম লভিবে বাপ্‌রে
মোদেরে বধিয়া।
(ত্বরা ক'রে আয়রে বাপ্‌) (কোলের বাছা কোলে আয়রে)
(নারী বধের পাতকী হস্‌নে)
(আমার হিয়ার মাণিক আয়রে বাপ)
[মূর্চ্ছা]

মালিনী—ঠাকরুণ ! এখন উপায় কি ? তিনি বলে গিয়েছিলেন যেভাবেই হউক তারা ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তাঁদের বাঁচিয়ে রাখ্‌তে, তাতো হ'ল না। [এই বলিয়া ক্রন্দন]

সর্বজয়া—মালিনী ! এখন রোদনের সময় না। বিপদহারী শ্রীভগবানের নাম নিয়ে শুশ্রুষা কর্‌তে থাক। (স্বগতঃ) হা গৌর একি করলে।

[শচীরাণীর মূর্চ্ছাভঙ্গ]

শচীরাণী—তোরা কেগা। আমার নিমাইকে ডাক্‌লে ? আমার নিমাই কোথায়গা।

সর্বজয়া—দিদি !

শচরাণী—ওকে সর্বজয়া ! বোন আমি একি দেখ্‌লেম ?

[গান] (শোন ব্রজরাজ স্বপনেতে আজ)
শোন সর্বজয়া শোন মন দিয়া
স্বপনেতে নিমাই মোরে দেখা দিলে।

ও তার ধূলামাখা গাত্র   জলভরা নেত্র
বল্লেম, তুই কেন বাপ্ এমন হলে ?
ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে   কত আবদার ক'রে
বল্লে, খেতে দাও মা মোরে   অতি শীঘ্র ক'রে
নয়ত যাবগো চ'লে।
বল্লেম, ধূলা সর্বাঙ্গেতে   যারে বাছা নে'তে
নইলে, খেতে দিব নারে অবোধ ছেলে।
মান ভরে নিমাই   ফিরি ফিরি চেয়ে
গেলগো চলিয়ে   আরত আসে নাই
তারে, পাই কোথা গেলে।
নিমাই বিনে প্রাণে   ধৈর্য নাহি মানে
করগো বিধান সকলে মিলে।

আকাশবাণী—   [গান]

হরিবল, হরিবল হরিবল হরিবল হরিবল হরিবল ভাইরে
হরিনাম বিনে আর কলির জীবের অন্য গতি নাইরে।

সর্বজয়া—দিদি। ঐ শোন, হরিবল ধ্বনি শুনা যাচ্ছে, নিমাই সকলকে নিয়ে শীগগীরই আস্‌ছে। চল আমরা তাড়াতাড়ি নেয়ে আসি। [যাইতে উদ্যত]

শচীরাণী—মালিনী! আমার বৌমা কোথায় ?

[কাঞ্চনা ও অমিতাসখির প্রবেশ]

মালিনী—ঐ কাঞ্চনা ও অমিতা এসেছে, তারা আপনার বৌমাকে নিয়ে এখনই নেতে যাবে। চলুন আমরা শীঘ্র যাই।

[শচীরাণী, সর্বজয়া ও মালিনীর প্রস্থান]

(৪র্থ দৃশ্য)

অমিতা—কাঞ্চনা দিদি! আমার গা কাঁপছে, প্রাণ ছট্‌ফট্ কচ্ছে, (চোখে কাপড় দিয়া) সাধের চাঁদের হাট বুঝি ভেঙ্গে গেল।

কাঞ্চনা—অমিতে ! ঐ দেখ, সখি এদিকে ছুটে আস্‌ছে, চল আমরা আড়ালে থেকে তাঁর অবস্থা দেখি। এখন স্থির হও।

[আড়ালে যাওয়া]

(আলুলায়িত কেশে বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রবেশ)

বিষ্ণুপ্রিয়া—(স্বগতঃ) প্রভু বলে গেছেন আজ শীগগীরই শ্রীবাস অঙ্গন হ'তে আস্‌বেন। সখিরাত এখনও পুষ্পশয্যা রচনা করলে না। যাই ! আজকে আমি নিজেই মনোমত ক'রে করে নেই। পুষ্পশয্যা না হ'লে প্রাণনাথের কোমল অঙ্গে ব্যথা পাবে। [এই ব'লে পুষ্পশয্যা রচনা]

কাঞ্চনা—অমিতে ! এইযে পুষ্পশয্যা রচনা হচ্ছে এরপর কি অবস্থা আস্‌বে ?

অমিতা—দিদি ! তাইত ভাব্‌ছি।

কাঞ্চনা—অমিতে ! মহাভাবময়ীর এই ভাব আমাদের ভঙ্গ করা ঠিক হবেনা। এইভাবের ভাবে যতক্ষণ থাকে ততই মঙ্গল। আমরা চুপ ক'রে দেখি আরো কি করে।

বিষ্ণুপ্রিয়া—(স্বগতঃ) শয্যা রচনাত হ'ল, সখিরাত এখনও এ'ল না। যাই, আমিই আজ প্রাণনাথের জন্য মালা গাঁথি, প্রভু আমার বনফুলের মালা বড় ভালবাসেন।

[উঠিয়া ফিরিয়া কাঞ্চনা ও অমিতার দিকে চাহিয়া]

সখি ! তোরা এতক্ষণ কি করিলি, এখনও মালা গাঁথা হ'ল না। প্রভু আমার আমার আজ শীগগীরই কীর্ত্তন হ'তে বাড়ী আস্‌বেন। আচ্ছা ! বলত সখি ! প্রভু যখন কীর্ত্তনে মাতোয়ারা হ'য়ে কঠিন ভূমিতে পড়েন তখন তাঁর নবনীত কোমল অঙ্গে কি ব্যথা পায় না। ভক্তেরা ইহা দেখে কি সুখ পায় ?

কাঞ্চনা—সখি ! তুই বুঝিস্‌ না। গৌরসুন্দর তোর যেমন প্রাণ বসুন্ধরারও তেমনি প্রাণ। তোর হৃদয় যেমন কুসুমের

চেয়েও সুকোমল, প্রভু যখন ভূমিতে পড়তে চান বসুন্ধরাও দুগ্ধফেননিভ হ'য়ে প্রভুকে বক্ষে ধারণ করেন। এছাড়া মা সর্ব্বদাই নিতাইকে সাবধান ক'রে দেন যেন তাঁর নিমাইয়ের শ্রীঅঙ্গে কোন আঘাত না লাগে। তাই নিতাই সর্ব্বদাই প্রভুকে রক্ষা করেন।

[অমিতার দিকে চেয়ে]

বিষ্ণুপ্রিয়া—ওকি অমিতে! তুই কাঁদছিস কেন? ওকি কাঞ্চনা! তুইও যে কেঁদে ফেল্লি! উঃ বুঝেছি বুঝেছি।

[গান]

আমার কপাল বুঝি ভেঙ্গে গেছেগো, ওগো সখি,
প্রাণনাথ বুঝি আর আসবে না,
কপাল বুঝি ভেঙ্গে গেছেগো, ওগো সখি।

[অমিতার ক্রন্দন]

কাঞ্চনা—বোন অমিতা। এখন ক্রন্দন সম্বরণ কর। এসময় আমাদের ক্রন্দনের সময় না, আমাদের উপর যে গুরুভার পড়েছে, আমাদের হৃদয়ের আগুন হৃদয়ে চেপে রেখে প্রিয়াজীর প্রাণ বাঁচাতে হবে।

অমিতা—(চক্ষু মুছিতে মুছিতে প্রিয়াজীর অঙ্গ নাড়িয়া)

[গান]

কি করিলে কোথায় গেলে
পাষাণে বান্ধিয়া হিয়া
দে'খে যাওহে প্রাণবন্ধুহে
মরে তোমার বিষ্ণুপ্রিয়া।

(তোমার অদর্শনে আর বাঁচে নাহে) (জল বিনে মীন কেমনে বাঁচে)
(আমরা মুখের কথায় আর কত সময় কয়দিন রাখব) (অদর্শনে আর বাঁচে নাহে)

(ত্বরা ক'রে এস বন্ধু) (ওহে বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয় মাণিক)
(আর লুকুচুরি সাজে নাকে) (ত্বরা ক'রে এস বন্ধু)

কাঞ্চনা—অমিতা! আমার মনে হয় প্রাণবন্ধুকে আমরা মরম বু'ঝে মনের মত সেবা কর্‌তে পারি নাই। তাই আমাদের দোষে, আমাদের অপরাধেই ন'দের প্রাণ, শচীমায়ের নয়নমণি, বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণবল্লভ ন'দে ছেড়ে চলে গেছেন। আমাদের অপরাধে গৌরাঙ্গ বিরহানলে ন'দের পশুপক্ষি, তরু, গুল্মলতা যাবতীয় বস্তুর এর মধ্যেই কি দশা হয়েছে চেয়ে দেখ। এ অনলে না জানি কি হয়।

অমিতা—দিদি! আমি শুনেছি "সর্ব্বমহাপ্রায়শ্চিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ-নাম"। চল আমরা তাঁর নামাশ্রয় ক'রে সর্ব্ব অপরাধ হ'তে মুক্ত হই। তা হ'লে তাঁর কোমলপ্রাণে অবশ্যই দয়া হবে। [গান]

অমিতা— গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর রক্ষ মাং
কাঞ্চনা— গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর পাহিমাং।

[গৌরনাম শু'নে প্রিয়াজীর মূর্চ্ছাভঙ্গ]

বিষ্ণুপ্রিয়া—সখি! কি মধুরনাম শুনালি, এমন মৃতসঞ্জিবনী নামত আর শুনিনি। [গান]

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিলগো
প্রাণবন্ধুয়ার নামে মোরে অমিয়া সিঞ্চিলগো।
(বল বল সখি আবার বলগো) (এই অমিয় মাখা বন্ধুয়ার কথা)
(বলে আমার প্রাণ বাঁচাগো) (বল বল সখি আবার বলগো)

সখি! না জানি আমার কোন অপরাধে এমন হ'ল।

[গান]

সুখের লাগিয়া সংসার পাতিনু
হইলাম কুলের বালা

অসময়ে বিধি বন্ধু হ'রে নিল
বাড়িল দ্বিগুণ জ্বালা, গোসখি
বাড়িল দ্বিগুণ জ্বালা।
বন্ধুর অদর্শন সহিতে নারিগো
কোথা গেলে তাকে পাব
ওগো বিরহ বহ্নিতে জর জর তনু
বুঝিবা মরিয়া যাব, গোসখি
বুঝিবা মরিয়া যাব।
(তোরা আমায় ব'লে দেগো) (আমি কি করিব কোথায় যাব)
(আমি আরত সইতে পারিনাগো) (প্রাণনাথের বিচ্ছেদ অনল)

কাঞ্চনা—সখি! ধৈর্য্য ধর, আমার কথা শোন্।

বিষ্ণুপ্রিয়া—সখি! কিসে আমি ধৈর্য্য ধরি তাই আমায় বল।

কাঞ্চনা— [গান]

ওগো, গৌরাঙ্গ ঘরণি তুমিগো সজনি
সকল রমণীর সার
প্রেমের ঠাকুর প্রেমে বাঁধা তোর
দুহু প্রেমে দুঁহু ভোর।
(প্রাণে প্রাণে দুহু বান্ধা) (প্রেমের শিকলি দিয়ে)
ওগো, গৌরাঙ্গ মোহিনী গৌর প্রেমমণি
গৌররূপে গড়া মোর প্রাণ
গৌরাঙ্গ তোমার সর্ব্ব সারোৎসার
জাতিকুল ধন মান।
(গৌর বিনে আন্ জাননাগো) (গৌর তোমার সর্বস্বধন)
ওগো, সে যে তোমার, তুমি যে তাহার
তোমার মত কেবা আছে

শয়নে স্বপনে কিম্বা জাগরণে
থাকয়ে তোমার কাছে
(কেহ কারে ছাড়াতে নারে) (বান্ধা দুহে একতারে)
ওগো, গৌরাঙ্গ নাগর রসিক শেখর
রসময়ী সখি তুমি
নিগূঢ় লীলার তত্ত্ব না বুঝিয়ে
ভাগ্যহীনা হলেম আমি
(মোরা তাহার কি বুঝিব) (এযে রসিক নাগরের রসের খেলা)
ওগো, যথা তথা যাবে যা তা করিবে
তবু সে থাকিবে তোর
ধরি শ্রীচরণ এই নিবেদন
দেখা যে হয়গো মোর।
(তোর চরণে এই মিনতি) (মোরা যেন বঞ্চিত না হই)

বিষ্ণুপ্রিয়া—সখি! মুখের কথায় আমায় আর কত প্রবোধ দিয়ে রাখবি? [গান]

আমায় ব'লে দে সইগো
কৈ আমার প্রাণনাথ কৈ'গো।
মুখের কথায় আর প্রাণ বাঁচে না
তোরা ব'লে দে সইগো
কৈ আমার প্রাণনাথ কৈগো।
কেমনে বঞ্চিব আমি দিবস যামিনীগো
কোথা গেলে পাব আমার হৃদয় মাণিকগো।
তোরা বলে দে সইগো
কৈ আমার প্রাণনাথ কৈগো।
কি দোষেতে আমার সখি কপাল ভাঙ্গিলগো
কোন প্রায়শ্চিত্তে বল সখি প্রাণনাথে পাবগো।

পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিবগো
গরল খাইয়ে আমি জলে ঝাঁপ দিবগো
আর যাহা বলি সখি তাহাই করিবগো
কি করিলে প্রাণবন্ধুয়ার দরশন পাবগো।
(সখি আমায় ব'লে দেগো) (কোন প্রায়শ্চিত্তে প্রাণনাথ পাব)
(প্রাণ দিলে যদি প্রায়শ্চিত্ত হয়)

অমিতা—সখি! প্রাণই যদি দিবে তবে প্রাণনাথকে পাবে কি ক'রে। প্রাণ থাকলেই প্রাকলেই প্রাণনাথকে পাবে।

বিষ্ণুপ্রিয়া— [গান]

এছাড় প্রাণের কাজ কি আছে
যে প্রাণে প্রাণনাথ না মিলে
(এই বুঝি আমি মরে যাইগো) (প্রাণবন্ধুয়ার সনে দেখা হল না)
[মূর্চ্ছা]

কাঞ্চনা—প্রভোহে! আরত আমরা পেরে উঠ্‌ছিনা, তোমার ধন তোমায় দিয়ে আমরা চল্লেম। এই অযোগ্য দেহ সুরধুনীতে বিসর্জ্জন দিয়ে জ্বালা নিবারণ করব। [যাইতে উদ্যত]

(বিষ্ণুপ্রিয়ার মূর্চ্ছা ভঙ্গ)

বিষ্ণুপ্রিয়া—সখি! দেখ দেখ! কি সুন্দর রূপ।

অমিতা—সখি! কি রূপ দেখ্‌লে

বিষ্ণুপ্রিয়া— [গান]

চাঁচর চিকুরে মোহন, চূড়া বাঁধা আছেগো
মালতীর মালা বেড়া তাহে শোভা করেগো।
মকর কুণ্ডল কানে বনমালা গলেগো
কনক বলয়া হাতে বংশী করে শোভেগো।
কটিতে কিঙ্কিনি শোভে চরণে নুপুরগো
নানা রত্নে গড়া তাই ঝলমল করেগো

পরিধানে পট্টবস্ত্র গলাতে উত্তরীগো

অলকা তিলক দিয়ে বদন রঞ্জিতগো।

কপালে চন্দনের ফুটা টলমল আঁখিগো

চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ মদন জয় করেগো।

নয়ন কমল হ'তে প্রেম বারি বহেগো

হৃদয় কমল দিয়ে চরণ কমলে ঝরেগো।

(জলে কমল হ'য়ে থাকে) (হেথায় কমল হ'তে জল ঝরেগো)

নয়ন মুদিয়া যে রূপ পেনু দরশনে

নয়ন মেলিয়া সেরূপ না দেখিগো কেনে।

(সখি আমায় সেরূপ দেগো) (আমি তোদের পায়ে পড়ি)

(সেরূপ আমার কোথায় গেল) (অবলা বলিয়া, বল)

সখি! প্রাণনাথ আমায় বল্লে, "প্রিয়ে! তুমি অধীরা হ'ওনা, আমি যথা তথা যাই, নিত্য আছি তোমার ঠাঁই, এই সত্য করিলাম দৃঢ়"।

কৈগো আমার সেরূপ কোথায়

যেরূপে মোর প্রাণ রাখিল

(কৈগো আমার সেরূপ কোথায়)

(আমি সেরূপের কাছে যাইব) [মূর্চ্ছা]

কাঞ্চনা—সখি! তুই একা যাবি কেন? আমাকেও সঙ্গে নে। [মূর্চ্ছা]

অমিতা—দিদি! আমায় একা ফেলে কোথায় যাবে? আমাকেও সঙ্গে কর। [মূর্চ্ছা]

[শুক ও শারীর প্রবেশ]

শারী—উঃ কি মর্ম্মভেদি অবস্থা! এখন কে কারে রক্ষা করে! আরে শুক! তোর সব কথাই মিথ্যা হ'তে চল্‌ল। এখন উপায় কি?

শুক—শারী! আমি যা ব'লেছি তা মিথ্যা হ'তে পারে না। চল একবার মা যোগমায়াকে ডেকে দেখি।

[উভয়ের গান]

(করযোড়ে)

[গান]

একবার এসগো মা, যোগমায়া

একবার এসে দেখে যাওগো।

ন'দের খেলা বুঝি সাঙ্গ হ'ল

ত্বরা ক'রে এস মাগো।

[যোগমায়ার প্রবেশ]

(গান)

ওমা! একি সর্ব্বনাশ আজ এ ভবনে।

এসব প্রেমের পুতুলি, পড়িয়াছে ঢলি

প্রেমিকের বিচ্ছেদ দংশনে।

প্রেম সাগরের জলে ডুবে এতদিন

প্রেমানন্দে বেঁচেছিল এসব মীন

আজ সেই প্রেমময় বিনে, হ'য়ে সংজ্ঞাহীন

বুঝিগো মরিবে পরাণে।

ওহো! লীলাময়! তুমিত লীলা না ক'রে পারবে না। কিন্তু তোমার এ লীলায় যে সকলের মরণ। প্রভো! শীঘ্র আস, তুমি নিজেই বলেছ, তুমি নিত্য প্রিয়াজীর সঙ্গে আছ। তোমার শ্রীমুখ-বাক্য রক্ষা করতে প্রভো! ত্বরায় এস। ওহে ভক্তবাক্য সত্যকারী প্রভো! তুমি তোমার নিত্যভক্ত শুকের বাক্য রক্ষা করতেও এসময় আসা কর্ত্তব্য। নয়ত তোমার ভক্তবৎসল নামে কলঙ্ক থাকবে।

(গান)

কোথায়হে দয়াল প্রভো!

বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ গৌরাঙ্গ।

একবার এসহে দয়াল প্রভো
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণগৌরাঙ্গ।
তোমার অদর্শনে সবে মরে প্রাণে
বুঝি ন'দের লীলা হবে সাঙ্গ।
[বিষ্ণুপ্রিয়ার মূর্চ্ছা ভঙ্গ]

বিষ্ণুপ্রিয়া— (গান)

ঐ মধুর শ্রীনাম, কেবা শুনাইল
পশিল মরম মাঝে
এমন মধুর বরিষণ করিল কোনজন
বল কাঞ্চনে অনব্যাজে।
[কাঞ্চনার মূর্চ্ছা ভঙ্গ]
(যোগমায়ার অন্তর্ধান)

কাঞ্চনা— [গান]

একবার বলগো অমিতে আমায় আচম্বিতে
মধুর স্বরে কে ডাকিল
হে মধুর প্রকৃতি, কিবা মধুর ভাতি
মধুময় বুঝি এল।
[অমিতার মূর্চ্ছা ভঙ্গ]
(এদিক ওদিক চাহিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়াকে ধরিয়া)
[শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব]

অমিতা— (গান)

দেখ সজনি ঐ চন্দ্রবদনে
আলো করেগো কিরণে।
ধীরে ধীরে আসে মৃদু মৃদু হাসে
কি জানি কি পিয়াসে চায় তব পানে।

তার, অরুণ নয়নে	দেখ বরুণ ধারা
কি জানি কি যেন	হয়েছেগো হায়
তাই, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে	হয়ে পাগল পারা
খুঁজিতেছে বুঝি	তার হারাধনে।
দেখ সজনি ঐ	হেম কিরণিয়া
দশদিক সখি	উজল করিয়া
আসিছে ধাইয়া	গৌরাঙ্গ নাটুয়া
কি জানি কহিছে	বুঝি, অধর নর্ত্তনে
প্রেমে পুলকিত	সর্ব্বঅঙ্গ তার
পড়িছে ঢলিয়া	সখি! ধর ধর ধর
সখি, সে হয় যে তোমার	তুমি যে তাহার

নয়ন জুড়াই মোরা মধুর মিলনে।

[দু'জনে গলা ধরিয়া মিলন]

সকলের গান :— বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণবল্লভ গৌর বিনোদিয়া
শ্রীগৌরাঙ্গের প্রাণপ্রেয়সী রাণী বিষ্ণুপ্রিয়া।

(দুঁহু প্রাণে মিশামিশি) (অধরে মধুর হাসি)
(উথলিল প্রেমরাশি) (তোরা দেখে যা সকলে আসি)

-](*)[-

[পদকর্ত্তা]

গৌরনাম লিখে দিও অঙ্গে

তোমরা সকলে গৌর গৌর ব'লে,

সুরধুনি তীরে নিয়ে যেও রঙ্গে।

তুলসীর দল, যত্নে এ'নে তু'লে

তার মালা গেঁথে পরাইও গলে,

গৌর গৌর নাম, বল কর্ণমূলে

প্রাণ যেন যায় গৌর নামেরই সঙ্গে॥

কফে রুদ্ধ কণ্ঠ না স্ফুরিবে বুলি,

বলিতে দিবেনা গৌর গৌর বুলি।

(আমার) সাথে বেন্ধে দিও গৌর নামাবলী,

অন্তে যেন পাই শ্রীগৌরাঙ্গে॥

ওহে কৃপাময় শ্রীশচীনন্দন, নিজগুণে একবার দিও দরশন,

আমার অন্ত যাবে যখন, জীবন তপন,

দেখা দিও বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে॥

(মধুর যুগলরূপে) (বিষ্ণুপ্রিয়া বামে নিয়ে)

(রসরাজ মহাভাব দুই একরূপে)

-০ সমাপ্ত ০-